ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী" সভার সম্পাদক

ও সত্ত্বাধিকারী

শ্রীশ্রীআচার্য্য সান্দ্রানন্দ

প্রণীত।

কলিকাতা

৯১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সান্দ্রানন্দ প্রেসে

শ্রীপঞ্চানন মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৫২। সন ১৩০২ সাল।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভূমিকা।

নিরপেক্ষ ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভা হইতে "নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়া সাধারণের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হইত। এই সাময়িক পত্র যে উদ্দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের পাঠকবর্গের বিদিতার্থ নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার্থী যুবকমণ্ডলী আমাদের ভবিষ্যৎ কালের আশাস্থল। তাঁহারা যাহাতে শৈশব অবস্থা হইতেই আমাদের সমাজে ও ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া চিরকাল যাপন করিতে পারেন তাহাই শিক্ষা দেওয়া পিতা মাতার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশের পিতামাতাগণ সন্তানদিগকে যেরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে বালকগণ শিক্ষার প্রথম অবস্থা হইতেই বিকৃত হইতে থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বিষে ও মিশনরিদিগের মোহে পড়িয়া বালকেরা ক্রমাগত অশিষ্ট, স্বধর্ম্মে আসক্তিহীন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতেছে। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও হিন্দুনীতির অনুবর্ত্তী না হইয়া চলিলে ফল যে এইরূপ হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

যে সময়ে "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের দেশের অধিকাংশ বালক, মিশনরি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। এক্ষণে যেমন দেশস্থ ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এত অধিক ছিল না। মিশনরিদিগের বিদ্যালয়গুলি সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। একে তরুলমতি বালকদিগের মস্তিষ্কে হিন্দু শাস্ত্রের একটিমাত্র

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োবিভিন্না নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনোযেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

নিরপেক্ষধর্ম্মসঞ্চারিণী সভা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নাস্তিকতা, ব্যভিচারিতা, এবং কতকগুলীন উপধর্ম্ম প্রচারিত হওয়াতে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চভাবসমুদায় ক্রমে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই নিমিত্ত "নিরপেক্ষধর্ম্মসঞ্চারিণী" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য।

পড়ুয়া-পাষণ্ডীদিগকে * দলন ও প্রেমলক্ষণা ভক্তির পথে আনয়ন, ধর্ম্মানুসন্ধানীব্যক্তিদিগকে সনাতনধর্ম্ম প্রদান এবং আর্য্যশাস্ত্রীয় লুপ্তগ্রন্থসমুদায় উদ্ধার করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

* পাঠাভ্যাসে যাঁহারা নাস্তিক হইয়াছেন, কিম্বা বেদাদির নিগূঢ় ভাবসমুদায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কূটার্থ করিতে বসিয়াছেন।

অক্ষরও প্রবেশ করে নাই; তাহাতে আবার পাদ্রীগণের মুখে হিন্দু-ধর্ম্মের অযথা নিন্দা ও বাইবেলের গরিমা শ্রবণ করতঃ সহজেই তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া পাদ্রীদিগের মোহ কবলে নিপতিত হইত। যাহারা আবার মিশনরি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত না, তাহারা ইংরাজী শিক্ষার গুণে আচার ভ্রষ্ট ও স্বধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারও ম্লেচ্ছাচারপূর্ণ নানাপ্রকার উপধর্ম্মের মায়ায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিত। "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মতত্ত্ব" এই সমস্ত মোহজাল ভেদ করিয়া দিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের নিরপেক্ষতা সপ্রমাণ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় সারবান্ ও নিষ্কাম-ধর্ম্ম আর নাই ও হইতে পারে না। বাইবেলের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রের বিশদরূপে তুলনা করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে বলবান হিন্দু-শাস্ত্রের নির্ম্মল সত্য জ্যোতিঃর নিকট ক্ষীণপ্রাণ বাইবেল বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। হিন্দু-সমাজভুক্ত ধর্ম্মযাজক ও অন্যান্য ভণ্ড ও পড়ুয়া-পাষণ্ডদিগের বাহ্যধর্ম্মপরিচ্ছেদের অভ্যন্তরে নিহিত প্রচ্ছন্নস্বার্থ প্রকাশিত করিয়া "নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব" ধর্ম্মের নিরপেক্ষ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় যখন "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মতত্ত্বে" প্রকাশিত হইয়া সাধারণের নিকট বিতরিত হইত, তখন ইহা পাঠ করিয়া কত শত যুবক বৃন্দ পাদ্রীদিগের কুহক কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। সে সময়ের যেসমস্ত স্কুল কলেজের যুবক ছাত্রগণ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মতত্ত্ব" পাঠে কেহ বা আমার মুখে নিরপেক্ষরূপে স্বধর্ম্ম জযন করা উপদেশ পাইয়া তাঁহাদের সে সংকল্প ভ্রমপূর্ণ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এবং কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত হন,

তাঁহাদের মধ্যে যে কয় ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আজকাল অনেকেরই পরিচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকটিত করা গেল। যথা:—

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল দে; বি, এ, বি, এল্,

(জয়পুর কলেজের অধ্যাপক।)

শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যানন্দ ভড়; এম্, এ, (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চৌধুরি; এম্, এ,

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন। (ডাক্তার)

কিন্তু এক্ষণে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উচ্চভাবপূর্ণ সেই "নিরপেক্ষধর্ম্মতত্ত্ব" দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ অনেকেই ইহা পাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এখনও পর্য্যন্ত পাদ্রীপুঙ্গব প্রভৃতি দিগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে এরূপ পত্রের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য "নিরপেক্ষ ধর্ম্মতত্ত্ব" পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইল। ইহা প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে যাহাতে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য মূল্য অত্যন্ত সুলভ করা গেল এবং প্রত্যেক হিন্দুসন্তান যাহাতে অক্লেশে পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তিমান্ হইতে পারেন, তজ্জন্য পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও বিশদরূপে যত্নের সহিত লিখিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে ইহার প্রতি সাধারণের আগ্রহাতিশয় দেখিলে আমাদের এই উদ্যোগ ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-সান্দ্রানন্দ-ভক্তিপ্রিয়।

মাতৃ-পিতৃ-দত্ত নাম শ্রীরমানাথ।

ধর্ম্মবিশ্বাস।

অধুনা খৃষ্টসমাজ আপনাদের প্রভু যীশুর মহিমা প্রচার করিয়া, সাধারণকে যীশুর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিলাষে, কতকগুলি বেতনভোগী যীশুধর্ম্মযাজককে নিযুক্ত করিয়া ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে হিন্দুদিগের অসংখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাবার্থ না বুঝিয়া, কেবল উপাস্য দেবদেবীদিগকে অন্যায়রূপে সর্ব্বদা গালিবর্ষণ ও নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ, তাঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তক একমাত্র বাইবেল; এই সভা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারেন যে, সেই বাইবেলের নিগূঢ়মর্ম্ম একটীও খৃষ্টধর্ম্মযাজক এপর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এবং প্রভু যীশু যখন সত্যধর্ম্ম দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন সেই সত্যধর্ম্মকে ও তাঁহাকে পর্য্যন্তও কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই! এমন কি, তাঁহার প্রধান বারজন শিষ্যদিগের মধ্যে এক জনেরও প্রভুর প্রতি এবং তাঁহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। সেই গোপ্য দোষ এবং ভ্রমসমুদায় গোপনে রাখিয়া, এইপ্রকারে অন্য ধর্ম্মের প্রতি অন্যায়রূপে গালি বর্ষণ করিয়া, অন্যধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া যে ধর্ম্ম ও আইন-বিরুদ্ধ কর্ম্ম, তাহা তাঁহারা নিশ্চয় জানিয়াও অবিরোধে দম্ভের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও প্রভু যীশুর সত্যধর্ম্ম প্রচারের মাহাত্ম্য এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম্মের প্রতি কাহাদের কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস ছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

প্রভু যীশুর ধর্ম্মবল।

প্রভু যীশু স্বজাতীয় য়িহুদীদের রাজ্যমধ্যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সত্যধর্ম্ম এবং সত্যবিষয় প্রচার করিতে গিয়া মহাযাজক ও ফিরূশিদিগের নিকট এতদূর অবিশ্বাসী হইয়াছিলেন যে, শেষে তাঁহাকে তাহাদিগের দ্বারা ক্রুশে হত হইতে হইয়াছিল।

তিনি সত্যধর্ম্ম প্রচার করিব বলিয়া অনেক কামনাবিশিষ্ট গুণধর্ম্ম প্রচার করিয়াও প্রধান বারজন শিষ্য ব্যতীত অধিক শিষ্য করিতে পারেন নাই। প্রধান বারজন শিষ্যমধ্যে এক জনেরও যীশুর প্রতি এবং তাঁহার বাক্যের উপর বিশ্বাস জন্মে নাই। যীশু যখন বলিলেন—"যে জন আপন প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করে, সে তাহা হারাইবে; কিন্তু যেজন ইহলোকে আপন প্রাণকে অপ্রিয় জ্ঞান করে, সে অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাহা রক্ষা করিবে। কেহ যদি আমার পরিচর্য্যা স্বীকার করে, তবে সে আমার পশ্চাদ্‌গামী হউক, তাহাতে আমি যে স্থানে থাকি, আমার পরিচারকও সেই স্থানে থাকিবে; এবং যে জন আমার পরিচর্য্যা করে, আমার পিতা তাহার সম্ভ্রম করিবেন।" (যোহন, ১২ অধ্যায়, ২৬।) কি দুঃখের বিষয়, উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বারজন শিষ্যের মধ্যে এক জনেরও প্রভুর প্রতি কিম্বা তাঁহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস জন্মিল না।

প্রভু যীশু যদ্যপি তাঁহার শিষ্যদিগকে আপন বাক্যের সহিত সত্যধর্ম্ম অর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে

পারি যে, তাঁহার শিষ্যেরা উক্ত বাক্যে কখনই আপন প্রভুকে অস্বীকার করিতে পারিত না। তিনি শিষ্যদের এই প্রকার উচ্চ সত্যধর্ম্ম দিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রধান বারজন শিষ্যের মধ্যে একজন শিষ্য শিমোনের পুত্র যিহূদা মহাযাজকদিগের নিকট হইতে গোপনে ডলার মুদ্রা লইয়া তাহার আপন প্রভুকে শত্রুহস্তে ন্যস্ত করিয়া ক্রুশে দেওয়াইল। উক্ত বারজন শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শিষ্য পিটার; তাহাকে যখন মহাযাজকদ্বারা জিজ্ঞাসা করা হইল যে, "তুমিও কি উহার শিষ্যদের মধ্যে একজন?" তাহাতে সে মহাযাজকদিগের এবং ক্রুশে যাইবার ভয়ে অবলীলাক্রমে অস্বীকার করিয়া কহিল,—"আমি নাহি।" পিটার যাহার কর্ণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহার একজন কুটুম্ব কহিল,—"আমি কি উদ্যানে তাহার (যীশুর) সঙ্গে তোমাকে দেখি নাই?" তাহাতে পিটার আরবার অস্বীকার করিল। প্রভু যীশুর সত্যধর্ম্মের বল উচ্চভাব যে কতদূর পর্য্যন্ত ছিল, তাহা তাঁহার শিষ্যদিগের, প্রভুর প্রতি ও তাঁহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাসদ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হইল। যাহা হউক, এক্ষণে হিন্দু ভ্রাতারা আপনাদের নিত্য সত্যধর্ম্ম মধ্যে সত্য বিষয় আছে কি না, তাহার আলোচনা ও অনুসন্ধান না করিয়া কি বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন?

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মবল।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি অনেক দিবসের কথা; তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদের এক্ষণে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। চারি শত দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে *সনাতন ধর্ম্ম যজন* করিয়া জীবকে *যে প্রকারে ধর্ম্ম যজন* করিতে হয়, তাহার বিষয় যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভক্ত ও পারিষদদিগের সনাতনধর্ম্মের প্রতি কতদূর পর্য্যন্ত বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করা যাউক।

মুসলমান রাজ্যাধিকার সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি যবনরাজ্যে থাকিয়াও অকুতো ভয়ে যবনরাজ্য মধ্যে বিশুদ্ধ নিষ্কামপ্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহারই প্রসাদে খোল করতাল ও হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন লইয়া ব্রাহ্মেরা ও খৃষ্টানেরা ধর্ম্মযজন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এত উচ্চ ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবল ছিল যে যবন বিচারপতি কাজীর আত্মীয় কুটুম্বদিগের সহিত কাজীকে পর্য্যন্তও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হরিনামে মাতাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত পাষণ্ডদিগকে দলন করিয়া যে কত বিশ্বাসীভক্ত, শিষ্য ও পার্ষদ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। তন্মধ্যে তাঁহার একজন যবনপার্ষদ বিখ্যাত হরিভক্ত হরিদাস; যাঁহার পূর্ব্বনাম ফ্রেস্তা ছিল। তাঁহার হরি নামের উপর বিশ্বাস ও সনাতনধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা এত অধিক ছিল যে, তিনি

হরিনামের জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্তও অপ্রিয় করিয়াছিলেন। এক দিবস যখন যবন মুলুকপতি শুনিলেন যে ফেন্স্তা মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম যজন করিতেছেন তখন তিনি সক্রোধে হরিদাসকে বিচারে আনয়ন করাইয়া কহিলেন যে, দেখ ফেন্স্তা, যদ্যপি তুমি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম যজন না কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি প্রদান করিব। তাহাতে হরিদাস হরিনামের বলে বলীয়ান্ হইয়া অকুতোভয়ে দন্তের সহিত বলিলেন যে,—

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।"

হরিদাস কোন ক্রমেই হরিনাম ছাড়িল না দেখিয়া মুলুকপতি কাজীর প্রতি অনুমতি দিলেন যে ইহাকে লইয়া আমার প্রজাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য, যেন আর তাঁহারা কেহ মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম যজন না করেন, এই অভিপ্রায়ে বাইশ বাজারে কেৎ * মারিতে মারিতে পরিভ্রমণ করাইয়া ইহাকে হত্যাকর। তদ্রূপ কাজীকর্ত্তৃক করা হইলেও হরিনামের প্রতি বিশ্বাসের বলে বাইশ বাজারে যবনদিগের কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াও হরিদাসের জীবন হত হয় নাই। বরঞ্চ তিনি সহাস্য বদনে হরিনামের ও সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও প্রকাশ করিয়া ছিলেন। অতএব, হে হিন্দুভ্রাতাগণ! আমাদিগের সনাতনধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা এবং সাধুসঙ্গ না করিয়া যেন খৃষ্টীয়ানদিগের কুহকে আপনাদের

---

* বেত্রগুচ্ছ।

কুল, মান, বন্ধু বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যীশুর ধর্ম্ম যজন করিতে অগ্রসর না হন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পরমতত্ত্ব।

"ইতো ন কিঞ্চিৎ, পরতো ন কিঞ্চিৎ।
যতোযতো যামি ততো ন কিঞ্চিৎ।
বিচার্য্যপশ্যামি জগন্ন কিঞ্চিৎ।
স্বাত্মাববোধাদধিকং ন কিঞ্চিং॥"

ইহকালে কোন সারবান্ পদার্থ নাই এবং পরকালেও যে কোন প্রকার উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে তাহার প্রতিও বিশ্বাস নাই। আমি যে যে স্থানে গমন করি কোন স্থানেও সসার বস্তু দেখিতে পাই না। সমস্ত জগৎ বিচরণ করিয়া দেখিলাম, কোথাও সদ্বস্তু অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। উপসংহার কালে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আত্মতত্ত্ব হইতে আর অধিক বস্তু কিছুই নাই।

তাই বলি—

"ছেড়ে দিয়ে কুটী নাটী,
ধরে চল সত্য খাঁটী।
জল, পাথর, কাট, চামড়া, † মাটী,
আকাশ ‡ ভজে পাবি আমড়া আঁটী।

---

† মানুষভজা কিম্বা গুরুমূর্ত্তি ভাবনা।

‡ নিরাকার।

প্রভু যীশুর সকামগুণময় ধর্ম্মের প্রভা।

প্রভু যীশু, তিনি যে, একজন প্রেরিত মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের পুত্র, ইহাই কেবল যিহুদীয়দিগের এবং তাঁহার শিষ্য দিগের নিকট প্রমাণ করিবার ও স্বয়ং বিশ্বাসার্হ হইবার নিমিত্ত সকামগুণময় ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, আর অধিক কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কোন সময়ে বৈথনিয়াগ্রামে মরিয়ম্ নামে একটী স্ত্রীলোক প্রভু যীশুর চরণে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া, আপনার কেশ দিয়া চরণ মুছাইয়া দিয়াছিল; এই নিমিত্ত প্রভু যীশু মরিয়ম্‌কে ও তাহার ভ্রাতা ইলিয়াসরকে অত্যন্ত প্রেম করিতেন। এক দিবস যীশু সেই মরিয়মের ভ্রাতা ইলিয়াসরের পীড়ার সমাচার শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"এর পীড়া মৃত্যু নিমিত্তে হইল না, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমার নি মত্তে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা যেন তাহা দ্বারা (অর্থাৎ ইলিয়াসরের মৃত্যু দ্বারা) প্রকাশ পায়।" যদিও যীশু তাহাদিগকে প্রেম করিতেন, তত্রাপি তিনি ইলিয়াসরের সাংঘাতিক পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়াও, সেই স্থানে আর দুই দিবস অবস্থিতি করিলেন।

সেই দুই দিবসের পরে যীশু তাহার শিষ দিগকে কহিলেন— "ইলিয়াসর মরিয়াছে; কিন্তু আমি যে সে স্থানে ছিলাম না, ইহাতে তোমাদের নিমিত্তে অর্থাৎ তোমরা (আমাকে) বিশ্বাস করিবা, এই নিমিত্ত আনন্দ করিতেছি; তথাপি আইস, আমরা তাহার কাছে যাই।" অনন্তর চারি দিনে যীশু ইলিয়াসরের

কবরের নিকট সশিষ্যে উপস্থিত হইলেন। মরিয়ম্ তাহার গুরু প্রভু যীশু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া যে স্থানে যীশু ছিলেন, সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল,—"হে প্রভো! আপনি যদি এস্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না।" যীশু তাহাকে এবং তাহার সঙ্গে আগত য়িহুদীয়দিগকে রোদন করিতে দেখিয়া শোকার্ত্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন,—"তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ?" তাহারা কহিল,—"হে প্রভো! আসিয়া দেখুন।" যীশু অশ্রুপাত করিলেন। * * * *

যীশু পুনর্ব্বার অন্তরের সহিত শোকার্ত্ত হইয়া কবরের নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"এই প্রস্তর সরাইয়া দাও।" তাহাতে মৃত ব্যক্তির ভগিনী মার্থা কহিল,—"হে প্রভো! এখন ইহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে; কেননা, অদ্য চারি দিন হইল, ইহা কবরে আছে।" যীশু তাহাকে কহিলেন,—"যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবা, একথা কি তোমাকে কহি নাই?" তখন তাহারা সেই কবর হইতে প্রস্তর সরাইলে, যীশু ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"হে পিতঃ! আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এইজন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। আর তুমি সতত আমার কথা শুনিয়া থাক, তাহা আমি জানি; কিন্তু নিকটে দণ্ডায়মান এই সকল লোকদের নিমিত্তে অর্থাৎ তুমি যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ, ইহা যেন তাহারা বিশ্বাস করে, তন্নিমিত্তে এই কথা কহিলাম।" ইহা বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"হে ইলিয়াসর! বাহিরে আইস।" তাহাতে সে মৃত লোক বাহিরে আইল। তখন মরিয়মের নিকটে আগত য়িহুদীয়

লোকদিগের মধ্যে অনেকে যীশুর এই কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা একটী সভা আহূত করিয়া তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিল।” (যোহন, ১১ অধ্যায়, ৪৬।)

এইত প্রভু যীশুর সকাম গুণময় ধর্ম্মের প্রভা! এমত গুণ-কার্য্য দেখাইয়াও শেষে কিনা তাঁহাকে যাজকদিগের হস্তে নিহত হইতে হইল!! তিনি একজন উদ্ধত সাধু ছিলেন। তাঁহার সাধনসম্বন্ধে তাঁহাকে আমরা নিতান্ত বালকের ন্যায় জ্ঞান করিব; কারণ এই সভা নিশ্চয় বলিতে পারেন যে, সকাম গুণময় ধর্ম্ম প্রকাশ করিলে নিত্য সত্য ধর্ম্মপথে কেহ কথনই অগ্রসর হইতে পারে না এবং এমন কি ধর্ম্ম বিশ্বাস পর্য্যন্তও স্থাপনা করিতে পারা যায় না। তাহার প্রমাণ এই যে, ফিরুশিরা উক্ত গুণকার্য্য দেখিয়া যীশু একজন বুজরুক্ অর্থাৎ তাঁহার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গুণকার্য্য দ্বারা লোকদিগকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা আছে এবং তিনি গুণকার্য্য দ্বারা লোকদিগকে বশীভূত করিয়া পাছে রাজা হন, এই প্রকার বিশ্বাস করিয়াছিল; ইহা ভিন্ন তিনি যে প্রেরিত মহাপুরুষ ও ঈশ্বরের পুত্র, ইহা তাহাদের মনে এক-বারও ধারণা বা বিশ্বাস হয় নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিষ্কাম প্রেম-ধর্ম্মের মহিমা।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে যে সমুদায় মহিমা-প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় অতিশয়

উচ্চ ও সরস ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল ; তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, পাষণ্ডদিগেরও পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেম-ভক্তির উদ্রেক হয়।

এক দিবস সন্ধ্যার সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সুখেতে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীবাসের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকগণ হটাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সঙ্কীর্ত্তনের মধ্য হইতে সত্বর অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র পরলোক গমন করিয়াছে। তখন তিনি স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান করিয়া প্রবোধ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—"অন্তকালে যাঁহার একবার নাম শ্রবণ করিলে মহাপাতক পর্য্যন্তও উদ্ধার হইয়া, নিত্য শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করে, অদ্য আমার ভবনে সাক্ষাৎ তিনিই দেবগণ-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন ; এবং আমার পুত্র ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্ল্লভ সুমধুর হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে! পুত্র যে শুভযোগে দেহত্যাগ করিয়াছে, সেই শুভযোগ দেবতা-দিগেরও প্রার্থনীয়, অতএব তাহার জন্য আর তোমাদের শোক করিবার আবশ্যক নাই। যদ্যপি সংসার-ধর্ম্মানুসারে শোক সম্বরণ করিতে অক্ষম বোধ কর, তাহা হইলে, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের অন্তে যাহা তোমাদের চিত্তে আইসে, তাহাই করিও, নতুবা তোমাদের ক্রন্দনে যদ্যপি আমার প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের রস-ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে আমি এই তোমাদিগের নিকট শপথ

করিয়া বলিতেছি যে, যে মুহূর্ত্তে তোমাদের ক্রন্দনে আমার প্রভুর রসভঙ্গ হইবে, সেই মুহূর্ত্তে আমি তোমাদের সম্মুখে এই গঙ্গামধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বব্যথা দূর করিব।” এই সমুদায় বলিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অটল হইয়া পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর সহিত সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে পরমানন্দে যোগ দিলেন। এবং সেই দিবস শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে এইরূপ উন্মত্ত ও বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলেন যে, এই দুর্জ্জয় পুত্র-বিয়োগ-শোক তুল্য ভব সমুদ্রের মহান্ তুফানেও তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিতে পারে নাই— যে তুফানে কত যোগী এবং জ্ঞানী মহাপুরুষদিগকে পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে নিমগ্ন করিয়া ফেলিয়া দেয়। তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ চৈতন্য মহাপ্রভু, এই প্রকার নিত্যধামের সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার ভক্তদিগকে বলিলেন,—“অদ্য আমার চিত্ত কেন এইরূপ উদ্বিগ্ন হইতেছে। বোধ করি, শ্রীবাসের ঘরে কোনপ্রকার বিপদ হইয়া থাকিবে।” ইহা শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে শ্রীবাস—

> “পণ্ডিত বলেন, প্রভু, মোর কোন দুখ।
> যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥”

তদনন্তর অন্যান্য ভক্তগণ বলিলেন, “অদ্য রাত্রি চারি দণ্ড সময়ে শ্রীবাস পণ্ডিতের প্রিয় পুত্র গোলোকধামে গমন করিয়াছেন এবং পাছে আপনার উৎসব ভঙ্গ হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি এপর্য্যন্ত উক্ত বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। অতএব আপনি যদ্যপি অনুমতি করেন, তাহা হইলে এক্ষণে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছে, শ্রীবাসের পুত্রের সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাগমন করি।”

শ্রীবাসের অদ্ভুত ভক্তি ও গাঢ় প্রেম দেখিয়া মহাপ্রভু "গোবিন্দ! গোবিন্দ!" বলিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পার্ষদদিগের মধ্যে নিত্যানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতি কয়েক জনের নিকট বলিলেন,—"যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন হইয়া পুত্র-বিয়োগের দুরূহ বিরহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, এমত সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিব!" এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু এককালে শোকে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। * কি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত মহিমা! তিনি প্রিয় পার্ষদের পুত্র-বিয়োগে শোক করা দূরে থাকুক, শ্রীবাসের সরস ভক্তি ও অনুরাগ দেখিয়া এবং কি প্রকারে ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, এই বিষয় আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যখন মহাপ্রভুর সম্মুখ দিয়া তাঁহার ভক্তেরা শ্রীবাসের মৃত পুত্রের দেহ সংকার করিতে লইয়া যান, এমত সময়ে তিনি শ্রীবাসের মৃত পুত্রের দেহ তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করাইয়া সেই মৃত পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ভাই! কি কারণে শ্রীবাসের বাটী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছ? তখন সেই মৃত পুত্র জীবিত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! কাহার এমন শক্তি আছে যে, আপনার নির্ব্বন্ধ অন্যথা করে?"

---

* যীশু কি অভিপ্রায়ে ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুই বা কিভাবে ক্রন্দন করিলেন, তদ্বিষয় পাঠক মহাশয়েরা উত্তমরূপে আলোচনা ও বিচার করিয়া দেখিবেন।

"শিশু বলে এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল, ভুঞ্জিলাম সেই সব॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিলে আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধপুরী॥
কে কাহার বাপ প্রভু, কে কাহার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যতদিন ভাগ্য ছিল, শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম, এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার॥
এত বলি নীরব হইলা শিশুকায়।
এমত অপূর্ব্ব করে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অদ্ভুত মহিমা দর্শন এবং মৃত শিশুর নিকট তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভক্তগণ এককালে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগের বারম্বার হরি ধ্বনিতে শ্রীবাসের বাটী তৎকালীন নিত্য বৃন্দাবন-তুল্য হইয়াছিল।

এক্ষণে, হে হিন্দুভ্রাতৃগণ! আপানারা স্বীয় সনাতন ধর্ম্ম-মধ্যে যে সমুদায় উচ্চ এবং গূঢ় ভাবাদি আছে, সেই সমুদায় হৃদয়ঙ্গম ও সাধু-সঙ্গ না করিয়া যেন পিপাসা শান্তির নিমিত্ত ভ্রমক্রমে কোন বিজাতীয় মরীচিকাময় ধর্ম্ম-মরুতে অগ্রসর হইয়া আপনাদের কুলমান, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া হাস্যাস্পদ এবং আত্ম-বঞ্চিত না হন, ইহাই এই সভার একান্ত প্রার্থনা।

পরমতত্ত্ব।

এক দিবস শ্রীমদাচার্য্য মহাপ্রভু বিষ্ণুর খট্টায় উপবেশনানন্তর কহিলেন,—"হে বৎস! মহারাজা কলির রাজ্যাভিষেক সময়ে তাঁহার রাজভবনে এক দিবস দেবতাদিগের একটী মহতী সভা হইয়াছিল। সেই সমারোহের মধ্যে যম ও মদন সুধাপানে এত অধিক মত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমুদায় মত্তাবস্থায় কোথায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্মরণও ছিল না। পরে যমরাজ নিজ রাজকার্য্য করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া, সেই মত্ততার অবস্থাতেই সম্মুখস্থিত মদনের ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং মদনও সেই প্রকার আপনার তূণমধ্যে যমের দণ্ডাদি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

সেই অবধি আজও পর্য্যন্ত বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, যখন মদন যুবাদিগের প্রতি আক্রমণ করেন, তখন প্রথমতঃ যুবারা মদনের সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি দর্শন করিবামাত্রেই এককালে বিমোহিত হইয়া পড়েন, এবং সেই মুহূর্ত্তমধ্যেই মদনের হস্তস্থিত যমদণ্ড দেখিয়া তাঁহাদের পরমার্থ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকে যমরাজ বৃদ্ধদিগের প্রতি (যাঁহারা ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন) যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন তাঁহারা যমরাজের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া পড়েন এবং পরক্ষণেই যমরাজের হস্তস্থিত মদনের শরাঘাতে তাঁহাদিগের পূর্ণ কামনা আসিয়া তাঁহাদিগকে এককালে পীড়িত ও জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে ও তৎসঙ্গে পরমার্থচিন্তাও ক্রমে শিথিল হইয়া যায়। অতএব, হে বৎস!

এক্ষণে সময় ও সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের বল ও সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে পরমার্থ-পথে অগ্রসর হও। যখন তোমার মৃত্যুর সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন যেন পরম ধনে বঞ্চিত হইলাম বলিয়া দুঃখ করিতে না হয়।

প্রভু যীশুর জন্মকথা।

বাইবেল-মধ্যে প্রথমতঃ প্রভু যীশুর জন্মকথা পাঠ করিলে বোধ হয়, যেন কোন বদ্ধ-জীব কর্ত্তৃক বাইবেল লিখিত হইয়াছে, কারণ তাঁহারা বাইবেল-মধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন,—যীশুর মাতা কুমারী মেরী, ইব্রাহিম্‌ বংশজ যুষফের সহিত বিবাহের জন্য বাগ্দত্তা হইলে এবং তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর সঙ্গ হওনের পূর্ব্বে মেরী কুমারী অবস্থাতেই পবিত্র আত্মা দ্বারায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন। (মথি ১ অধ্যায়, ১৯।)

প্রভু যীশুর জন্ম স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ ব্যতীত যে আলেক পবিত্র আত্মা দ্বারা হইয়াছিল, ইহা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যাহাহউক, এক্ষণে যে পবিত্রআত্মা-দ্বারা মেরীর কুমারী অবস্থাতে গর্ভ হইয়াছিল. সেই আত্মাই বা কে এবং প্রপঞ্চীকৃত দেহ আশ্রয় ব্যতীত শুদ্ধ আত্মা দ্বারা গর্ভ হওয়া সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের প্রথমতঃ বিশেষ করিয়া পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

লূক ৩ অধ্যায়, ২১ পেরাতে আছে,—যীশু সাধারণ জীবের ন্যায় যোহনের নিকট বেপ্তাইজ (দীক্ষিত) হইয়া সাধন ও

প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার স্বর্গের দ্বার মুক্ত করিলে পর "পবিত্র-আত্মা মূর্ত্তিমান হইয়া কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিলেন।" লূক ৪ অধ্যায়, ১ পেরাতে আছে,—"যীশু পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া জর্ডন নদী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।" * বাইবেলের এই স্থানগুলি পাঠ করিলে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যে প্রপঞ্চীকৃত কোন সাধুর দেহ আশ্রয় ব্যতীত কখনই শূন্যে কিম্বা আকাশের উপরিভাগে স্বর্গবাচ্য কোন স্থান হইতে আলেক পবিত্র আত্মার ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায় না।

প্রপঞ্চীকৃত দেহ ব্যতীত শূন্যে কিম্বা আকাশের উপরিভাগে যদ্যপি পবিত্র আত্মার আশ্রয় স্থান হইত, তাহা হইলে উপরি উক্ত পবিত্র আত্মাগুলি যীশুর দেহেতে আশ্রয় না লইয়া শূন্য হইতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। যাহাহউক, ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য! যাঁহার জন্ম আলেক পবিত্র আত্মা দ্বারা হইয়াছিল, তিনি কি না সামান্য বদ্ধ জীবের ন্যায় যোহনের নিকট দীক্ষিত (বেপ্তাইজ) হইয়া প্রার্থনা দ্বারা স্বর্গের দ্বার মুক্ত করিলেন? মিথ্যা কখনই অপ্রকাশ থাকে না, সত্যকে কতকগুলি মিথ্যালঙ্কার দ্বারা আবরণ করিলে সত্যের প্রভা অজ্ঞাতসারে কোন না কোন স্থান হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব পবিত্র আত্মা শব্দে যে আলেক কোন শূন্য হইতে কিম্বা দৈব কোন প্রকারে মেরীর কুমারী অবস্থাতে গর্ভ হইয়াছিল,

---

* যীশুর যদ্যপি আলেক পবিত্রআত্মা দ্বারায় জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি স্বতঃসিদ্ধ পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, তবে আবার পবিত্র আত্মা মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার উপরে নামিলেন কেন এবং পুনরায় পবিত্র আত্মাতেই বা তাঁহার পূর্ণ হইবার আবশ্যক কি ছিল?

ঊনবিংশতি শতাব্দীতে এইরূপ অসম্ভাবিত বাক্য কথনই কাহার মনে স্থান পায় না। কারণ, লূক ১ অধ্যায়, ২৬ পেরাতে লিখিত আছে,—পরমেশ্বর কর্ত্তৃক গাব্রিয়েল্ নামক এক দূত, যুষফের প্রতি বাগ্দত্তা মেরীনাম্নী এক কন্যার নিকট প্রেরিত হইলে, ঐ দূত মেরীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—'ওগো মহানু-গৃহীতে, তোমার মঙ্গল হউক, পরমেশ্বর তোমার সহায়, নারীগণ-মধ্যে তুমি ধন্যা, তুমি ঈশ্বরের নিকট অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ, তুমি গর্ভিনী হইয়া পুত্র প্রসব করিবা।' মেরী, তাঁহার কুমারী অবস্থাতেই গর্ভ হইল, এই প্রকার অসম্ভব বাক্য দূত-মুখে শ্রবণ করিয়া তৎকালে তিনি লোকলজ্জাভয়ে অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিলেন। পরে ঐ দূত অনেক প্রকার প্রলোভন (অর্থাৎ তোমার গর্ভ-মধ্যে যে পুত্র জন্মিবে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ দায়ূদের সিংহাসনারূঢ় হইয়া অনন্তকাল রাজত্ব করিবেন, ইত্যাদি) বাক্য দ্বারায় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। গাব্রি-য়েল মেরীকে গৃহ-মধ্যে একাকী প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভ হইবার বিষয় আর অধিক কি কি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না এবং বাইবেল মধ্যে তদ্বিষয়ে কিছু লিখিত হয় নাই। কারণ, সমস্ত জগৎ ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন, শাস্ত্রাদি সমুদায় বাক্যজালে পরিপূর্ণ এবং ইহাদের গূঢ় মর্ম্মাদি সমুদায় সহজে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া বোধ হয়।

অপিচ, যীশুর এইরূপ অসম্ভব জন্মকথা মথি, লূক প্রভৃতি মহাত্মারা যে বাইবেল মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ইহার কারণ যীশু ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহার জন্ম কুমারীর গর্ভে হইয়াছে এবং

সাধারণ লোকে পাছে তাঁহাকে জারজ বলিয়া ভক্তি ও বিশ্বাস না করে, এইরূপ অনেক প্রকার কুতর্ক, মায়াবরণ ও লোক-লজ্জাভয়বশতঃ তাঁহারা যীশুর জন্মকথার সারতত্ত্ব লিখিতে পারেন নাই। এক্ষণে এই সভা নিশ্চয় বলিতে পারেন,—প্রভু যীশুর শিষ্যদিগের মধ্যে এক জনেরও যদ্যপি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে তাঁহারা বিশুদ্ধ আত্মাতে কখনই কলঙ্ক দেখিতে পাইতেন না এবং ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, অধুনা উনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ উপরি উক্ত অসম্ভাবিত বাক্য বিশ্বাস করিয়া বলিতেছেন,—যীশু ত্রাণ-কর্ত্তা, তাঁহার জন্ম সাধারণ জীবের ন্যায় স্ত্রীপুরুষের সঙ্গ দ্বারা হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব ও দূষনীয়। ভাল, আমরা তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই সভার জিজ্ঞাস্য,—তিনি প্রভু ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহার সামান্য জীবের ন্যায় মেরীর গর্ব্ভমধ্যে দশ মাস গর্ব্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিবার আবশ্যক কি ছিল? পৃথিবী, আকাশ, কি জল ভেদ করিয়া কেন তিনি স্বয়ম্ভু প্রকাশ হইলেন না? সামান্য জীবের ন্যায় অপবিত্র যোনি দ্বার দিয়া বহির্গত না হইয়া যদ্যপি মেরীর মুখ, নাসিকা কিম্বা কর্ণ বিবর হইতে বহির্গত হইতেন, তাহা হইলে আনেক শূন্য হইতে পবিত্র আত্মা দ্বারা যে মেরীর কুমারী অবস্থাতে গর্ব্ভ হইয়াছিল, তদ্বিষয় সাধারণের বিশ্বাসোপযোগী হইত। অতএব হে হিন্দু ভ্রাতাগণ! আপনাদের স্বীয় সনাতন ধর্ম্ম মধ্যে সত্যধর্ম্ম আছে কি না, তদ্বিষয়ে আলোচনা এবং সাধুসঙ্গ না করিয়া যেন ভজন সাধন-শূন্য বেতনভোগী খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের বাক্যজালে পতিত হইয়া আপনাদের সজ্জন সমাজ ত্যাগ করিয়া আত্ম-বঞ্চিত না হন।

মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম পাঠ করিলে আমাদের সনাতনধর্ম্ম যে কত উচ্চ, অকপট ও সত্য, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারাযায়। যিনি আমাদিগের অসীম সনাতন ধর্ম্মসমুদ্রমন্থন করিয়া সার উত্তোলন করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে আমরা আজ পর্য্যন্ত পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিতেছি, সেই বেদব্যাসের জন্ম, যমুনা পুলিনে কুমারী সত্যবতীর গর্ভে ও পরাশর মুনির ঔরসে যে প্রকারে হইয়া-ছিল, তদ্বিষয় তিনি স্বয়ং অকপট হৃদয়ে মহাভারত মধ্যে লিপি বদ্ধ করিয়াগিয়াছেন, এবং মহাভারত মধ্যে লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাঁহার যে তৎকালে কোন প্রকার সংশয়, লোকলজ্জাভয় ও মায়াবরণ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে আমাদিগের আর্য্যঋষিরা অত্যন্ত সরল ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। আত্মা যে কখন জারজ হন না ও প্রপঞ্চীকৃত দেহ আশ্রয় ব্যতীত শূন্য হইতে কখনই যে আত্মার ক্রিয়া শক্তি প্রকাশ পায় না, তাহা তাঁহারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমাদিগের আর্য্যঋষিরাই যে কেবল সত্যপ্রিয় ছিলেন এমন নহে, তৎকালে সামান্যা স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্তও যে প্রকার সত্যপ্রিয় ছিলেন, তাহা পাঠ করিলে মূঢ় ব্যক্তিদিগেরও তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয়। এজন্য ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে "সত্য কামজাবাল" উপাখ্যানের কিঞ্চিৎ প্রকটিত করিতে বাধ্য হইলাম।

সত্যকাম-জাবাল উপাখ্যান।

সত্যকাম-জাবালের ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইলে তাঁহার মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব; অতএব আমি কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি? তিনি বলিলেন, বৎস, তুমি যে কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি জানি না; কারণ আমি পরিচারিণী হইয়া অভ্যাগত অসংখ্য অতিথি-দিগের শুশ্রূষা করিয়া আমার যৌবনাবস্থায় তোমাকে লাভ করিয়াছি; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম; অতএব তুমি সত্যকাম-জাবাল, ইহাই তোমার গুরুর নিকট বলিও। তদনন্তর সত্যকাম-জাবাল মাতার চরণে প্রণাম ও অনুমতি গ্রহণ করিয়া হারিদ্রুমত মহর্ষি গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিল, মহাশয়! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণাভিলাষে আগমন করিয়াছি। মহর্ষি গৌতম ইহা শ্রবণ করিয়া আগন্তুক সত্যকাম-জাবালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে সৌম্য! তোমার গোত্র কি?' তাহাতে সত্য-কাম বলিল,—আমি যে কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমি জানি না; কারণ আপনার নিকট আগমনকালে আমার মাতাকে আমার গোত্র-বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে,—'যৌবনে আমি বহুজনের পরিচারিণী ছিলাম, সেই সময়ে আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা আমি বলিতে পারি না।

কিন্তু আমি জবালানাম্নী এবং তোমার নাম সত্যকাম।' অতএব, হে মহাশয়! আমি সেই সত্যকাম-জাবাল।

মহর্ষি গৌতম তাহার অকপট বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ চিত্তে বলিলেন,—হে সৌম্য! তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান; কারণ আমি নিশ্চিত জানি, যে ব্রাহ্মণ নহে, সে কখনই এইরূপ অকপটভাবে সত্য কথা বলিতে পারে না। অতএব তুমি যজ্ঞকাষ্ঠাদি আহরণ কর, আমি তোমার উপনয়ন করিব। যেহেতু তুমি সত্যচ্যুত হও নাই। তদনন্তর তিনি তাহাকে যথানিয়মে উপনীত করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম যে কত উচ্চ, অকপট, সত্য ও সরল, তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরা উপরি উক্ত মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম এবং সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে উপসংহার কালে আপনাদের নিকট "নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভার" বক্তব্য এই যে, স্বীয় পৈতৃক সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ উভয় ধর্ম্ম পুস্তকের মধ্যে কোন্ খানি কতদূর পর্য্যন্ত সত্য, তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখিলে ভাল হয়।

এক্ষণে প্রভু যীশুর ধর্ম্ম—কোথায়?

প্রভু যীশু ধর্ম্ম প্রচার করিবার পূর্ব্বে, যোহন জর্ডন্ নদীর জল দ্বারা বাপ্তাইজ্ করিয়া ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। যাঁহার নিকটে যীশু পর্য্যন্তও বাপ্তাইজ্

হইয়াছিলেন। * যোহন, এক সময়ে তাঁহার নিকটে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আমি মনঃ পরিবর্ত্তনার্থে তোমাদিগকে জলেতে বাপ্তাইজ্ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি (যীশু) আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান্, আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ্ করিবেন।" (মাথি, ৩ অধ্যায়, ১১।)

যিহুদীয়দিগের নিয়ম কর্ত্তা, নীকদীম যীশুর নিকটে আগমন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ের প্রশ্ন করায়, প্রভু যীশু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"সত্য, সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, পুনরায় না জন্মিলে (অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম না হইলে) কোন মনুষ্যই ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করিতে পারে না। তাহাতে নীকদীম তাঁহাকে কহিল, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে? সে কি আরবার মাতার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মিতে পারে? যীশু উত্তর করিলেন,—সত্য-সত্য আমি তোমাকে কহিতেছি, আত্মা হইতে যাহার জন্ম না হয়, সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, মাংস হইতে যে জন্ম সে মাংসই (অর্থাৎ মনুষ্য হইতে যে জন্ম গ্রহণ করে সে মনুষ্য) এবং আত্মা হইতে যে জন্ম, সে আত্মাই। তোমাদের পুনর্ব্বার জন্ম হওয়া আবশ্যক, আমার এই কথাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না।" (যোহন, ৩ অধ্যায়, ৩ হইতে ৭।)

বাইবেল মধ্যে যদ্যপি কিছু সারবস্তু এবং খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে

---

* লূক্, ৩য় অধ্যায়, ২১ প্যারাতে দেখিবেন।

উপরোক্ত যোহনের ভবিষ্যৎবাক্য এবং প্রভু যীশুর কথিত, দ্বিতীয় জন্ম হইবার মধ্যে যে সমুদয় সাধন ভজন কার্য্য আছে এবং যে স্থানে এই সমুদয় কার্য্য নিত্য হইয়া থাকে, সেই স্থানেই নিত্য সত্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছেন। এক্ষণে সেই নিত্যধর্ম্ম কোথায়? "নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা" দর্পের সহিত বলিতে পারেন যে, এই প্রকার ঐশিক কার্য্য এক্ষণে ভেকধারী যীশুধর্ম্ম যাজকদিগের মধ্যে বর্ত্তমান একজনেরও নিকটে নাই। কারণ, যদ্যপি কোন ব্যক্তি সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার আশ্বাসে কোন বেতনভোগী যীশুধর্ম্ম যাজকের নিকট গমন করিয়া বাইবেলের লিখিত অনুসারে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার জন্য উপরিউক্ত কার্য্য করিতে চাহেন তাহা হইলে পাদ্‌রি সাহেবেরা অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন,—আমাদিগের কার্য্য' জল দিয়া বাপ্তাইজ্ করা তাহা আমরা করিলাম,—অগ্নি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজ্ গুরু অবতার প্রভু যীশুর নিকটে ছিল, তিনি এক্ষণে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে আছেন, তোমরা, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তিনি তথা হইতে, তোমাতে সমস্ত কার্য্য করিবেন।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম যাজনা করিয়া এককালে আপনাদের 'স্যাল্‌ভেসনের' অর্থাৎ মুক্তির-পথ, পরিষ্কার করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারা উপরিউক্ত কার্য্য সমুদায় বর্ত্তমান প্রাপ্ত করিয়া দিতে না পারিয়া মৃত গুরু যীশুকে বরাত দিয়া থাকেন,—যাঁহার মৃত্যু অদ্যপ্রায় উনিশ শত বৎসর অতীত হইতে চলিল। যাহা হউক, যদ্যপি বিধবা নারীর, আপনার মৃত স্বামীর দেহাদি মনে মনে স্মরণ করিলে, গর্ভ হইয়া সন্তান প্রসব এবং বংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে মৃত

গুরুর নিকট বরাত দেওয়া নিত্য সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার বিষয়ও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। অতএব, পাঠক মহাশয়েরা প্রথমতঃ আপনাদিগের সত্য-সনাতনধর্ম্ম মধ্যে সত্যধর্ম্মের অনুসন্ধান না করিয়া যেন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার লালসায় ভজন সাধন শূন্য, বেতনভোগী যীশু ধর্ম্ম যাজকদিগের বাক্য জালে পতিত হইয়া ইহকাল ও পরকাল নষ্ট না করেন।

বর্ত্তমান,—নিত্য সত্য ধর্ম্ম।

আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে অনেক স্থানে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পরমাত্মা পরমেশ্বর -নিত্য, গুরু—নিত্য এবং তাঁহার ভক্তেরাও নিত্য বর্ত্তমান আছেন। তিন্ নিত্য একস্থানে; এই তিন্ একস্থানে নিত্য না হইলে সত্য-ধর্ম্মের এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় না।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

শ্রীকৃষ্ণ আপনি বলিয়াছেন,—আমি ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্পসময়ের নিমিত্তেও অন্য কোন স্থানে গমন করি না।

যে স্থানে, যে ভক্তের হৃদয়ে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিতেছেন, সেই স্থানে, সেই ভক্তের নিকট বর্ত্তমান সত্যধর্ম্ম এবং তাঁহার বাক্যতেজে ব্রহ্মাত্মা স্বপ্রকাশ পাইয়া থাকেন। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে উপরিউক্ত শ্লোকের পোষকতা দেখাইয়া গিয়াছেন,—

"এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
যেখানে, যেরূপে ভক্তগণে করে ধ্যান্।
সেইরূপে, সেই খানে, প্রভু বিদ্যমান্॥
অদ্যাপিও চৈতন্য এসব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে, দেখয়ে নিরন্তরে॥"

এবং এক্ষণে "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভাও" বিশ্বস্ত সূত্রে বলিতেছেন,——

অদ্যাবধি নিত্যলীলা চৈতন্যের হয়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

অতএব পাঠক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই যে, আমাদিগের সনাতনধর্ম্ম মধ্যে সমস্তই বর্ত্তমান থাকিতে আমরা কখনই যীশুধর্ম্ম যাজকদিগের ন্যায় মৃত গুরুকে পরকালের নিমিত্ত বরাতদিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। অতএব আপনারা অনুরাগ এবং একান্তবিশ্বাসের সহিত অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের সনাতনধর্ম্ম মধ্যেই নিশ্চয় অবিরোধী সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বাইবেলের মতে সহিষ্ণুতা।

পাঠক! ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিলে, বিশেষতঃ সাধুমহান্তের সঙ্গ লাভ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এমন কোন সাধুমহান্ত এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি অধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে যে কোন প্রকারে হউক, সত্যপথে আনয়ন করিবার চেষ্টা না

করিয়া ক্রমে তাহাদিগকে অধিকতর কুপথগামী করিবার জন্য প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেবল বাইবেলের সুসমাচারগুলি পাঠ করিলে সাধুমহান্তদিগের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। অধিকন্তু প্রভু যীশুর বারজন শিষ্যদিগের মধ্যে যে কোন একজন শিষ্য বাইবেলখানি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও কোন অংশে বিশ্বাসোপযোগী হইতে পারে না। কারণ, প্রভু যীশু যখন স্থানে স্থানে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের নিকট উপদেশ প্রদান করিতেন, তৎকালে যে মথি, যোহন প্রভৃতি যীশুর শিষ্যেরা লেখনী দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তবে শ্রুতি পরম্পরায় হউক কিম্বা কতক পরিমাণে মনঃকল্পিতই হউক, প্রভু যীশুর শিষ্যের শিষ্যরা তাঁহাদিগের গুরুর নাম দিয়া অর্থাৎ মথি লিখিত, মার্ক লিখিত সুসমাচার ইত্যাদি প্রণয়ন দ্বারায় কৃতজ্ঞতা এবং গুরু-ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মথি প্রভৃতি মহাত্মারা যদ্যপি স্বয়ং বাইবেল খানি প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, নিম্নলিখিত অসঙ্গত এবং উপদেশশূন্য সহিষ্ণুতার আজ্ঞাগুলি প্রভু যীশুর আজ্ঞা বলিয়া অবোধের ন্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন না।

বাইবেলের লিখিত সহিষ্ণুতার আজ্ঞাগুলি যে কি পর্য্যন্ত অসঙ্গত এবং উপদেশ শূন্য, তাহা পাঠক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কারণ, যদ্যপি কোন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে আপনার অর্থাদি অপহরণ করিতে দেখেন, তাহা হইলে আপনি কি আপ-

নার বর্ত্তমান ধন তাহাকে অর্পণ করিয়া পুনরায় কি ভাণ্ডারের ধন বাহির করিয়া দিয়া থাকেন? যদ্যপি তাহাই করেন, তাহা হইলে ইহাতে কি তাহার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইল, না তাহাকে আরও অধিক কুকার্য্যে রত হইবার জন্য প্রশ্রয় দেওয়া হইল? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাকে সত্যপথে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা এবং যত্ন না করিয়া অধিকতর কুপথগামী হইবার জন্য প্রশ্রয় এবং তাহার ধর্ম্মের পথে কণ্টক দেওয়া হইল। সেই প্রকার বাইবেলের মথি লিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়, ৩৯ পরিচ্ছেদ মধ্যে লিখিত আছে,—"তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারিলে তাহার প্রতি বাম গাল ফিরাইয়া দেও। এবং যদি কেহ তোমার সহিত বিবাদ করিয়া তোমার উত্তরীয় বস্ত্র লইতে চাহে, তবে তাহাকে পরিধেয়ও লইতে দেও।" লূক লিখিত ৬ অধ্যায়, ৩০ পরিচ্ছেদ মধ্যে লিখিত আছে,—"যে তোমার বিষয় হরণ করে, তাহার কাছে তাহা আর বার চাহিও না।" পাঠক! বাইবেলের মতে এই প্রকার উপদেশশূন্য সহিষ্ণুতাচরণ করিলে কি কেবল দুশ্চরিত্র এবং দুষ্প্রবৃত্তির লোকদিগকে নিয়ত দুষ্কর্ম্ম করিবার জন্য উত্তেজিত করা হয় না? ইহাতে অধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্ম কি আছে? যদ্যপি ধর্ম্মই থাকে, তাহা হইলে যীশু-ধর্ম্ম যাজকেরা প্রভু যীশুর সহিষ্ণুতার আজ্ঞা কি পর্য্যন্ত পালন ও ধর্ম্মযাজনা করিয়া থাকেন, তাঁহা একবার দেখা আবশ্যক। কিছুদিন হইল এলাহাবাদের কুম্ভ মেলার সময় কোন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক মনে করিয়া একটী মিশনারির নিকট হইতে একখানি ধর্ম্মপুস্তক ক্রয় করিয়া প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইবা মাত্রেই যীশুর নাম দেখিতে পাইয়া

তাহাদিগের সমক্ষে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অপরাধে পাদরি সাহেবেরা এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করেন। কেবল এলাহাবাদে যে এই প্রকার ঘটনা হইয়াছিল এমন নহে, পাদরি সাহেবদিগের মধ্যে প্রায়ই এই প্রকার প্রভু যীশুর সহিষ্ণুতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার 'বিডন্ উদ্যানে' যাঁহারা ধর্ম্মকথা শুনিতে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে,—কোন যীশুধর্ম্ম-প্রচারকের প্রচার সম্বন্ধে কিছু বিঘ্ন হওয়ায় তিনি এক ব্যক্তিকে অপমান করিয়া পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পাঠক! যাঁহারা প্রভু যীশুর আজ্ঞা বলিয়া দম্ভের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহাদিগের বাইবেলের মতের সহিষ্ণুতাচরণ কোথায় রহিল?

প্রকৃত সহিষ্ণুতা।

প্রকৃত সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে এবং প্রকৃত সহিষ্ণুতাচরণ কি প্রকারে করিতে হয়, তদ্বিষয় আমাদিগের সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম-মধ্যে যে প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই প্রকার প্রমাণ আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া অতি বিরল বলিয়া বোধ হয়। পাঠক! অধিক প্রমাণ আবশ্যক করে না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব-মধ্যে উতঙ্ক উপা-

খ্যান পাঠ করুন, রামায়ণের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকের জীবনী পাঠ করুন,—তাহা হইলে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম কত উচ্চ, কতদূর সত্য এবং কত সুনীতি ও প্রকৃত সহিষ্ণুতাতে পরিপূর্ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

রত্নাকর নামে চ্যবন মুনির এক দুর্দ্দান্ত এবং মহা পাপিষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার অরণ্য মধ্যে দস্যুবৃত্তির দ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কি পথিক, কি সাধু, কি সন্ন্যাসী, তাহার নিকটে কাহারও পরিত্রাণ ছিল না। পথি মধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইতেন, তাহারই প্রাণ বধ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেন। এক দিবস রত্নাকর, মহর্ষি নারদ এবং ব্রহ্মাকে দূর হইতে আগমন করিতে দেখিয়া বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইবার লালসায় আনন্দ সহকারে লৌহমুদ্গর উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। তদনন্তর নারদ এবং ব্রহ্মা রত্নাকরের ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বলিলেন,—আমরা তোমার নিকটেই গমন করিতেছি, অতএব এবম্প্রকার ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন করে না। অতঃপর, নারদ এবং ব্রহ্মা রত্নাকরের নিকটে গমন করিয়া বলিলেন বৎস! এই সামান্য উত্তরীয় এবং পরিধেয় বস্ত্রাদির জন্য আমাদিগকে হত্যা কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবার জন্য যে সকল সন্ন্যাসী, ফকির এবং সাধু মহাত্মাদিগের প্রাণহত্যা করিতেছ, তজ্জনিত পাপের অংশ তাঁহারা গ্রহণ কিম্বা বহন করিতে সমর্থ আছেন কি না, তাহা আমরা তোমার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি তোমার পিতা, মাতা এবং পরিবারকে এই বিষয়ের জন্য প্রতিশ্রুত

করিয়া আসিয়া আমাদিগকে হত্যা করিও। রত্নাকর হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকট হইতে এবম্প্রকার সহিষ্ণুতাচরণ এবং উপদেশসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া, পরে তাঁহাদিগকে কর্কশ স্বরে বলিলেন বুঝিয়াছি,—তোমরা আমার নিকট হইতে প্রতারণা করিয়া পলায়ন করিবার অভিসন্ধি করিতেছ। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন, যদ্যপি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে না পার, তাহা হইলে এই বৃক্ষের মূলে বন্ধন করিয়া গৃহে গমনান্তর সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্বরে আগমন কর। তদনন্তর তিনি নারদ এবং ব্রহ্মাকে বৃক্ষমূলে লতাদির দ্বারা বন্ধন করতঃ গৃহে গমন করিয়া তাহার পিতা, মাতা এবং পরিবারকে সাধু মহান্তদিগের প্রাণহত্যা-জনিত পাপের অংশের ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে পর, প্রত্যেকেই তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন,—আমরা তোমার পাপের ভার গ্রহণ করিব কেন? তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাদিগকে প্রতিপালন করা। অতএব দস্যুবৃত্তি দ্বারা হউক, কিম্বা ভিক্ষা দ্বারা হউক, তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তুমি করিতেছ,—তোমার পাপের বৃত্তান্ত আমরা জানি না এবং অংশও গ্রহণ করিতে পারি না। তখন তিনি পিতামাতা এবং পরিবারের নিকট হইতে এবম্প্রকার নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুতাপের সহিত ক্রন্দন ও হস্তস্থিত লৌহমুদ্গর দ্বারা নিজ মস্তকোপরি বারম্বার আঘাত করিতে করিতে ব্রহ্মা এবং নারদের চরণতলে পতিত হইয়া করযোড়ে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অভয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহর্ষি নারদ কৃপা করিয়া রত্নাকরকে পরম-

পুরুষার্থ পথে লইয়া গিয়াছিলেন। যাঁহার অদ্যাবধি বাল্মীক নাম খ্যাত আছে।

পাঠক! এক্ষণে দেখুন, প্রকৃত সহিষ্ণুতা কাহাকে বলে? আমাদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ এবং সাধুসঙ্গ না করিয়া যেন অর্থোপার্জ্জনের লালসায়, ইংরাজী পুস্তক এবং বিজাতীয় ধর্ম্মের গোঁড়ামী করিয়া আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম রত্নকে পদ-তলে দলিত না করেন—ইহাই "নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভার" একান্ত প্রার্থনা।

বাইবেলের উল্লিখিত প্রভু যীশুর দয়া।

কাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রভু যীশুকে দয়াল বলা যায়? প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দয়াল বলা যায়, কি বাইবেল্‌কে বিশ্বাস করিয়া প্রভু যীশুকে দয়াল বলা যায়? প্রভু যীশুকে যদ্যপি ঈশ্বরের পুত্র এবং ত্রাণকর্ত্তা জানিয়া দয়াল বলা যায়, তাহা হইলে বাইবেল্ প্রণেতাগণকে মিথ্যাবাদী এবং বাইবেল্‌কে অসত্য বলিতে হয়। অধিকন্তু বাইবেল্‌কে বিশ্বাস করিয়া যদ্যপি প্রভু যীশুকে দয়াল বলিবার কোন উপায় দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহাতে যে দয়া ছিল এবং তিনি যে কেবল পাপীদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কোনক্রমেই বোধ হয় না,—বিষম সমস্যা উপস্থিত। কারণ, বাইবেলের মধ্যে লুক লিখিত ১৩ অধ্যায়ের, ২২ হইতে ২৭ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—"যখন প্রভু যীশু যিরূশালম্ যাইবার পথে উপদেশ দিতে দিতে গমন

করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো! পরিত্রাণের পাত্রেরা কি অল্প? তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে প্রাণপণ কর, কেন না আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অনেকে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু পারিবে না। গৃহের কর্ত্তা (যীশু) উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে পরে যদি তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বারে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বল, হে প্রভো, হে প্রভো, আমাদের জন্যে দ্বার খুলিয়া দিউন, তবে তিনি (যীশু) এই উত্তর দিবেন, তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না। তখন আমরা 'তোমার সাক্ষাতে ভোজন পান করিয়াছি, এবং আমাদের নগরের পথে তুমি উপদেশ দিয়াছ' তোমরা ইহা কহিতে প্রবৃত্ত হইবা। কিন্তু (যীশু) বলিবেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না; হে দুষ্কর্ম্মকারী সকল, আমা হইতে দূর হও।" পাঠক! বাইবেলের লূক লিখিত সুসমাচারের মধ্যে প্রভু যীশুর দয়ার পরিচয় যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বাইবেল্ প্রণেতাগণ অবোধের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক দয়াল নামে কলঙ্কারোপ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, যিনি প্রভু ত্রাণকর্ত্তা তাঁহার কি কখন দয়ার হ্রাস এবং কখন কি দয়ার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে? তিনি কি কখন পাপীদিগের জন্য সময় বিশেষে একবার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকেন? কি ভ্রম! আমরা নিশ্চয় জানি প্রভুরা দয়ার সাগর, তাঁহাদিগের কখনই দয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি পায় না। কি ভক্ত, কি অভক্ত

তাঁহার নিকট সকলকারই অবারিত দ্বার রহিয়াছে। কারণ, কোন ব্যক্তি মহাপাপের পাতকী হইয়াও যদ্যপি কোন প্রকারে একবার প্রভুর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া একান্ত ভক্তি-সহকারে অনুতাপের সহিত প্রার্থনা করিতে পারে,—হে প্রভো! আমি অজ্ঞানে কত পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, এজন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত, অবোধ সন্তানের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাবলোকন করিয়া আমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করুন। এই কথা একবার দয়াল প্রভুর ও ত্রাণকর্ত্তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি কি আর সুস্থির হইয়া থাকিতে পারেন?—না, তিনি দয়াল প্রভু হইয়া তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার না করিয়া পুনরায় বলিয়া থাকেন,—'যে তোমরা কোথাকার লোক, তাহা আমি জানি না,—হে দুষ্কর্ম্মকারী সকল আমা হইতে দূর হও।' যাহা হউক, পাঠক! এক্ষণে উপসংহারকালে আপনাদিগের নিকট "নিরপেক্ষধর্ম্ম সঞ্চারিণী সভার" নিবেদন, আপনারা যেন এই ভ্রম পরিপূর্ণ বাইবেল্ খানিকে বিশ্বাস করিয়া এবং যীশুধর্ম্ম-যাজকদিগের নানাপ্রকার প্রলোভনে পতিত হইয়া আমাদিগের সনাতনধর্ম্মের সত্য-তত্ত্ব সমুদয় অনুসন্ধান এবং সাধুসঙ্গ লাভ করিতে ক্ষান্ত না থাকেন।

দয়ার কার্য্যেই দয়াল বলে।

দয়া ধর্ম্মের মূল; যে স্থানে, যে মহাত্মের হৃদয়ে দয়া বিরাজ করিতেছে, সেই স্থানে, সেই মহাত্মের নিকট আমাদিগের সত্যধর্ম্ম নিত্য বিরাজ করিতেছেন। দয়া না থাকিলে

ধর্ম্মের প্রভা কথনই প্রকাশ পায় না এবং যে সাধু মহান্তের হৃদয়ে দয়া বিরাজ না করে, তাঁহাকেও সাধু মহান্ত বলা যাইতে পারে না। সাধু মহান্তদিগের যদ্যপি দয়ার্দ্র চিত্ত না হইত, তাহা হইলে পাপীদিগের ঘোর পাপ হইতে মুক্ত হইবার আর অন্য কোন উপায় থাকিত না। দয়া না থাকিলে ধর্ম্ম থাকে না এবং ধর্ম্ম না থাকিলে দয়া কথনই আসিতে পারে না। সেই নিমিত্ত সাধু মহান্তদিগের স্বভাবতঃ দয়াল স্বভাবই হইয়া থাকে। অতি অল্প দিবসের কথা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও চৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রকার নদীয়ানিবাসী মদ্যপায়ী গোমাংসভোজী এবং ঘোর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব জগাই মাধাইকে পাপময় নরক হইতে উদ্ধার করিয়া অসীম এবং সরস দয়ার মহিমা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পাষণ্ডদিগের পাষাণহৃদয় পর্য্যন্তও দ্রব হইয়া সহজেই প্রেম-ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এক দিবস নিত্যানন্দ প্রভু নগর পরি-ভ্রমণ করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে সেই মহাপাপিষ্ঠ, দুরাচার ও দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন,—কে র্যা! তুই কোথায় যাইতেছিস্, তোর নাম কি? তিনি বলিলেন, আমার নাম অবধূত, আমি মহাপ্রভুর বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে যাইতেছি। মাধাই তাঁহার নাম অবধূত শ্রবণ করিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া সম্মুখস্থিত কলসীর কাণা উত্তোলন করতঃ অকারণে তাঁহার মস্তকোপরি আঘাত করিল। সেই কলসীর কাণা নিত্যানন্দের মস্তকে বিদ্ধ হইয়া অজস্রধারে শোণিত ধারা বহিতে লাগিল। নিত্যানন্দের যথার্থই তাহাদিগকে পাপ

হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই নিমিত্ত তিনি মাধাই কর্ত্তৃক আহত হইয়াও প্রফুল্লচিত্তে গোবিন্দ, গোবিন্দ বলিয়া ইষ্টদেবের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মাধাই কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে নিত্যানন্দকে আহত হইতে দেখিয়া জগায়ের পাষাণ হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল, কারণ মাধাই যখন পুনরায় তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হয়, সেই সময়ে জগাই, মাধায়ের হস্ত ধরিয়া তিরস্কারের সহিত বলিয়াছিল,—ওরে মাধাই! বিদেশী সন্ন্যাসীকে আর মারিস্ না,—আর মারিস্ না! অবধূতকে মারিয়া তোর কি লাভ হইল? ইহাকে ছাড়িয়া দে, ইহাতে তোর মঙ্গল আছে। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া পথিকেরা চৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট সংবাদ দিলে পর, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গের সহিত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গে শোণিত ধারা এবং তাঁহাকে জগাই ও মাধায়ের মধ্যস্থলে প্রসন্নচিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া হাস্য করিতেছেন দেখিয়া দুঃখে এবং ক্রোধে এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ, চৈতন্য মহাপ্রভুর এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন,—আপনি স্থির হউন, দৈব বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে ইহাতে আমি কোন প্রকার দুঃখ পাই নাই, এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে জগাই ও মাধায়ের দুই দেহ ভিক্ষা স্বরূপ প্রার্থনা করিতেছি। পাঠক! কি মধুর অমায়িকতা ও অসীম দয়া এবং যখন মাধাই আমাকে একবার আহত করিয়া পুনঃরায় মারিতে উদ্যত হয়, তখন জগাই আমাকে মাধায়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ইহাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছে।

জগাই নিত্যানন্দকে মাধায়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু এককালে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া জগাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—জগাই! অদ্য হইতে তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করুন্; তুমি আমার প্রাণের নিতাইকে মাধায়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অদ্য আমাকে নদীয়ার হাটে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিলে এবং তুমি আমাকে যে প্রকার সন্তুষ্ট করিয়াছ তজ্জন্য দেবতাদির দুর্ল্লভ যে প্রেমভক্তি তাহাই তোমার লাভ হউক। জগাই, মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদে পূর্ব্বজনিত পাপরাশি ধ্বংস হইয়া প্রেমভক্তি লাভ হইল জানিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া মহাপ্রভুর চরণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এ দিকে ভক্তবৃন্দেরা মহাপ্রভুর অসীম দয়া এবং ঘোর পাপিষ্ঠ, দুরাচার ও নরাধম জগায়ের সমস্ত পাপধ্বংস হইয়া প্রেমভক্তির উদ্রেক হইল দেখিয়া আনন্দে চতুর্দ্দিক, হইতে মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! এক দিকে পাষণ্ডদলন ও মহাপাতকীর অনুতাপ এবং উদ্ধার, অপরদিকে মহাপ্রভুর অসীম ও সরস দয়ার স্রোত এবং ভক্ত বৃন্দের আনন্দ সূচক হরিধ্বনি; দেখিতে দেখিতে সেই স্থান এককালে নিত্য বৃন্দাবনতুল্য হইয়া উঠিল। মাধাই তখন মহাপ্রভুর এবম্প্রকার অসীম দয়া এবং অমায়িকতা সন্দর্শন করিয়া অনুতাপের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বিনয় সহকারে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,—ঠাকুর! আমাদিগের দুই জনের এক জীবন,—দুই দেহ; এই নিমিত্ত আমাদিগের পাপ এবং পুণ্য এক স্থানে বিরাজ করিতেছে। অতএব আপনি কি কেবল

জগাইকে উদ্ধার করিয়া আমাকে বঞ্চিত করিবেন? আপনা-দিগের কার্য্য অধম ও পাতকীদের উদ্ধার করা, অতএব আমার স্থায় অধম, পাপিষ্ঠ ও দুরাচারকে উদ্ধার এবং আপনার চরণে স্থান দিয়া দয়াল নামের মহিমা প্রকাশ করুন। আমি মহাপাপের পাপী, এজন্য আপনি ভিন্ন আমার ত আর অন্য কোন উপায় নাই। মহাপ্রভু মাধায়ের এই প্রকার বিনয়সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—তুমি যাঁহার দেহেতে রক্তপাত এবং আঘাত করিয়াছ, তিনি যদ্যপি তোমাকে ক্ষমা করেন, তবে তুমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পার, তাহা না হইলে তোমাকে রক্ষা করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। কারণ, নিত্যানন্দের দেহ, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রবণ করিয়া মাধাই নিত্যানন্দের চরণতলে পতিত হইয়া অনুতাপের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ অভয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। তখন নিত্যানন্দ মাধায়ের এই প্রকার অনুতাপ সূচক অনুনয় ও বিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—প্রভো! মাধাইকে উদ্ধার করিবার আমার ত কোন ক্ষমতা নাই, তবে আপনি যদ্যপি ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন; —

"কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিল মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই॥"

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের এই প্রকার স্বর্গীয় ও দেবভাব সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, মাধাইকে যদ্যপি ক্ষমাই করিলে,

তবে একবার প্রেমালিঙ্গন করিয়া ইহার জন্ম সফল কর। তদনন্তর নিত্যানন্দ মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিবামাত্রেই চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দ সূচক হরিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন চৈতন্যমহাপ্রভু জগাই ও মাধাইকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—

"তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥
প্রভু বলে শুন শুন তোরা দুইজন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলা মোচন॥
কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর;
আর যদি না করিস্ সবদায় মোর॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"

এই প্রকার উচ্চতর দয়ার প্রতিভা, অমায়িকতাও দুর্ল্লভ। মধুর এবং সরস আশীর্ব্বাদ সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া জগাই এবং মাধাই আনন্দে এককালে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর অনুমত্যানুসারে ভক্তেরা তাহাদিগকে কোলে করিয়া মহাপ্রভুর বাটীতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লইয়া গিয়াছিলেন।

পাঠক! এই প্রকার দয়াবান্ প্রভু না হইলে কি তাঁহাকে দয়াল প্রভু বলা যাইতে পারে?—না, তাঁহার কর্ত্তৃক পাষণ্ডদলন ও পাতকী উদ্ধার হইতে পারে? দয়ার কার্য্য দেখিলেই দয়াল বলা যাইতে পারে। অতএব আপনারা কেবল ভ্রম-পরিপূর্ণ যীশুধর্ম্ম যাজকদিগের একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক, বাইবেলকে বিশ্বাস এবং পাশ্চাত্য ধর্ম্মের গোঁড়ামী করিয়া বালকের ন্যায়

আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মকে দলিত না করেন, ইহাই "নিরপেক্ষ-ধর্ম্ম-সঞ্চারিনী সভার" একান্ত প্রার্থনা।"

পরমতত্ত্ব।

"এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্ম সংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ॥"

যে আত্মা আপনাতে নিত্য স্থিতি করিতেছেন, মনুষ্য মাত্রেরই তাঁহারই তত্ত্বানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আত্ম-তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য বিষয় নাই।

তাই বলি—

"ছেড়ে দিয়ে কুটী নাটী।
ধরে চল সত্য খাঁটী॥
জল, পাথর, কাঠ, চামড়া, * মাটী,
আকাশ ভজে † পাবি আমড়া আঁটী॥"

বাইবেলের মতে মাতৃভক্তি।

পিতৃ ও মাতৃভক্তি আমাদিগকে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে শিক্ষা দিয়া থাকে। পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা না থাকিলে ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস কখনই জন্মিতে পারে না। যাঁহার পিতামাতা যতই মন্দ হউক

---

* মনুষ্য দেহ ভজা কিম্বা গুরুর মূর্ত্তি ভাবনা।

† নিরাকার।

না কেন, তথাপি সন্তানের প্রতি স্নেহ ও তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য যত্ন করিতে তাঁহারা কখনই শৈথিল্য প্রকাশ করেন না। পাঠক! তুমি যে দুর্ল্লভ মানব দেহ ধারণ করতঃ রাজাধিরাজ হইয়া শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন এবং তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনা করিতেছ, যে ক্ষণভঙ্গুর ও প্রপঞ্চীকৃত দেহ ধারণ করতঃ তুমি আপনাকে পণ্ডিত, ধার্ম্মিক এবং প্রভু কিম্বা ত্রাণকর্ত্তা ভাবিয়া তোমার পিতামাতাকে সর্ব্বদা মূর্খ এবং অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করিতেছ,—সেই দেহ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশপূর্ব্বক অনুধাবন করিলে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে—যে তুমি এই দেহের কেহই নহ। তোমার দেহস্থিত শোণিত, অস্থি, পিশিত, মজ্জা প্রভৃতি সমস্তই তোমার পিতামাতার শোণিত ও শুক্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি বিজন কানন মধ্যে গমন কর,—গিরিগহ্বর মধ্যে লুক্কায়িত থাক, তথায় পর্য্যন্তও তোমার চন্দ্রানন,—তোমার পিতামাতার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

পৃথিবীর মধ্যে পিতা অপেক্ষা মাতা অত্যন্ত আদরের ও পূজার পাত্রী। পিতা যদ্যপি পতিত হন, তবে পুত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে পারেন; কিন্তু মাতা তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর পাপিনী হইলেও, পুত্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্তোপযোগিনী হওয়া দূরে থাকুক, অনাদৃতাও হইতে পারেন না। * এমন যে পূজ্যতমা ও মাননীয়া মাতা, যাঁহার লালনপালনে তোমার এই দেহের পুষ্টিসাধন হইয়াছে, যাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং সহানুভূতিতায়

* আমাদিগের শাস্ত্র মধ্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।
"পিতাচ পতিতস্ত্যাজ্যো ন মাতা তু সুতেন হি॥

তুমি পরম পুরুষার্থের পথে অগ্রসর হইতেছ, বাইবেল প্রণেতা-গণ সেই মাতার প্রতি বাইবেল মধ্যে প্রভু যীশুর উক্তি বলিয়া যে প্রকার অসঙ্গত বাক্য সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে প্রভু যীশুর যে আত্মতত্ত্ব এবং এমন কি, তিনি যে সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও কোন অংশে বিশ্বাসোপযোগী হইতে পারে না। প্রত্যুত তাঁহারা বাইবেল মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। লূক, ৮ অধ্যায়, ১৯ হইতে ২১ পরিচ্ছেদ মধ্যে লিখিত আছে,—"যীশুর মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার নিকটে আইল, কিন্তু জনতাপ্রযুক্ত তাঁহার সহিত সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। পরে তোমার মাতা ও ভ্রাতারা তোমাকে দেখিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, এই সংবাদ তাঁহাকে দত্ত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, যাহারা ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহারাই আমার মাতা এবং ভ্রাতৃগণ।" মথি ১২ অধ্যায়, ৪৬ হইতে ৫০ পরিচ্ছেদ মধ্যে লিখিত আছে,—"তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে বাঞ্ছা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, দেখ, তোমার মাতা ও ভ্রাতৃগণ তোমার সহিত কথা কহিবার ইচ্ছাতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তিনি সেই লোককে উত্তর করিলেন, আমার মাতা কে? আর আমার ভ্রাতৃগণই বা কে? * * * যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইষ্ট ক্রিয়া করে, সেই আমার ভ্রাতা, ভগ্নী ও মাতা।"

পাঠক! ইহাই কি যীশুর, প্রভুর উচিত মাতৃভক্তি দেখান

হইল? ইহাই কি তাঁহার ত্রাণকর্ত্তার উচিত ধর্ম্মনীতির উপদেশ ও সাধুতার পরিচয় দেওয়া হইল? প্রভু যীশুর জননী মেরী কি অপবিত্রা এবং এককালে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিম্বা তাঁহার বাক্য পালন করিতে অস্বীকার করিতেন? পরন্তু মেরী কি সামান্যা স্ত্রীলোক ছিলেন, যে প্রভু যীশুর সহিত দুই চারিটী স্নেহসূচক বাক্যালাপ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট ও ত্রাণকর্ত্তার নামে কলঙ্ক হইয়া যাইত? মেরী রত্নগর্ভা এবং ঈশ্বরের পুত্রের জননী ছিলেন—যাঁহার গর্ব্ভে পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক পবিত্র দেহ প্রভু যীশুর জন্ম হইয়াছিল। পাঠক! প্রভু যীশু, যে এমন পুণ্যবতী জননীর প্রতি বাইবেলের উল্লিখিত অসঙ্গত এবং মর্ম্মভেদী বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার অন্তরে ক্লেশ ও দুঃখ দিয়াছিলেন, ইহাই কেবল বাইবেল প্রণেতাগণ বাইবেল মধ্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া প্রভুর নামে কলঙ্কারোপ করিতেছেন। অপিচ, আধুনিক যীশুধর্ম্ম যাজকেরাও এই প্রকার বাইবেলের উল্লিখিত ঘৃণার্হ মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইয়া অবোধ বালকদিগকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা এই সকল যাজকদিগের হইতে আপনাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি।

পিতামাতার প্রতি ভক্তি থাকিলে সহজেই যে পরম পুরুষার্থের পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়, তদ্বিষয়ের প্রমাণ আমাদিগের নারদ প্রভৃতি আর্য্য ঋষিদিগের জীবনীর মধ্যে অনেক

স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থানাভাবে আমরা তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে পারিলাম না। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করা যে সাধু মহান্ত-দিগের স্বভাবসিদ্ধ এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা একমাত্র চৈতন্য মহাপ্রভুর উদার ও সরস মাতৃভক্তি হইতেই যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইবার নিমিত্ত গৃহত্যাগী হইলে পর, তাঁহার মাতা শচীদেবী পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত বার দিবস পর্য্যন্ত শোকে বিহ্বলা হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু এমন অবস্থায় তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি ও তাঁহাকে সান্ত্বনা না করিয়া কোন ক্রমেই বৃন্দাবন যাত্রা করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবন যাত্রাকালে শচীদেবীকে সান্ত্বনা এবং তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনরায় শান্তি-পুরে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। শচীদেবীও তাঁহার প্রিয় পুত্রকে দর্শনাভিলাষে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসীর ন্যায় বেশভূষা এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন দেখিয়া শোকে একেকালে অধীরা হইয়া বলিলেন, বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ যে প্রকার সন্ন্যাসী হইয়া আমাকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছে, তুমিও কি তাহার ন্যায় আমার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া আমাকে কাঙ্গালিনী ও চিরদুঃখিনী করিবার অভিলাষ করি-য়াছ? তুমি যদ্যপি আমাকে কাঁদাইয়া নিশ্চয়ই গৃহত্যাগী হইবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদিগের শোকে আমি আর অধিক দিবস জীবিত থাকিব না। তখন মহাপ্রভু

অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, মাতঃ!—

"কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিল উদাস॥
তুমি যাহা কব আমি তাহাই কহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হয়ে আই কোলে করে বার বার॥"

পাঠক! কি অপূর্ব্ব এবং উদার মাতৃভক্তি! যাঁহার হৃদয়ে ঈদৃশ উচ্চতর ও সরস মাতৃভক্তি না থাকে, তাঁহাতে কি কখন সত্য-সনাতনধর্ম্ম বর্ত্তিতে পারে?—না, তাঁহার কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রচার এবং তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন? তদনন্তর মহাপ্রভু শচী দেবীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সন্নিধানে অদ্বৈতের বাটীতে আরও কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতেও সর্ব্বদা শচী দেবীর তত্ত্বানুসন্ধান করিতেন।

পাঠক! মহাপ্রভুর কি উদার ও সরস মাতৃভক্তি। আমরা নিশ্চয় জানি, যাঁহাদিগের শোণিত শুক্র হইতে এই ভজন-কুটীর, অর্থাৎ দুর্ল্লভ মানব দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহাদিগের

লালনপালন ও যত্ন ভিন্ন ইহার পুষ্টিসাধন হইতে ও রক্ষা পাইতে পারে না। এমন পিতামাতাকে অস্বীকার এবং অসন্তুষ্ট কিম্বা তাঁহাদিগের অন্তরে দুঃখ ও ক্লেশ দিয়া ধর্ম্মযাজনা করা আত্মতত্ত্ববিদ্ সাধুমহান্ত ও প্রভুদিগের ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। অধিকন্তু "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভাও" মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন,—যে সাধুমহান্ত ও প্রভুদিগের হৃদয়ে পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে, তাঁহারা কখনই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপনা করিতে পারেন না এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার আশাও করা যাইতে পারে না। বাইবেল তাহার সাক্ষ্য! কারণ প্রভু যীশুর মাতৃভক্তি ছিল না বলিয়া তিনি তৎকালে কাহার নিকটে, এমন কি তাঁহার শিষ্যদিগের নিকটে পর্য্যন্তও বিশ্বাসী হইতে এবং ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। অতএব আপনারা যেন কেবল পাশ্চাত্য ধর্ম্মের পোষকতা ও আধিক্য করিয়া আমাদিগের সনাতনধর্ম্মকে হতাদর না করেন, ইহাই "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার" একান্ত ইচ্ছা।

প্রভু যীশুর স্বার্থ সমর্থন।

অজ্ঞ লোকে ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার আশয়ে যে আপনাদিগের সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় সমাজভুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার গূঢ়তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—যে কেবল স্বার্থ। কিন্তু স্বার্থই অনর্থের মূল। কারণ আধুনিক সভ্য সামাজিকদিগের মধ্যে যাঁহারা আধুনিক ধর্ম্মরাজ্যে ঝাঁপ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকের স্বার্থ সমর্থন করাই প্রধান

উদ্দেশ্য ও ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। কোন মহাত্মারা ধর্ম্মসমাজ স্থাপনা করিয়া সাধারণের নিকট আপনাকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মের নেতা বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কোন মহাপুরুষ নিজ নিজ মতানুযায়ী নূতন নূতন ধর্ম্ম সমুদয় প্রচার করিয়া স্বয়ং প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। কেহ বা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তই ধর্ম্মের ঢাক পৃষ্ঠে বহন করতঃ ইতস্ততঃ করিতেছেন। অপিচ, কোন কোন মহাশয় ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া কেবল স্ত্রীস্বাধীনতা দিবার নিমিত্তই তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া ফেলিতেছেন। যাহাহউক, লোকে স্বার্থের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে কুল, মান, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কয়জন মহাত্মা নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণ, মন ও দেহ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন? এমন যে পাশ্চাত্য-সভ্য-সমাজের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল, যাহার পোষকতা করতঃ আধুনিক নব্য ও শিক্ষিত পাঠকবর্গ অজ্ঞানের ন্যায় সর্ব্বদাই আমাদিগের রত্নাকর স্বরূপ সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয়কে হতাদর করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এবং সেই বাইবেল লিখিত প্রভু যীশুর প্রত্যেক উপদেশ মধ্যে কেবল স্বার্থপরতার চিহ্নই প্রকাশ পাইতেছে। কারণ, লূক ১২ অধ্যায়, ৮ পরিচ্ছেদ মধ্যে বাইবেল প্রণেতাগণের মতে প্রভু যীশু স্বার্থ সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন,—"আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্য পুত্রও (যীশু) ঈশ্বরের দূতগণের সম্মুখে তাহাকে স্বীকার করিবেন; কিন্তু

যে ব্যক্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করিবে, আমিও ঈশ্বরের দূতগণের সম্মুখে তাহাকে অস্বীকার করিব।”

পাঠক! ইহাই কি আধুনিক সভ্যসমাজের ধর্ম্মপুস্তকের লিখিত প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তার উচিত বাক্য প্রয়োগ করা হইল? কারণ, যে মহাপুরুষ এক সময়ে সাধারণের নিকট হিংসা পরিত্যাগ ও সহিষ্ণুতা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত একবার উপদেশ দিয়াছিলেন,—“হে শ্রবণকারিরা! তোমাদিগের প্রতি আমার এই আজ্ঞা, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম কর ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা ও দ্বেষ করে, তাহাদিগের হিত চেষ্টা কর এবং যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর এবং যাহারা তোমাদিগকে অপমান ও নিন্দা করে, তাহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা কর।” (লূক ৬ অধ্যায়, ২৭)। সেই মহাত্মা কি না পুনরায় নিজের স্বার্থ সমর্থন করিবার নিমিত্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া বলিলেন,—“যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করিবে, আমিও ঈশ্বরের দূতগণের সম্মুখে তাহাকে অস্বীকার করিব।”—কি ভ্রম!!

প্রভু যীশু, উপরি-উক্ত ৬ অধ্যায়, ২৭ পরিচ্ছেদের লিখিত বাক্য ও উপদেশ সমুদয় সত্য করিবার নিমিত্ত যদ্যপি স্বার্থত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে জ্ঞানান্ধ, দিবাচক্ষু বিহীন ফিরুশীদিগের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রধান বার জন শিষ্যরা পর্য্যন্তও তাঁহাকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করিতে পারিত না এবং তাঁহাকেও অসময়ে ক্রুশে হত হইতে হইত না। অতএব যে ধর্ম্মপুস্তকের প্রধান নায়ক স্বয়ং স্বার্থ ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া বাইবেল-মধ্যে বাইবেল প্রণেতাগণ সাক্ষ্য

দিতেছেন, সেই বাইবেলের ধর্ম্ম-যাজকেরা এবং সেই ধর্ম্মের প্রস্তাবকেরা যে স্বার্থপর হইয়া, অর্থাৎ কেবল বেতন, মান্ত ও পদবৃদ্ধির লালসায় আমাদিগের সত্য-সনাতনধর্ম্মকে যে সর্ব্বদা ঘৃণা ও তাঁহার গ্লানি করিয়া মূঢ় লোকদিগকে নিজ দলভুক্ত করিতে সচেষ্টিত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি!

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিঃস্বার্থ প্রেম।

যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, এক উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিলাষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদ্যপি তৎসঙ্গে অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার দুইটীর মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না। বাইবেল তাহার সাক্ষ্য দিতেছে, একজন ব্যক্তি কোন ক্রমেই দুই জন প্রভুর সেবা করিতে পারে না। পরন্তু ইহা প্রমাণসিদ্ধ ও সাধুদিগের বাক্য। কিন্তু আমাদিগের সত্য-সনাতনধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে প্রত্যেক স্থানে এবং প্রত্যেক সাধু মহান্তের জীবনচরিত-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—যে কোন মহাপুরুষ হউক না কেন, পরমেশ্বরের নিকট হইতে, যে কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কেবল সেই একটীমাত্র কার্য্যই সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করতঃ পুনরায় স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই ঘোর কলিযুগে মুসলমান রাজ্যাধিকার সময়ে, যখন নাস্তিকতায় এবং বামাচারীদিগের অবৈধাচারে ভারত এক কালে ভক্তিশূন্য হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তৎকালে

নবদ্বীপ হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সিংহের ন্যায় হুহুঙ্কার রবে পড়ুয়া পাষণ্ডীদিগকে দলন করতঃ কেবল বিশুদ্ধ অহেতুকী প্রেমভক্তি স্থাপনা করিবার নিমিত্তই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। যাঁহার কেবল একটীমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার কেবল ইচ্ছা যে, ভক্তিশূন্যপ্রায় ভারতকে পুনরায় ভক্তিরসে প্লাবিত করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহার ঠাকুর হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা ছিল না; সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান দেহেতেই, তাঁহার উদ্দেশ্য, কেবল ভক্তি স্থাপনা এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়া গিয়াছেন।

চৈতন্য মহাপ্রভু লীলাচল হইতে বহির্গমন করতঃ দক্ষিণাঞ্চলের নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া ও নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক লোক, তার্কিক, জ্ঞানী এবং পড়ুয়া-পাষণ্ডী ব্রাহ্মণদিগকে পর্য্যন্তও বিশুদ্ধ ভক্তিরসে মাতাইয়া ক্রমে মান্দ্রাজ অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যাবতীয় নাস্তিক ও তার্কিক পণ্ডিতগণ মহাপ্রভুর নিকট শাস্ত্রালাপে ও তর্কসিদ্ধান্তাদিতে পরাস্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা ভক্তির পথ অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া এক জন তার্কিক বৌদ্ধাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া গর্ব্বের সহিত সশিষ্যে মহাপ্রভুর সন্নিধানে তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাভূত ও তাঁহার স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপনা করিবার অভিলাষে তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু বৌদ্ধাচার্য্যের নূতন মতের তর্ক ও যুক্তি সমুদয় মহাপ্রভু সহাস্য বদনে খণ্ডন ও তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ভক্তির প্রাধান্য স্থাপনা করিলেন। মহাপ্রভুর সন্নিধানে সেই অদ্বিতীয় তার্কিক বৌদ্ধাচার্য্য শাস্ত্রালাপে পরাজিত ও তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকে হরিধ্বনি ও করতালি দিয়া তাঁহাকে

বারম্বার লজ্জা দিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই তার্কিক ও পণ্ডিতবর বৌদ্ধাচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট পরাস্ত ও সভাস্থ সমুদয় লোক কর্তৃক লজ্জিত হইয়া রোষভরে মহাপ্রভুকে ভণ্ডসন্ন্যাসী ও তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরন্তু তিনি মহাপ্রভুকে অবিশ্বাস করিয়া ও রোষপরবশ হইয়া গৃহে গমন করতঃ সমস্ত বৌদ্ধগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৈষ্ণবদিগকে প্রসাদ বলিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলে তাঁহারা আনন্দ সহকারে ভোজন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যদ্যপি অপবিত্র ও উচ্ছিষ্ট অন্ন অজ্ঞাতসারে ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। অতএব তোমাদিগকে সেই ভণ্ড চৈতন্যের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধগণ তৎক্ষণাৎ অন্নাদি প্রস্তুত করতঃ সকলে একত্রে ও এক পাত্রে ভোজন করিয়া অবশিষ্ট অন্নগুলি মহাপ্রভুকে প্রসাদ বলিয়া ভোজন করাইবার নিমিত্ত পুনরায় সেই পাত্রের মধ্যেই সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু তাহারা ভয়প্রযুক্ত সেই উচ্ছিষ্ট অন্ন সম্বলিত থালা খানি লইয়া কেহই মহাপ্রভুর সমীপে গমন করিতে সাহস করিল না। তখন বৌদ্ধাচার্য্য শিষ্যদিগের নিকট নিজের মান্য ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং সেই অমেধ্য অন্ন পরিপূর্ণ থালা খানি গ্রহণ করতঃ মহাপ্রভুর সন্নিধানে গমন করিলেন। এমন সময়ে দৈববশতঃ একটা বৃহৎকায় পক্ষী উপর হইতে তাঁহার হস্তস্থিত অন্নের থালা খানি তুলিয়া লইয়া গেল। অপিচ, সেই উচ্ছিষ্ট অন্নগুলি বৌদ্ধদিগের উপর ছড়িয়া পড়িল এবং সেই থালা খানি এমন সজোরে তেরছা হইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকোপরি পতিত

হইল যে, সেই আঘাতেই তাঁহার মস্তক কাটিয়া গেল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার এই প্রকার দুরাবস্থা সন্দর্শন করিয়া শিষ্যরা হাহাকার স্বরে রোদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়া বারম্বার তাহাদিগের আচার্য্যের জীবন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—তোমরা এক্ষণে উচ্চৈস্বরে তোমাদিগের আচার্য্যের নিকট হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ কর ও কর্ণকুহর-মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাও; তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ চৈতন্য পাইবেন। তদনন্তর বৌদ্ধদিগের কর্ত্তৃক অমোঘ হরিনামামৃত বৌদ্ধচার্য্যের কর্ণকুহর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভুর সমীপে গমন করিয়া পূর্ব্বকৃত দোষ সমুদয় আনুপূর্ব্বিক স্বীকার করতঃ পুনঃপুনঃ অনুতাপের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন,—আমার নিমিত্তই তোমাকে এই প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হইয়াছে; অতএব তোমাকে আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে। তখন বৌদ্ধাচার্য্য অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—না প্রভু, আমি শত দোষের দোষী; কারণ আমি আপনাকে অবিশ্বাস ও আপনার বাক্য এবং যুক্তি সমুদয় অস্বীকার করিয়াছিলাম। অপিচ, আমার ভ্রমবশতঃ আপনাকে ভণ্ডসন্ন্যাসী জানিয়াছিলাম ও আপনার ধর্ম্মনষ্ট করিবার অভিলাষে মহাপ্রসাদ বলিয়া আমাদিগের সকলকার উচ্ছিষ্ট অন্ন আপনার সেবার নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলাম। সেই কারণেই আমার পাপের আশু ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। অতঃপর মহাপ্রভু বৌদ্ধা-

চার্য্যের শিষ্যগণের সহিত তাহাকে পর্য্যন্তও হরিনামে দীক্ষিত করিয়া সুমধুর ভক্তিরসে মত্ত করাইয়াছিলেন।

পাঠক! বৌদ্ধগণ ও বৌদ্ধাচার্য্য অজ্ঞানবশতঃ ও রোষ-পরবশ হইয়া মহাপ্রভুকে অবিশ্বাস ও তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম নষ্ট করিবার নিমিত্তও বিধিমতে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কে—তাহাদিগকে দণ্ড দিল এবং কে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করাইয়া ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিল ও ভক্তিরসে মত্ত করাইল? সেই একমাত্র প্রেম ও নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম। চৈতন্য মহাপ্রভুর যীশুর ন্যায় এমন ইচ্ছা ছিল না যে, সাধারণে তাঁহাকে ঠাকুর বলিয়া বিশ্বাস ও সম্ভাষণ করুক। বরঞ্চ রামানন্দরায় প্রভৃতি কোন কোন মহাত্মা সময়ে সময়ে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দীনভাবে তাঁহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন,—আমি সামান্য মায়াবাদী সন্ন্যাসী, জীবের প্রতি বিষ্ণুবাচ্য প্রয়োগ করা হইলে পর ইহাতে উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত অপরাধ জন্মে। যাহাহউক, এক্ষণে উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আপনাদিগকে যদ্যপি সত্য সনাতনধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, চিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে স্থানে এবং যে মহাত্মের নিকট এক্ষণ পর্য্যন্তও আমাদিগের নিত্য ও সত্য ধর্ম্ম বিরাজ করিতেছেন, তাহাই উপলব্ধি করিবার জন্য নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হইয়া একবার অন্বেষণ করিয়া দেখুন?—নচেৎ স্বার্থের অনুরোধে এবং স্বার্থের বশীভূত হইয়া যাঁহারা ধর্ম্মভাব ও জাত্যভিমান দেখাইতেছেন। পরন্তু যাহারা ধর্ম্মপ্রচার করতঃ

ধর্ম্মের হাট ও সমাজ কিম্বা সভা ও সমিতি খুলিয়া বসিয়া আছেন, তাহাদের চক্রে পতিত হইয়া যেন, আপনাদিগের সত্য-সনাতনধর্ম্ম ও সমাজ চ্যুত না হন, ইহাই "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার" ইচ্ছা।

পরমতত্ত্ব।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥"

হে জীববৃন্দ! সর্ব্ব অনর্থের মূলস্বরূপ ঘোরতর মোহ-নিদ্রা হইতে উত্থান কর, তত্ত্বজ্ঞানের পথে বিচরণ কর এবং সদ্‌গুরুর নিকট হইতে উপদেশ সকল গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মাত্মাকে সপ্রকাশ করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ হও। আত্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যেরা পরমপুরুষার্থের পথকে শাণিত তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গমনীয় ও দুঃসাধনীয় বলিয়া থাকেন।

তাই বলি—

"ছেড়ে দিয়ে কুটী-নাটী। ধরে চল সত্য খাটী॥
জল, পাথর, কাঠ, চামড়া, মাটি,
আকাশ ভজে পাবি আমড়া-আঁঠি॥"

"আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান।"

যে সময়ে, যে স্থানে, যে কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মরাজ্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজ্যোতি স্বীয় শীর্ষকে ধারণ পূর্ব্বক তমোময় জগতের জীবদিগকে তমসাবৃত স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া

আলোকময়, আনন্দময় ধামে আনয়ন করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই মহাজনদিগের (মহর্ষিদিগের) প্রদর্শিত পথে গমন এবং তাঁহাদিগের আচরিত ধর্ম্ম সমুদয় নিজে আচরণ করিয়া, সদ্‌গুরুর নিকট হইতে বিশেষরূপে উপদিষ্ট, দীক্ষিত এবং সাক্ষাৎ আনন্দময় জ্যোতি ব্রহ্মাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ ও দর্শন পূর্ব্বক গুরুদেবের বলে বলীয়ান হইয়া অকুতোভয়ে ধর্ম্মের অসী, সত্যের অসী হস্তে পাষণ্ডদিগকে দলন করতঃ সত্য স্থাপনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কখন ভুঁয়ীফোড় স্বয়ম্ভু হইয়া মহাজনদিগের প্রদর্শিত পথকে, বেদ, কোরাণ, বাইবেলকে হতাদর করতঃ স্বীয় মনঃকল্পিত ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বক কার্য্য সিদ্ধি করিয়া যাইতে পারেন নাই। অধুনা পাশ্চাত্য সভ্য মহোদয়গণের উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে যুগ যুগান্তরের কথা কহিলে পাছে হাস্যস্পদ হই, এই নিমিত্ত অদ্যকার প্রস্তাবে কেবল আধুনিক দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিব। অদ্যকার প্রস্তাবে এক দিকে চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমাগান করিব, অপর দিকে প্রভু যীশুর ধর্ম্মপ্রণালী দেখাইব।

চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে ভজনা ও লাভ করিয়া স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু হইয়াও কিন্তু তিনি মহাজনদিগের প্রদর্শিত পথকে পরিত্যাগ কিম্বা অনাদর করিতে পারেন নাই। তিনি গয়াধামে গমন পূর্ব্বক শুদ্রাধম ঈশ্বর পুরীকে গুরুত্বে বরণ ও তাঁহার নিকট হইতে যথা নিয়মে দীক্ষিত হইয়া প্রেমভক্তি লাভ

করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি ভক্তিরসে এত অধিক উন্মত্ততাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং প্রেমভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া নদীয়া নিবাসীদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে প্রত্যেককে হরিনাম সুধাপানে মত্ত ও প্রেমভারে আক্রান্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধি নগরবাসীরাও প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গের প্রেমে মত্ত হইয়া মৃদঙ্গ করতাল সম্বলিত সঙ্কীর্ত্তনে এবং অনবরত হরিনাম ধ্বনিতে নদীয়াকে এককালে নিত্য বৃন্দাবন সদৃশ করিয়া তুলিলেন। তদ্দর্শনে পক্ষপাতি পড়ুয়া পাষণ্ডী ও অবৈধাচারী বামাচারীরা আপনাপন একাধিপত্য মধ্যে মহাপ্রমাদ গণিয়া হিংসা ও বিদ্বেষাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল? তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কাজীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের নামে বৃথাপবাদ দিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমরা যে মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরির গান করে সমস্ত রাত্র জাগরণ করি, সে আমাদের পক্ষে ভাল। কিন্তু মূর্খ নিমাই পণ্ডিত * গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগের মহামন্ত্র হরিনাম সাধারণের নিকট প্রচার পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতে বসিয়াছে এবং প্রতি দিবস সন্ধ্যার সময়ে নগরবাসীদিগকে একত্রিত করিয়া "না জানি কি খেয়ে মত্ত হয়ে নাচে, গায়। হাসে, কাঁদে, উঠে, পড়ে, গড়াগড়ি যায়॥ ইহা দেখি নগরি পাগল সঙ্কীর্ত্তনে। রাত্রে নাহি নিদ্রা যায় করে জাগরণে॥" অতএব আপনি আমাদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা, যাহাতে আমাদের হিন্দুয়ানি

---

* চৈতন্য মহাপ্রভুকে কেহ কেহ নিমাই ও গৌরাঙ্গ বলিত।

নষ্ট না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। এদিকে মুসলমানেরাও নগর-মধ্যে হিন্দুদিগের গৃহে অনবরত মৃদঙ্গ, করতাল ও শঙ্খ-ধ্বনি এবং সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ মহাক্রুদ্ধ হইয়া কাজীর নিকটে অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কাজী সাহেব এক-কালে ক্রোধান্ধ হইয়া মহাপ্রভুর ভক্তদিগের গৃহে গমন করিয়া মৃদঙ্গাদি ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন,—অদ্য আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম; পুনরায় এই প্রকার অত্যাচার করিলে আমি তোমাদিগকে জাত্যপাৎ এবং বন্ধনাবস্থায় তোমাদিগকে কারা-গারে প্রেরণ করিব। তদনন্তর মহাপ্রভু পরম্পরায় কাজীর এই প্রকার যাবনিক অত্যাচার ও অনুমতি শ্রবণ করিয়া সক্রোধে গুরুদেবের দর্পে দর্পিত হইয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দকে অনুমতি দিলেন যে, অদ্য সন্ধ্যাকালে আমি স্বয়ং তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরের পথে নগর-কীর্ত্তন করিব; দেখিব, কোন কাজী অদ্য আমাদিগের কীর্ত্তনে ভঙ্গ দেয়। এই কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

পাষণ্ডীদিগকে দলন করিয়া ভক্তিরসে প্লাবিত করিবার জন্যই চৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রথম নগর-কীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং নগর-কীর্ত্তনে যোগ দিয়া নগর পরি-ভ্রমণ করিবেন. এই সংবাদ নগর-মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দই মহাপ্রভুর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর উদ্দেশে নগর ভ্রমণ করতঃ কাজীর ভবনে গিয়া উপস্থিত হই-লেন। এদিকে কাজী সাহেব, যাঁহার অনুমত্যানুসারে তখন

যবন রাজ্যাধিকার সময়ে লোকের প্রাণ দণ্ড হইত, তিনি এক্ষণে হরিনাম ও ভক্তদিগের কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৃহ-মধ্যে ভয়ে নির্জ্জন স্থানে লুক্কাইত হইয়া রহিলেন। তখন মহাপ্রভু কাজীর বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া কোন লোক কর্ত্তৃক কাজী সাহেবকে আহ্বান করাইলেন। তখন কাজীসাহেব অত্যন্ত লজ্জা সহকারে অবনত শিরে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাকে যথাবিহিত সম্মান করিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, আমি আপনার গৃহে অভ্যাগত হইলাম, কিন্তু আপনি যে কেন লুক্কাইত রহিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। তদনন্তর কাজী সাহেব কম্পিত কলেবরে বলিতে লাগিলেন,—তুমি গ্রাম সম্বন্ধে আমার ভাগিনা হও, তোমার নিকট আমার সকল কথা বলিতে কোন ক্ষতি কিম্বা ভয় নাই; অতএব তুমি যদ্যপি এক্ষণে কোন নির্জ্জন স্থানে গমন কর, তাহা হইলে তোমাকেই আমার সমস্ত কথা বলিয়া আমার সমস্ত ভয় ও যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইতে পারি। কাজীর এই প্রকার বিনয় সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন, ইহারা আমার অন্তরঙ্গ, ইহাদের নিকট তোমার কোন আশঙ্কা নাই। তখন কাজী সাহেব, মহাপ্রভুর বাক্যে সমাশস্ত হইয়া বলিলেন,—যে রাত্রে আমি তোমাদিগের হিন্দু যাজক-ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তোমাদের মৃদঙ্গাদি ভগ্ন করতঃ সঙ্কীর্ত্তন করিতে নিবারণ করিয়াছিলাম, সেই রাত্রে আমার শয্যোপরি এক ভয়ানক সিংহের ন্যায় মূর্ত্তি নরদেহধারী আগমন পূর্ব্বক আমার বক্ষস্থলে আরোহণ করিয়া অট্ট অট্ট হাসে তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত বলিতে লাগিল,—

"ফাড়িনু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।
মোর সঙ্কীর্ত্তনে করিস্ মানা— ?

সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত। তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাৎ॥ ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু। সবংশে তোমারে আর যবনে নাশিমু॥"

যাহাহউক, ইহা যে সকলই তোমারই মহিমা, তাহা আমি বুঝিয়াছি। পরন্তু সেই দিবস আমার সমভিব্যাহারে যে পেয়াদা সঙ্কীর্ত্তনে ভঙ্গ দিতে গিয়াছিল, অকস্মাৎ উল্কাপাতে তাহার দাড়ি ও মুখ পুড়িয়া গিয়াছে। পুনরায় যখন আর এক যবন আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক বলিল, যে নগর-মধ্যে হিন্দুরা যে প্রকার জীবন্ত উৎসাহের সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, ইহা যদ্যপি কোন ক্রমে একবার বাদসাহার (এ সময়ে সৈয়দ্ হোসেন সাহা গৌড়ের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন) কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি তোমাকে অচিরাৎ দণ্ডার্হ করিবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি যবন হইয়া কেন আমার সন্নিধানে এই প্রকার হিন্দুদিগের দেবতার নাম, হরিনাম, কৃষ্ণনাম বারম্বার উচ্চারণ করিতেছ? তখন এই প্রকার তিরস্কার সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই যবন বলিল,— "হিন্দুরে আমি কেবল করি পরিহাস। কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রাম দাস॥ কেহ হরিদাস, সদা বলে হরি হরি। না জানি এরা কার ঘরে করিবে চুরি॥ সেই হইতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি। ইচ্ছা নাই তবু বলে উপায় কি করি॥ আর এক ম্লেচ্ছ কহে শুন এই মতে। হিন্দুকে পরিহাস কৈল যে

দিন হৈতে॥ জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে না মানে বর্জ্জন। না জানি কি মন্ত্র সিদ্ধ জানে হিন্দুগণ॥"

যাহাহউক ভাগিনেয়! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি যে, ইহা সমুদয়ই তোমার মহিমা। তুমি হিন্দুদিগের ঈশ্বর, নারায়ণ; আমি অতিশয় নীচ ও যবন। তোমারই মহিমা প্রভাবে আমার অপরাধগুলি মার্জ্জনা করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। দয়াল প্রভু তখন হাস্য করিতে করিতে কাজী সাহেবকে বলিতে লাগিলেন,—তোমার চন্দ্রানন হইতে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণ এই তিন নামই যখন এককালে উচ্চারিত হইল, তখন তোমাপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্, পুণ্যাত্মা এবং পরম ভাগবত ও পবিত্র ব্যক্তি আর কে আছে? অদ্যাবধি তোমা ভিন্ন নদীয়াতে আমার এক দিনেরও সঙ্কীর্ত্তন হইবে না। এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু কাজীকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এ দিকে ভক্তবৃন্দেরা চতুর্দ্দিক হইতে হরিধ্বনি দিয়া মহাপ্রভুর আশ্চর্য্য মহিমার জয় ঘোষণা করিতে লাগিল এবং কাজী সাহেব নয়ন-বারি সম্বরণ করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, আমার বংশধর যে কেহ জন্মিবে, সেই আপনার এবং হরিভক্তগণের দাস হইয়া চিরকাল সেবা করিবে।

পাঠক! যবন অধিকার সময়ে যে দুর্দ্দান্ত কাজী অবিচারে এবং স্বেচ্ছানুসারে লোক সমূহের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিত; এক্ষণে সেই কাজী চৈতন্য মহাপ্রভুর অসীম মহিমা প্রভাবে সবংশে ও নদীয়ার মধ্যে কাজী পাড়ার সমস্ত মুসলমানেরা পর্য্যন্তও সত্য-সনাতনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গৌরাঙ্গ-ভক্ত হইয়াছিল। চৈতন্য মহাপ্রভুর কীর্ত্তি গৌরাঙ্গ-ভক্ত মুসলমানদিগকে

অদ্যাবধি অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই প্রায় হিন্দুদিগের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক চৈতন্য মহাপ্রভুই দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডীদিগকে দলন করিয়া সত্যের পথে আনয়ন করিবার জন্য এই প্রকার নগর-কীর্ত্তনের প্রথা প্রচলিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি আজও পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নগর-কীর্ত্তনের প্রথা হিন্দু পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

প্রভু যীশুর ধর্ম্মপ্রণালী।

প্রভু যীশু যোহনকে গুরুত্বে বরণ ও তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষিত, বাপ্তাইজ্ হইয়া স্বর্গের দ্বার মুক্ত এবং পবিত্রাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। (মথি, ৩ অধ্যায়।) পরন্ত তিনি শয়তানকে (মায়াশক্তিকে) বশীভূত করিবার জন্য চাল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে সাধন কার্য্য করিয়াছিলেন। (লুক, ৪ অধ্যায়) তদনন্তর যখন তিনি শয়তান কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে পরীক্ষিত হইয়া দেখিলেন, যে যোহনের নিকট দীক্ষিত হইয়া পবিত্রাত্মার ক্ষমতাতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তখন তিনি স্বকাম ভাবে কামনা বিশিষ্ট হইয়া বাক্যচ্ছলে য়ীহুদীয়দিগের রাজা, ঈশ্বরের পুত্র এবং বড় লোক, ধর্ম্মের নেতা হইবার প্রত্যাশায় নানাপ্রকার গুণ কার্য্যের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যে সময়ে প্রভু যীশু মায়াশক্তির প্রভাবে মৃত ইলিয়াসরের জীবন দান ও অন্যান্য অনেক প্রকার আশ্চর্য্য

ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সাধারণকে হস্তগত করিতে লাগিলেন, তৎকালে মহাযাজকদিগের (পুরোহিতদিগের) পাছে যাজ্য-ক্রিয়াদি সমুদয় লোপ পাইয়া যায় এবং সাধারণে হতাদর করে, এই আশঙ্কায় প্রধান যাজকগণ ও ফিরূশিরা সম্মিলিত হইয়া দুরভিসন্ধি দ্বারা প্রভু যীশুকে বধ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রভু যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র এবং প্রভু হইয়াও ফিরূশিদিগকে, মহাযাজকদিগকে সত্যের পথে আনয়ন কিম্বা সত্যের দিকে তাহাদিগের মন ফিরা-ইতেও পারিলেন না। অবশেষে প্রভু যীশুকে অবিচারে তাহা-দিগের হস্তে ক্রুশে হত হইতে হইয়াছিল। এইত বাইবেলের লিখিত প্রভু যীশুর ধর্ম্মপ্রণালী!!

যাহা হউক, যে প্রকারে যে সম্প্রদায়ের নেতারা স্বয়ং ধর্ম্মা-চরণ পূর্ব্বক এক এক সম্প্রদায় বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রকারে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাপন ধর্ম্মের নেতাদিগের প্রদর্শিত ও আচরিত ধর্ম্মের পথে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-যাজনা করিয়া তাহাদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশ করা এবং সাধারণকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার জন্য যত্ন ও জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করাই ধর্ম্ম-যাজকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ, "আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান্" এই জীবন্ত উপদেশানুসারে আমরা দেখিতেছি যে, চৈতন্য মহাপ্রভু এবং প্রভু যীশু উভয়েই সাধারণকে ধর্ম্মের পথে আনয়ন করি-বার এবং শিক্ষা দিবার জন্য আপনাপন আচার দেখাইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে যীশু-ধর্ম্ম-যাজকদিগের মধ্যে একজনকেও বাইবেলের লিখিত কিম্বা প্রভু যীশুর প্রদর্শিত ধর্ম্মাচরণ করিতে

দেখিতে পাওয়া যায় না। যে যীশু-ধর্ম্ম-যাজকেরা আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের এবং আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মের কণিকা মাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কেবল অর্থের লোভে বেতনভোগী হইয়া আমাদের দেব-দেবীদিগকে অযথারূপে গালাগালি দিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনদিগের আচরিত ও প্রদর্শিত পথের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এক্ষণে আত্ম-বঞ্চক ও প্রবঞ্চক হইয়া আমাদিগের চৈতন্য মহা-প্রভুর প্রদর্শিত নগর কীর্ত্তনের প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রভু যীশুর নাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি খোল ও করতালের সহিত এবং কতকগুলি মুক্তি ফৌজের নাম ধারণ করিয়া বিলাতি বাদ্য সহকারে নগর-কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যীশুর ধর্ম্মপ্রণালী প্রচার ও লোক সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি লজ্জার কথা! যীশু-ধর্ম্ম-যাজক হইয়া আপন প্রভুর প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের প্রথানুসারে যীশুর ধর্ম্ম প্রচার করা অপেক্ষা তাহাদিগের এক্ষণে প্রভু যীশুর ন্যায় স্বীয় রক্ত দ্বারা আপন আপন পাপের সহিত ক্রুশে হত হওয়াই ভাল। যাহাহউক, যীশু-ধর্ম্ম-যাজকদিগের মধ্যে এক্ষণে যদ্যপি বাইবেলের লিখিত অগ্নি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজ্ দীক্ষিত করিবার এবং প্রভু যীশুর আচরিত ধর্ম্মপালন করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে "নিরপেক্ষ-সঞ্চারিণী সভা" উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, যে বাইবেলের লিখিত অগ্নি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা দীক্ষিত করিবার ক্ষমতা এক্ষণ পর্য্যন্তও আমাদিগের হিন্দুদিগের মধ্যে নিত্য বিরাজ করিতেছে। পরন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে বলিতেছি যে, যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন

না কেন, তিনি সনাতন অবিরোধী ধর্ম্মের আশ্রিত হইতে পারিলেই স্বীয় অভিলাষিত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

বাইবেলের মতে ঈশ্বরের বাক্য ব্যর্থ।

বাইবেল্ প্রণেতাগণ ঈশ্বর শব্দ কি প্রকারে, কোন্ স্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কাহাকে বা ঈশ্বর বলিতেছেন, তদ্বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমরা অদ্যাবধি বাইবেল্ খানি আদ্যোপান্ত যত্ন সহকারে পাঠ এবং বাইবেলের ধর্ম্ম যাজকদিগের নিকট প্রসঙ্গ করিয়াও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কোন ক্রমেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ, যাঁহার কটাক্ষ মাত্রেই এই প্রকার শত শত পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, যাঁহার অনুমত্যানুসারে চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকলের ভাতি প্রকাশ পাইতেছে, ঋতু সমুদয় নিয়মিত সময়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাঁহার বাক্য এবং আদেশ সকল যে সামান্য মনুষ্যদিগের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা কেবল বাইবেল্ প্রণেতাগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল্ মধ্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। কি ভ্রম ও শোচনীয় ঘটনা!

বাইবেল্ মধ্যে মার্ক ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"কোন ব্যক্তি দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিলেন ও তাহার মধ্যে দ্রাক্ষা-রস চুয়াইবার যন্ত্র স্থাপনা এবং গড়ও নির্ম্মাণ করিলেন; পরে তিনি সেই ক্ষেত্র, কৃষকদের নিকটে সমর্পণ করিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। অনন্তর উপযুক্ত সময়ে কৃষকগণের নিকট হইতে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের ফলের অংশ পাইবার নিমিত্ত তাহাদের নিকট এক দাসকে পাঠাইলেন;

কিন্তু কৃষকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়া রিক্ত হস্তে বিদায় করিল। পুনর্ব্বার তিনি আর এক দাসকে পাঠাইলেন; কিন্তু তাহারা প্রস্তরাঘাতে তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া অপমান করিয়া তাহাকে বিদায় করিল। পরে তিনি আর এক জনকে পাঠাইলে, তাহারা তাহাকে বধ করিল এবং আর আর অনেকের মধ্যে কাহাকে প্রহার ও কাহাকে বা বধ করিল। পরে তিনি ভাবিলেন যে, আমার পুত্রকে পাঠাইলে তাহারা অবশ্যই তাঁহাকে সমাদর করিবে, ইহা ভাবিয়া অবশেষে তাঁহার পরম প্রিয় যে এক অদ্বিতীয় পুত্র অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ঐ কৃষকেরা তাহাকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, ইনি উত্তরাধিকারী; আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া আপনারা অধিকারী হই। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া বধ করিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্রের বাহিরে ফেলিয়া দিল।”

পাঠক! আপনারা বোধ হয় উপরি উক্ত বাইবেলের বাক্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন,—বাইবেল্ প্রণেতাগণের মতে ঈশ্বর প্রথমতঃ এই সুখময় বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যদিগের হস্তে ইহার সমস্ত ভারার্পণ করতঃ স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর যখন মনুষ্যগণ জ্ঞানের চরমাবস্থায় গিয়া পৌঁছিলেন, যখন তাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক হইয়াছি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট প্রেম প্রাপ্ত হইবার আশয়ে সমাশ্বস্ত হইয়া মুসা প্রভৃতি কয়েকজন দাস ও কতিপয় ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু লোকেরা তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরঞ্চ কাহাকে রিক্ত হস্তে, কাহাকে বা বিলক্ষণ প্রহার করিয়া বিদায়

দিল। পরে তিনি যোহনকে প্রেরণ করিলেন, হিরোদ রাজা তাঁহাকেও বধ করিলেন। তদনন্তর ঈশ্বর ভাবিলেন, আমার যে এক প্রিয় ও অদ্বিতীয় পুত্র যীশু বর্ত্তমান আছে, তাহাকে যদি যিহুদীয়দিগের নিকট প্রেরণ করি, তাহা হইলে যিহুদীরা অবশ্যই আমার পুত্র বলিয়া তাহাকে সমাদর করিবে ও সেই আমার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতে পারিবে। ঈশ্বর ইহা ভাবিয়া প্রভু যীশুকে যিহুদীয়দিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, পাছে লোকে ঈশ্বরের এবং প্রভু যীশুর অনুগত হইয়া যাজ্যক্রিয়াদি পরিত্যাগ করে, এই নিমিত্ত ফিরূশিরা, যাজক ও অধ্যাপকেরা পরামর্শ করিয়া, প্রভু যীশুকে সমাদর করা দূরে থাকুক, তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত পর্য্যন্তও না করিয়া অবশেষে তাহারা অবলীলাক্রমে প্রভু যীশুকে ক্রুশে বধ করতঃ ঈশ্বরের অখণ্ড বাক্য ও উদ্দেশ্য সমুদয় ব্যর্থ করিয়া দিল।

পাঠক! যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিয়ন্তা এবং যাঁহার কটাক্ষ মাত্রেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া যাইতেছে, তাঁহার বাক্য যে বাইবেল্ প্রণেতাগণের মতে ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। কারণ, আমাদিগের বিশ্বাস, যে অঙ্গার, সে অঙ্গারই থাকে; সে কখনই কোন বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে না। যে অগ্নি—সে অগ্নি; তাহাতে তুমি সজ্ঞানে হস্তক্ষেপ কর,—আর অজ্ঞানেই হস্ত ক্ষেপণ কর, সে তোমার হস্তকে নিশ্চয়ই দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। সেই প্রকার ঈশ্বরের বাক্য,—জীবন্ত ও অগ্নি তুল্য বাক্য। যত দিবস এই পৃথিবী ও তাঁহার সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিবস তাঁহার অকাট্য ও অব্যর্থ বাক্যানুসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন

কার্য্য একাধারে সমাধা হইবে। পরন্তু যিনি মহারাজার মহারাজা, সম্রাটের সম্রাট্, যাঁহার দ্বারে দেবতার দেবতারা, কিন্নরের কিন্নরেরা, যক্ষের যক্ষেরা পর্য্যন্তও দ্বারস্থ হইয়া নিয়ত স্তব করিতেছেন, তাঁহার বাক্য ও আজ্ঞা যে বাইবেল্ প্রণেতাগণের মতে সামান্য মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক ব্যর্থ হইয়া যায় এবং এমন কি, যিনি আপন প্রিয় ও অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু যীশুকে পর্য্যন্তও প্রেরণ করিয়া স্বীয় বাক্য স্থাপনা ও কার্য্য সমাধা করিতে অসমর্থ হইলেন, তিনি যে কি প্রকার ও কোন্ রাজ্যের ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা কেবল বাইবেল্ প্রণেতাগণ ও বাইবেলের ধর্ম্ম-যাজকেরাই বলিতে পারেন। অতএব, উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,—যে ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল্ প্রণেতাগণের মতে ব্যর্থ হইয়া যায়, তাঁহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল্ মধ্যে এবং সেই বাইবেলের ধর্ম্ম-যাজকদিগের নিকট যে কতদূর পর্য্যন্ত ঈশ্বর তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহা আপনারা কিঞ্চিৎ যত্ন সহকারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

প্রভুর নাম অব্যর্থ ও ভক্তের অমরত্ব।

যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার "আমিত্ব" ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। যত দিবস পর্য্যন্ত আমার কেহ আছেন এবং তিনি ভোক্তা ও তিনি কর্ত্তা, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র আছি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত লোকে তমসাবৃত স্থানে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ততদিবস পর্য্যন্ত তাহাদের

ঈশ্বরে বিশ্বাস ও তাঁহার নামে শ্রদ্ধা জন্মে না। ততদিবস পর্য্যন্ত তাহারা প্রভুর নিষ্কলঙ্ক নামে কলঙ্কারোপ ও সর্ব্বদাই তাঁহাতে দোষ দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের আমার "আমিত্ব" ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহাদের দিব্যজ্ঞান উদিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের হৃদয়ে আমাদের কেহ আছেন বলিয়া এককালে দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগেরই কেবল ভক্তি ও বিশ্বাস অচলা ও অমরা হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারাই কেবলমাত্র প্রভুকে স্মরণ করিয়া এবং প্রভুর নামের বলে বলীয়ান হইয়া অসাধ্য সাধন ও দুস্তরকার্য্য সমুদয় অবলীলাক্রমে সহাস্যবদনে সম্পাদন করত প্রভুর নামের জয় ঘোষণা ও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে আমাদের সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, পশুদিগের মধ্যে রামদাস হনুমানের প্রভুভক্তি ও নামে বিশ্বাস যে কত দূর পর্য্যন্ত ছিল এবং ভক্তের ও দাসের কর্ত্তৃক যে প্রভুর বাক্য ও নাম কথনই ব্যর্থ হয় না, তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মারুত-নন্দন হনুমান, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আপন প্রভু শ্রীরাম-চন্দ্রের সচ্চিদানন্দময়রূপ সন্দর্শন এবং ইষ্টদেবের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া এককালে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সেই অবধি হনুমান স্বীয় প্রাণ, মন, দেহ ও আত্মা প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিয়া প্রভুর কার্য্যে ও সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তদনন্তর বর্ষাকাল অন্তে যথন সীতাদেবীর উদ্ধার ও অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে কপিগণ প্রেরিত হইতে লাগিল, সেই সময়ে

কতিপয় কপিগণ সমভিব্যাহারে অঞ্জনানন্দন-হনূমানকেও ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু হনূমানের কি অচলা ভক্তি ও প্রভুর নামে বিশ্বাস,—তিনি প্রভুর কার্য্যোদ্ধারার্থে লঙ্কাতে গমনকালে একবার স্বীয় প্রভুকে হৃদয়াকাশে আবির্ভাব ও কটাক্ষে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বীরদর্পে রামনামের বলে বলীয়ান্ হইয়া সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মহার্ণব উল্লঙ্ঘনকালে হনূমান প্রভুর নামের বলে অসীম বিঘ্নরাশি সমুদয় দূরীভূত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন কাহার সাধ্য যে হনূমানের গতি রোধ করে। পথিমধ্যে যখন তিনি দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত মায়াবী নিশাচরী সুরশাকে পরাভব এবং তাহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় মেঘমধ্যে প্রবেশ করত অপ্রতিহত প্রভাবে গমন করিতেছেন, তখন সিংহিকা নাম্নী কামরূপিণী স্থবিরা এক রাক্ষসী অনিলতনয় হনূমানকে গগণমার্গে গমন করিতে দেখিয়া পর্য্যাপ্তরূপ ভক্ষ্য বস্তু লাভ করিবার লালসায় অপার আনন্দ সহকারে হনূমানের দেহচ্ছায়া অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার গতি রোধ করিল। এই সিংহিকার দৈবশক্তির প্রভাবে বস্তু বিশেষের ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক নিরোধ করিবার ক্ষমতা ছিল। এই নিমিত্ত সেই শক্তির প্রভাবে হনূমানের ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার গতিরোধ করিলে পর, হনূমান অধোভাগে চাহিয়া দেখিলেন যে একটা কামরূপিণী রাক্ষসী অত্যন্ত ভয়াবহ প্রকাণ্ড মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে এবং ঘনমেঘের ন্যায় সঘন গর্জ্জনে স্বীয় করালকলেবর বর্দ্ধিত করিয়া আকাশমণ্ডলকে স্পর্শ করিবার

উপক্রম করিতেছে। তখন হনুমান পাছে তাহার প্রভুর কার্য্যোদ্ধার করিতে অক্ষম হন এবং প্রভুর নামে কলঙ্ক হইয়া পড়ে, এই প্রকার সন্দিগ্ধচিত্তে এবং বানরি শক্তি দ্বারা রাক্ষসী ও দৈবী, এই উভয় শক্তিকে বিনষ্ট করিবার অভিলাষে আপন প্রভুকে একবার স্মরণ পূর্ব্বক "জয় রাম! জয় রাম!" ধ্বনি করিয়া স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। এ দিকে নিশাচরী হনুমানকে নিজ কলেবর বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া বিকট বদন ব্যাদন পূর্ব্বক ঘনাবলীর ন্যায় পুনঃপুনঃ সঘন গর্জ্জনে ও সাগরের জলরাশি বিঘূর্ণিত ও অত্যুচ্চ তরঙ্গমালায় পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর বিপদ সমূহ দর্শন করিয়াও প্রভুভক্ত পবন-কুমার প্রভু-কার্য্যে গমন করিতেছে বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না; বরঞ্চ তিনি সেই রাক্ষসীর বিকৃতাকার ভয়াবহ বদনমণ্ডল ও শরীর-পরিমাণ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তদীয় মর্ম্ম-স্থান বিদীর্ণ করিবার নিমিত্ত নিজ কলেবর পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত করিয়া সেই বিস্তীর্ণ মুখ মধ্যে পতিত হইয়া তৎকালোচিত কার্য্য-চাতুর্য্য ও রাম নামের বলে সাহসী হইয়া সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে রাক্ষসীর বক্ষস্থল ক্ষত বিক্ষত, ছিন্নভিন্ন ও বিদীর্ণ করিয়া প্রবল বেগে পুনরায় জয় রাম ধ্বনি করতঃ বিনির্গত হইলেন। তদনন্তর হনুমান্ কিয়ৎকাল পরেই লবণ মহার্ণব পারে উত্তীর্ণ হইয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে জানকীর উদ্দেশার্থে প্রথমতঃ লঙ্কা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী লঙ্কাকে * পরাভব পূর্ব্বক রজঃ ও

* যাহার নামে সিংহল দ্বীপ লঙ্কা নামে খ্যাত হইয়াছে।

তমোগুণ প্রধান রাক্ষসকুল জয় করিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মহাবীর প্রভুভক্ত হনুমান একাকী শক্রপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পতি-বিরহিণী পতিব্রতা জানকীর অনুসন্ধান পূর্ব্বক সীতা-সমীপে স্বীয় প্রভু ও লক্ষ্মণের বার্ত্তা আনুপূর্ব্বিক জানাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে লঙ্কাধিপতি মহানুভব দশাননকে প্রভুভক্ত রামদাসের পরাক্রম দেখাইয়া স্বীয় প্রভুর গৌরব বৃদ্ধি করিবার লালসায় অঙ্গনা-নন্দন হনুমান্ পিনাক-পাণির ন্যায় উগ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সুরম্য প্রমোদ কাননস্থ সমুদয় বৃক্ষ লতাদি ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাক্ষসীরা অকস্মাৎ এই প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ও মৃত্যুভয়ে ভীতা হইয়া দ্রুতপদে রাবণ-সন্নিধানে সংবাদ দিলে পর, তিনি রোষভরে তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত অসঙ্খ্য রাক্ষস-সেনা ও অশ্বারোহী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ রণচতুর জম্বুমালীকে, তদনন্তর বিরূপাক্ষ, ধূম্রলোচন প্রভৃতি কতিপয় ত্রিলোক-বিজয়ী মহাবীর এবং অবশেষে তাঁহার প্রিয় পুত্র অক্ষয় কুমারকে যুদ্ধার্থে আদেশ করিলেন। কিন্তু অঞ্জনা নন্দন একাকী নীরস্ত্র এবং অসঙ্খ্য রাক্ষস-সৈন্য-সমাবৃত হইয়াও অকুতোভয়ে "জয় রাম! জয় রাম!! জয় রাম!!!" কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকারে প্রভুর নাম অনিবার মুখে উচ্চারণ পূর্ব্বক একে একে ক্রমে ক্রমে সসৈন্যে সকল বীরগণকে রণস্থলে বধ করিয়া স্বীয় প্রভুর জয় ঘোষণা ও নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বর্ণপুরী লঙ্কা দগ্ধ ও দুর্জ্জয় রাক্ষসকুলকে পরাভব করণানন্তর

প্রভুর কার্য্য সম্পাদন ও প্রভুর নাম অব্যর্থ এবং স্বয়ং অমরত্ব লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে ও সুস্থ শরীরে প্রভু-সন্নিধানে পুনরায় গমন করিয়াছিলেন।

পাঠক! সামান্য একটা পশু হনুমান প্রভুর নামে বিশ্বাস করিয়া ও ভক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া অসাধ্য-সাধন দুর্জ্জয় রাক্ষসদিগকে উৎপীড়ন ও ত্রিলোক-বিজয়ী বীরগণকে বধ এবং সুস্থ শরীরে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন পুর্ব্বক প্রভুর নাম অব্যর্থ এবং নিজে অমরত্ব লাভ করিলেন। যাঁহার এই প্রকার অটল প্রভু-ভক্তি ও প্রভুর নামে বিশ্বাস, যাঁহার এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অসামান্য প্রতিভা লক্ষিত হয়; তাঁহার কি কখন প্রভু-কার্য্য সাধনে বিঘ্ন জন্মিতে পারে?—তিনি কি কদাচ প্রভুকার্য্য সাধনে অবসন্ন ও অকালে শত্রুহস্তে নিপাতিত হইয়া থাকেন? কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বাইবেল্ প্রণেতাগণের মতে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত মূসা প্রভৃতি দাসদিগের কথা দূরে থাকুক, ঈশ্বর আপন পুত্র যীশুকে পর্য্যন্তও প্রেরণ করিয়া সামান্য মনুষ্যদিগের নিকট স্বীয় অখণ্ড বাক্য অব্যর্থ ও উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ হইলেন এবং অবশেষে তাঁহার পুত্র প্রভু যীশু পর্য্যন্তও ক্রুশে হত হইলেন। যাহাহউক, নানাপ্রকার প্রলোভনের বশীভূত হইয়া কেবল পাশ্চাত্য ধর্ম্মের পোষকতা করিলে কখনই সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই।

পরমতত্ত্ব।

"সর্ব্বেষামপিচৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্য তে হ্যমৃতং ততঃ॥"

সকলের সর্ব্বজ্ঞানাপেক্ষা আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব-বিদ্যার অগ্রগণ্য ও তাহাতে অমৃত প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যে পুরুষের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

তাই বলি—

"ছেড়ে দিয়ে কুটীনাটী। ধরে চল সত্য খাঁটী॥
জল, পাথর, কাঠ, * চামড়া মাটি,
আকাশ † ভজে পাবি আমড়া আঁঠি॥"

প্রভু যীশুর মৃত্যুভয়ে আন্তরিক যাতনা।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই বলিতেছেন, যে আত্মদর্শন না হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরের সহিত আমাদিগের যে কি নিত্যসম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে পারা যায় না। যে অবধি তাঁহার সহিত আমাদিগের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে না পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রেই পাশবদ্ধ জীব নামে পরিগণিত হইয়া থাকে; সেই পর্য্যন্তই তাহাদিগকে মৃত্যুর অধীনে থাকিয়া আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিতাপানলে সতত কষ্ট পাইতে এবং শেষে সেই ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যে মহাপুরুষ সেই একমাত্র মঙ্গলময় পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত আমাদিগের কি নিত্য এবং নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহার গূঢ় তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইয়াছেন।—যিনি সেই মহাকালস্বরূপ মৃত্যুকে জয় করিয়া স্বয়ং প্রভু, ত্রাণকর্ত্তা ও ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয়

---

* মনুষ্যদেহ ভজা কিম্বা গুরুর মূর্ত্তি ভাবনা।

† নিরাকার।

দিয়া থাকেন এবং যিনি সতত বলিয়া থাকেন যে,—"ঈশ্বর আমাতে ও আমি তাঁহাতে।" অপিচ, যাঁহার "সোহং জ্ঞান" পর্য্যন্তও জন্মিয়াছিল, অর্থাৎ যিনি বলিয়াছেন যে,—"আমি এবং আমার পিতা উভয়েই এক। (যোহন, ১০ অধ্যায়, ৩০ পরিচ্ছেদ।) পাঠক! এমন ক্ষমতাশালী মহাত্মাকে যে পুনরায় সামান্য বদ্ধজীবের ন্যায় মৃত্যুভয়ে আন্তরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে এবং দুঃসময় দূরীকরণাভিলাষে মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত অবোধ ও মূর্খা স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আগ্ তুলিতে * হয়, ইহা কেবল পাশ্চাত্য সভ্য সমাজের বাইবেল্ প্রণেতাগণ তাহাদিগের একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল্ মধ্যে সাক্ষ্য দিতেছেন।

যে দিবস প্রভু যীশু, তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যদিগের মধ্যে যিহুদা নামক একজন শিষ্যকর্ত্তৃক শত্রুদিগের হস্তগত হইবেন, সেই দিবস রাত্রিকালে তিনি সশিষ্যে গেৎশিমানী নামক এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—"আমি ঐ স্থানে গিয়া যাবৎ প্রার্থনা করি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতারকে এবং জিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়া শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত শোকাকুল হইতেছে; তোমরা এই স্থানে আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিতে করিতে কহিলেন, হে আমার পিতঃ! যদি হইতে পারে, (যদি সেই দুঃসময় তাঁহা হইতে দূরীকৃত হয়।

---

* ভাবি শুভাশুভ অনুমান করণ।

মার্ক ১৪ অধ্যায়, ৩৫।) তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; * তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হউক। অনন্তর তিনি ঐ শিষ্যদিগের নিকট আইলেন, এবং তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া পিতারকে কহিলেন, একি? এক দণ্ডও আমার সঙ্গে জাগিতে কি তোমাদের শক্তি ছিল না? পরীক্ষাতে যেন নাপড়, এই জন্যে জাগ্রত হইয়া প্রার্থনা কর; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল। পুনশ্চ তিনি দ্বিতীয়বার গিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ! পান না করিলে যদি এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছামত হউক। পরে তিনি আসিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার নিদ্রাগত দেখিলেন; কেননা, তাহাদের চক্ষু নিদ্রাতে ভারী ছিল। পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া পুনরায় গিয়া তৃতীয়বার পূর্ব্বমত কথা কহিয়া প্রার্থনা করিলেন। পরে শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, তোমরা কি নিতান্ত নিদ্রিত হইয়া বিশ্রাম করিবা? দেখ, সময় উপস্থিত এবং মনুষ্য পুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। উঠ, আমরা যাই, ঐ দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে শত্রু-হস্তগত করিবে, সে সমীপে আসিতেছে।" (মথি ২৬ অধ্যায়)।

পাঠক! এক্ষণে বাইবেলের উল্লিখিত প্রভু যীশুর মৃত্যুভয়ে আন্তরিক যন্ত্রণা সম্বন্ধে আপনারা বলিতে পারেন,—ব্যথিত না হইলে, ব্যথার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে না; যাহার হয়, সেই জানে; এই প্রকার ভয়ানক সময় উপস্থিত হইলে সকল-

---

* ইহাকেই বলে আগ্ তুলন।

কেই মৃত্যুভয়ে ও যন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইতে হয়।' কিন্তু ইহা বাইবেল্ প্রণেতাগণের সম্পূর্ণ ভ্রম। কারণ, বাইবেলের মতে তমোগুণ বিশিষ্ট মনুষ্য এবং ত্রাণকর্ত্তা উভয়কেই যদ্যপি সেই ভয়ানক মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে সামান্য মনুষ্য হইতে প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তার কিছুই প্রভেদ থাকে না। বাইবেল্ পাঠ করিলাম, প্রভু যীশুর জন্ম হইতে ক্রুশে হত পর্য্যন্ত দেখিলাম। প্রভু যীশু ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যোহনকে গুরুত্বে বরণ ও তাঁহার নিকট হইতে বাপ্তাইজ্ (দীক্ষিত) হইয়া সাধন ও প্রার্থনা দ্বারা স্বর্গের দ্বার মুক্ত করিলেন (লূক ৩ অধ্যায়, ২১)। মৃত্যুকে জয় করিতে না পারিলে অর্থাৎ বর্ত্তমান এই দেহে দ্বিতীয় জন্ম না হইলে, কোন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের রাজ্য দর্শন করিতে পারে না, তাহাও তিনি নীকদীমকে মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বারম্বার বলিলেন। (যোহন ৩ অধ্যায়) পরন্তু, তাঁহার অন্যকে অনন্ত জীবন দিবার ক্ষমতা পর্য্যন্তও জন্মিয়াছিল; কিন্তু শেষে দেখিলাম, এমন এক জন মহাপুরুষ, প্রভু, ত্রাণকর্ত্তা এবং ঈশ্বরের পুত্র হইয়াও কিনা সামান্য বদ্ধজীবের ন্যায় মৃত্যুভয়ে ভীত ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত মূর্খা স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহাকে আগ্ তুলিতে হইল। কি শোচনীয় ঘটনা! কি বাইবেল্ প্রণেতাগণের ভ্রম।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-মধ্যে মৃত্যু হইতে কোন মহাত্মা মুক্তিলাভ করিয়াছেন কি না এবং ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলে মৃত্যুভয় ও ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া

যায় কি না, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা না করিয়া যেন বেতনভোগী যীশু ধর্ম্ম যাজকদিগের বাক্যজালে পতিত হইয়া সত্যধর্ম্মচ্যুত না হন, ইহাই "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার" একান্ত ইচ্ছা।

ভক্তের নিকট মৃত্যুর পরাভব।

পাঠক! ধর্ম্মরাজ্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে পুনরায় যে মৃত্যুর ভয়ে এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়, ইহা কেবল আধুনিক সভ্য সমাজের একমাত্র ধর্ম্মপুস্তক বাইবেল্ সাক্ষ্য দিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের সত্য সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে সিদ্ধ মহাপুরুষ ও প্রভুদিগের কথা দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত কোন ভক্তও যে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ, কোন স্থানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত অনেক স্থানে এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মৃত্যু তাঁহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করিতে পারে নাই। অধিক উপমা দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের স্থান অপব্যয় করিবার আবশ্যক করে না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু মৃত্যুর সদনে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত কি না করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ধর্ম্মবলে সেই অসীম পরাক্রমশালী ভয়ানক মৃত্যুকে অবলীলাক্রমে বারম্বার পরাভূত করিয়া সহাস্য বদনে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক, হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা নিহত হইলে পর, দৈত্যরাজ শোক ও রোষপরবশ হইয়া শেষে তিনি এত অধিক

ভক্তদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, যে তাঁহার রাজত্ব মধ্যে লোকে যাহাতে হরিনাম পর্য্যন্তও উচ্চারণ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করিয়া যেমন বর্ণপরিচয় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ ভাগবত ধর্ম্মেও আস্থা জন্মিতে লাগিল। তাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুঝিতে ইহাই স্থির করিয়াছিলেন, যে এই সংসার মধ্যে ভগবান্ হরি ভিন্ন সসারবস্তু আর কিছুই নাই। পরন্তু তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করাই মানব জন্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

একদা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু আপনার আত্মজ প্রহ্লাদকে গুরুগৃহ হইতে আনয়ন করাইয়া পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত তাঁহাকে নিজ ক্রোড়োপরি আরোহণ করণানন্তর সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এতাবৎকাল গুরুগৃহে বাস করিয়া যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছ, তন্মধ্যে যাহা উত্তম এবং তুমিও যাহাকে এই সংসার মধ্যে উত্তম বলিয়া জান, তাহার বিষয় আমাকে কিঞ্চিৎ শ্রবন করাও?—প্রহ্লাদ, পিতার নিকট হইতে এবম্প্রকার উৎকৃষ্ট ও সুমধুর প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আনন্দ সহকারে গদগদস্বরে বলিলেন, পিতঃ! দেহীদিগের চিত্ত “আমি—আমার” ইত্যাদি বৃথা অভিমান প্রযুক্তই সর্ব্বদা ভাবনায় অস্থির হইয়াছে। অতএব আত্মার অধঃপতনের নিমিত্ত স্বরূপ এই যে মায়াময় সংসার, ইহা হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত ভগবান্ হরির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকার তুল্য আমি এই সংসার-মধ্যে সসারবস্তু আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

হিরণ্যকশিপু স্বীয় আত্মজ মুখে আপনার বিপক্ষ এবং ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-প্রকাশক এই সকল মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া এককালে ক্রোধান্ধ হইয়া ক্রোড় হইতে প্রহ্লাদকে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। অধিকন্তু, তিনি অসহ্য রোষাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর স্বরে তর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, এ পামরটা আমার বধ্য; কারণ এ দুরাত্মা ইহার আত্মীয়, সুহৃদ্ ও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এবং আমার আত্মজ হইয়াও কি না দাসের ন্যায় ইহার পিতৃব্য হন্তা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার আত্মজ হইলে কি হইবে, কর-চরণাদি অঙ্গ হিতকর হইলেও, দূষিত অঙ্গকে ছেদন করতঃ অবশিষ্ট অঙ্গ সকল লইয়া সুখে জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য। অতএব ভোজন, শয়ন, আসনে বিষাদি প্রয়োগপূর্ব্বক বিবিধ উপায় দ্বারা এ পামরটাকে অবিলম্বে বধার্থ চেষ্টা কর।

অসুরগণ, হিরণ্যকশিপুর এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত মাত্রেই প্রহ্লাদকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বলিল, অরে দুর্ব্বিনীত প্রহ্লাদ! তোমার পিতা তোমাকে মৃত্যুর সদনে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন; অতএব আমরা তোমার সুহৃদ্ হইয়া বলিতেছি যে, এক্ষণও পর্য্যন্ত যদ্যপি তুমি হরিনাম করিতে ক্ষান্ত থাক, তাহা হইলে রক্ষা পাইতে পারিবে; নতুবা এই দণ্ডেই এই শূলাঘাতে তোমার জীবন নষ্ট করিব। তখন প্রহ্লাদ, প্রভু যীশুর ন্যায় মৃত্যুভয়ে ভীত ও যন্ত্রণায় অস্থির না হইয়া এবং পানপাত্র দ্বারা বারম্বার আগ্ না তুলিয়া, অকুতোভয়ে এবং নিঃসংশয়চিত্তে বলিতে লাগিলেন, আমাকে তোমরা বধ কর, তাহাতে কোন

ক্ষতি নাই; কিন্তু আমার জন্মের শোধ, আমার জীবনের জীবন সেই একমাত্র পরমাত্মা হরিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার ডাকিতে দাও। এই কথা বলিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। ইহা দেখিয়া অসুরগণ সক্রোধে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিয়া "মার্—মার্" শব্দে তাঁহার মর্ম্মস্থানে শূলাদি দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু প্রহ্লাদের প্রাণ, মন, আত্মা সমস্তই এককালে ঈশ্বরে সমাহিত থাকাতে তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইতে লাগিল। কারণ ঈশ্বর নির্ব্বিকার, অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ শব্দাদির অগোচর, নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী এবং নিয়ন্তা, তাঁহাতে যাঁহার চিত্ত সমাহিত থাকে, তাঁহাকে কি কখন অন্য কোন বিষয় স্পর্শ করিতে পারে? তখন দৈত্যেরা তাঁহাকে হস্তী পদতলে এবং পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে প্রক্ষেপ, বিষদান, অনাহারী রাখিয়াও মৃত্যুর সদনে প্রেরণ করিতে পারিল না। কিন্তু প্রহ্লাদের প্রতি ক্রমান্বয়ে এবম্প্রকার অধিকতর অন্যায় আচরণ করিবার কারণ শেষে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণুর হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল।

পাঠক! প্রহ্লাদের কি ধর্ম্মবল, তিনি সামান্য ভক্ত হইয়াও অবলীলাক্রমে সেই অসীম পরাক্রমশালী মৃত্যুকে পরাভব করিলেন। কিন্তু বাইবেল্ প্রণেতাগণের মতে প্রভু যীশু, তিনি প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা হইয়াও তাঁহাকে শেষে মৃত্যুভয়ে ও যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এক্ষণে পাঠক মহাশয়েরা ইংরাজী শিক্ষার পোষকতা করিয়া আপনাদিগের সত্য সনাতন ধর্ম্মকে হতাদর না করেন, ইহাই এই সভার প্রার্থনা।

বাইবেলের লিখিত ত্রাণকর্ত্তার পরিণাম।

জগতের মধ্যে জীবমাত্রেই জগদীশ্বরের শরণাগত হইলে জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অচ্যুত পদপ্রাপ্ত হয়। পুনরায় তাহাকে এই মায়া সংসারে আসিয়া মৃত্যু কি নরক ভোগ করিতে হয় না। ভুরি ভুরি শাস্ত্র নিহিত সাধু ভক্তদিগের জীবনী পাঠে দেখা যায় যে, কেহ কখন শত্রুভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। কিন্তু বাইবেলের লিখিত ঈশ্বরের অদ্বিতীয় প্রিয়-পুত্র জগতের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু যিনি বাইবেলে নিজ-মুখে পরিচয় দিয়াছেন 'আমিই দ্বার স্বরূপ, আমাদিয়া যে কেহ প্রবেশ করে সে পরিত্রাণ পাইবে। (যোহন ১০ অঃ—৯) এত বড় ব্যক্তি ইনিও আপনার ত্রাণ করিতে পারেন নাই। বাইবেলই ইহার প্রমাণ যথা ;—

'পরে অধিপতির সেনাগণ যীশুকে অধিপতির গৃহ মধ্যে লইয়া তাঁহার নিকটে সেনাসমূহকে একত্র করিল এবং তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া, তাঁহাকে লোহিত বর্ণ বস্ত্র পরিধান করাইল। এবং কণ্টকের মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল ; পরে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এক নল দিয়া সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া, 'হে যিহুদিয়দের রাজন, নমস্কার' ইহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এবং তাঁহার মুখে থুথু দিল, ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল।

এইরূপে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে পর সেই বস্ত্র খুলিয়া পুনশ্চ তাঁহার নিজ বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিতে লইয়া গেল।" (মথি ২৭ অঃ, ২৭ হইতে ৩১) পরে তিনি আপন ক্রুশ বহন করিয়া মাথা খুলি স্থানে উপস্থিত হইলেন।

(যোহন, ১৯ অধ্যায়, ১৭) পরে তাহারা তাঁহাকে ক্রুশে বদ্ধ করিল * * * এবং তাঁহার দোষ প্রকাশ করণার্থে 'এ যিহূদীয়দের রাজা যীশু' এই লিপি সম্বলিত পত্র তাঁহার মস্তকের উর্দ্ধে লাগাইয়া দিল। এবং তাঁহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বদ্ধ হইল। তখন যে যে লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিল, তাহারা শিরশ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল, হে মন্দির ভগ্নকারী ও তিন দিনের মধ্যে তাহার নির্ম্মাণকারী, আপনাকে রক্ষা কর; তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে ক্রুশ হইতে নাম। এবং প্রধান যাজকেরা ও অধ্যাপকেরা এবং প্রাচীন লোকেরাও সেই মত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করিত, কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না; এ যদি ইস্রায়েলের রাজা বটে, তবে এখন ক্রুশ হইতে নামুক; তাহাতে আমরা তাহাকে প্রত্যয় করিব। সে ঈশ্বরের প্রত্যাশা রাখিত, ঈশ্বর যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তবে এখন তাহাকে রক্ষা করুন; কেননা সে কহিত, আমি ঈশ্বরের পুত্র। আর যে দস্যুরা তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বদ্ধ হইল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে নিন্দা করিল। * * * তৃতীয় প্রহর সময়ে যীশু উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামা শিবক্তনী অর্থাৎ "হে আমার ঈশ্বর! (পিতা) হে আমার ঈশ্বর! (পিতা), তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" তাহাতে সে স্থানে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ কথা শুনিয়া কহিল, উনি এলিয়কে ডাকিতেছেন। তখন তাহাদের মধ্যে একজন শীঘ্র দৌড়িয়া একখান স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে অম্ল রস ভরিয়া নলে লাগাইয়া পানার্থে তাঁহাকে দিল।

অন্যেরা কহিল, থাক্, এলিয় উহাকে রক্ষা করিতে আইসেন কি না, তাহা দেখি। পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। (মথি ২৭ অধ্যায়, ৩৫ হইতে ৫০) ইহার পূর্ব্বে প্রভু যীশু বলিয়াছিলেন যে, "আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন" (যোহন ১৪ অধ্যায়, ১০)। পাঠক! দেখুন দেখি, যিনি ঈশ্বরে ও আপনাতে অভেদ বলিয়া সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই ব্যক্তি আবার ক্রুশ-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বলিলেন যে, "পিতা! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" বাইবেলের কি ভ্রম! আপন প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া, শেষে কিনা প্রভু যীশুর ধর্ম্ম-জীবনের অপদার্থতার প্রভা বিভাসিত করিয়া দিলেন। অতএব বাইবেলোক্ত প্রভুর জীবনের এই পরিণাম দেখিয়া, তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিলে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে? কারণ যাঁহার আপনাকে মুক্ত করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি অন্য জীবকে কিরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন?

পাঠক! আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা কখন কখন বলিয়া থাকেন, "তপো জপো কর কি বাপ, মর্ত্তে জান্‌লে হয়।" বাস্তবিক যিনি যথার্থ সাধু ও যাঁহার সাধনাদি কার্য্য যথার্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তিনি দেহত্যাগ সময়ে আপন ইষ্টদেবকে দর্শন করিতে করিতে আনন্দে আনন্দে পূর্ণানন্দধামে গমন করিয়া থাকেন। তিনি বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র যীশুর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে কখনই প্রাণত্যাগ করেন না।

ঋষিপুত্র শুনঃশেফের যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্তি ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্র ও জগতের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু ক্রুশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেন না এবং পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি, এইরূপ সর্ব্বসমক্ষে পরিচয় দিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্র অন্বেষণ করিলে এমন কত শত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সামান্য ব্যক্তিও স্বীয় প্রভুর নামে ঐকান্তিক ভক্তিবলে কত শত কঠোরতর বিপদে পতিত হইয়া অবলীলাক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। পাঠকবর্গের বিদিতার্থ উদাহরণ স্বরূপ শুনঃশেফ নামক ঋষি-তনয়ের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের আদিকাণ্ডে বর্ণিত আছে যে, অযোধ্যার অধিপতি অম্বরীষ নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই জন্য তিনি মহামুনি ঋচীক পুত্র শুনঃশেফকে নরবলির জন্য আনয়ন করেন; পথে তিনি গ্রীষ্ম প্রযুক্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হন। শুনঃশেফও সেই স্থানে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুল বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া শুনঃশেফ দীনভাবে বিশ্বামিত্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করুন। এক্ষণে যাহাতে এই রাজার যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় ও আমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া তপঃ সমাধান পূর্ব্বক পবিত্র স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি, আপনি এমত করুন।

হে ধর্ম্মাত্মন! আপনি পিতার ন্যায় প্রশান্ত অন্তঃকরণে এই পাপ-পঙ্ক হইতে আমাকে রক্ষা করুন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া বলিলেন, দেখ বৎস! আমি তোমাকে দুইটী মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; যজ্ঞস্থলে তুমি যখন রক্তচন্দন ও রক্তমাল্যে বিভূষিত হইয়া, পবিত্র পাশ দ্বারা যূপ-কাষ্ঠে বদ্ধ হইবে, তখন মদ্দত্ত এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সংযত চিত্তে স্তব করিবে; তাহা হইলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

শুনঃশেফ মহর্ষির নিকট এইরূপে দীক্ষিত ও উপদিষ্ট হইয়া অবহিত চিত্তে মন্ত্রদ্বয় অধ্যয়ন করিলেন এবং দ্রুতপদে রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, শীঘ্র গমন করিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা করা যাউক। রাজা শুনঃশেফের বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ত্বরিত বেগে যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন এবং শুনঃশেফকে বিধি অনুসারে রক্ত বস্ত্র, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে বিভূষিত করিয়া পবিত্র কুশময় রজ্জু দ্বারা যূপে বদ্ধ করিলেন।

শুনঃশেফ যূপে বদ্ধ হইয়া নির্ভয় চিত্তে বিশ্বামিত্র দত্ত মন্ত্র দ্বারা বিধানানুসারে দেবরাজ ও ভগবান নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবরাজ তাঁহার সেই সুললিত স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া দীর্ঘায়ু বর প্রদান করিলেন। এদিকে মহারাজ অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসাদে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্ম, যশঃ ও শ্রী প্রাপ্ত হইলেন।

পাঠক! দেখুন দেখি, আমাদের সত্য সনাতন ধর্ম্মের কি অপার মহিমা! ঋষিপুত্র শুনঃশেফ কেবল গুরুপদে অটল বিশ্বাস

ও ভক্তিবলে যূপকাষ্ঠ হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিলেন। আর প্রভু যীশু স্বয়ং জীবের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা হইয়াও ক্রুশ কাষ্ঠ হইতে মুক্তি পাইলেন না। এই ত বাইবেলের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের পরিচয়। এই ধর্ম্ম লইয়া আবার পাদ্রি মহাশয়দের এত বড়াই!

জল ভজা।

"কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, উভয়ে বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদাচার ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।"

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড যাজনা এবং আলোচনা করিবার প্রথমে, সদ্গুরুর নিকট উপদিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমরা নিশ্চয় জানি এবং শাস্ত্র মধ্যে উল্লিখিত আছে, যে সদ্গুরুর কৃপাভিন্ন কাহারও এমন ক্ষমতা নাই,যে তিনি স্বয়ং প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড যাজনা ও জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিয়া সিদ্ধ লাভ করিতে পারেন, এবং আমাদিগের আর্য্য-মহর্ষিরা যে কি উদ্দেশে ধর্ম্ম মধ্যে কর্ম্ম-কাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের দুইটী পন্থা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা গুরুর উপদেশ ভিন্ন স্বয়ং মন বুদ্ধি পর্য্যালোচনাদ্বারা ইহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার এবং গূঢ় মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে আমাদিগের একটী মহাতীর্থ পতিত পাবনী গঙ্গা আছেন। ইনি হরিদ্বার হইতে স্রোত-বাহিনী হইয়া সাগর সঙ্গমে মিলিত হইয়াছেন। ভক্তেরা ইঁহাকে

হরিপদোদ্ভবা গঙ্গা এবং হরিচরণামৃত বলিয়া থাকেন এবং ভক্তি সহকারে পূজাদিও করিয়া থাকেন। যাহারা কর্ম্মকাণ্ড যাজনা দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের মধ্যে যদ্যপি একজনও গঙ্গাকে প্রকৃত বিশ্বাসের সহিত একাগ্রচিত্তে সত্য জ্ঞান করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা ও ইহাতে স্নানাদি করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন ও অনন্তকালের নিমিত্ত স্বর্গ লাভ হইতে পারে। কিন্তু সেই প্রকার প্রকৃত অত্যন্ত বিরল। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাক্ত ভক্তেরা প্রতি দিবস নানা পাপ কর্ম্ম করিয়া মৌখিক সাহসে নির্ভর পূর্ব্বক পাপ মুক্ত হইবার জন্য গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, যে আমরা প্রত্যহ যে পাপ করিয়া থাকি, তাহা গঙ্গাস্নানেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদিগের ইহকাল ও পরকালের কোন কালেরেই ভয় নাই। পাঠক! এই প্রকৃতির লোকদিগকে "জল-ভজা" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পরন্তু ইহাই কি যথার্থ গঙ্গা ভক্তি ও বিশ্বাস? এই সকল লোকদিগেব যদ্যপি যথার্থই গঙ্গা ভক্তি ও বিশ্বাস এবং গঙ্গাই একমাত্র হরির চরণামৃত বলিয়া বোধ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা একবার গঙ্গাস্নান করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনঃরায় পুনঃ পুনঃ পাপ কার্য্যে রত হইত না। যদ্যপি কোন মহাপাপী একবার প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাকে স্মরণ, নামোচ্চারণ ও ইহাতে অবগাহন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় হইয়া স্বশরীরে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। কিন্তু যাহারা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের সে ভক্তি কোথায়? যে সকল মহাত্মারা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে কোন কোন

মহাত্মা সমস্ত রাত্র মদ্যপান ও অন্যান্য কুক্রিয়া জনিত সন্তপ্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করিবার জন্য, কেহ বা আপনার শরীরের পুষ্টি-সাধন ও শরীরের কোন প্রকার ব্যাধি নিবারণ করিবার জন্য স্রোতবাহিনী গঙ্গায় অবগাহন করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা-দিগকে "জলভজা" ভিন্ন গঙ্গাভক্ত কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাহারা প্রত্যহ, কিম্বা অদ্য বারুণী, কল্য পূর্ণিমা তৎপর দিবস দশকর্ম্মার্জ্জিত পাপক্ষয়ের স্নান কিম্বা কোন বিশেষ যোগোপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন, তাহাদিগের অন্তরের ক্লেদ, মনের মালিন্য ধৌত হওয়া দূরে থাকুক, কেবল গাত্রের ময়লা ও কর্দ্দমাদি ধৌত করিয়া স্বীয় দেহের কান্তির ছটা প্রকাশ করা ও সাধারণের নিকট ভক্তের পরিচয় দেওয়াই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এই সকল লোকদিগকে "জলভজা" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কেহ বা পিতৃমাতৃ তর্পণ করিতে গিয়া, কেহ বা আহ্নিক পূজা করিতে গিয়া, গঙ্গা মধ্যে অবগাহন পূর্ব্বক পরস্ত্রীদিগের প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন। যদ্যপি এই সকল ব্যক্তি-দিগের গঙ্গার প্রতি ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে ইহাদিগের কখনই গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া অসৎকর্ম্মে আসক্তি জন্মিত না। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "জলভজা" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অপিচ ইহাদের জন্য যে পুনঃ পুনঃ অধঃপাতে যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি।

যাঁহারা জ্ঞানমার্গের পথিক এবং স্বীয় মনোকল্পিত জ্ঞান প্রভাবে সদাসর্ব্বদা কর্ম্মীদিগের ও কর্ম্মকাণ্ডের দোষ দেখাইয়া নিন্দা করিয়া থাকেন পরন্তু যাঁহারা দর্পের সহিত বলিয়া থাকেন, যে গঙ্গা, নদী ভিন্ন আমাদিগের মতে গঙ্গা নহে এবং

ইহাতে স্নান করিলে কোন প্রকারেই মুক্তি ও মোক্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের দেহস্থিত জ্ঞান গঙ্গাই প্রকৃত গঙ্গা এবং হরির চরণামৃত, এই দেহস্থিত গঙ্গার স্মরণ ও ইহাতে স্নান করিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই মুক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না; তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য যে. যে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি ও মোক্ষ হইয়া থাকে, সে কোন জ্ঞান? অবিদ্যার বিদ্যা গ্রন্থাদি পঠিত যে জ্ঞান নিদ্রাবস্থায় চৈতন্যের সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই অনিত্য জ্ঞান দ্বারা কি প্রকারে, নিত্য জ্ঞান গঙ্গার সাক্ষাৎ লাভ ও মুক্তি হইতে পারে? যে জ্ঞান জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থায় একভাবে চৈতন্য স্বরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই প্রকৃত জ্ঞানই নিত্য জ্ঞান, সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন কেবল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া কিম্বা স্বীয় মনঃবুদ্ধির পর্য্যালোচনা করিয়া, কেহ কখনই এই নিত্য জ্ঞান কোনকালেই লাভ করিতে পারেন নাই।

অনিত্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জনিত কিম্বা স্বীয় মনঃবুদ্ধির কল্পিত জ্ঞানে কখনই এই দেহস্থিত নিত্য গঙ্গার দর্শন ও ইহাতে অবগাহন করিয়া মুক্ত হওয়া যায় না। এই দেহস্থিত নিত্য গঙ্গা যিনি যথার্থই হরির চরণামৃত এবং দেহ মধ্যেই নিত্য অলক্ষিতভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার গূঢ় তত্ত্ব সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন কখনই লাভ করিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ সদ্‌-গুরুর প্রসাদে নিত্য জ্ঞান লাভ করা চাই, তবে নিত্য গঙ্গার মাহাত্ম্য ও মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবেন। তবে আমাদিগের শাস্ত্রের কথিত বৈকুণ্ঠধামে ত্রিপুরারি মহাদেবের মধুর সঙ্গীতে যে বিষ্ণু আর্দ্র হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে যে

তাঁহার পদ যুগলের ঘর্ম্ম হইতে মুক্তি ও মোক্ষদায়িনী গঙ্গার আবির্ভাব হয়, পরন্তু সূর্য্যকুল তিলক ভগীরথ কর্ত্তৃক তাঁহাকে হরিদ্বার হইতে মহান্ সাগর সঙ্গমে মিলিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহার গুহ্যাতীত গুহ্যতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম কবিতে পারিবেন। পাঠক! যখন তুমি তোমার সেই সাগর সঙ্গমের মহানে মিলিত নিত্য গঙ্গাকে সদ্‌গুরুর প্রসাদাৎ স্বচৈতন্যরূপে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারিবে, তখনই তোমার গঙ্গাস্নান সিদ্ধ হইবে।

পাঠক! এই দেহস্থিত গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর যুক্ত বেণীতে স্নান হইলে, তবে মুক্ত বেণীর দক্ষিণ প্রয়াগ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে অবগাহন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিবে, তবে গঙ্গার মহিমা জানিতে পারিবে, এবং এই দেহস্থিত বৈকুণ্ঠধামের প্রকৃত অর্থ বোধ ও দর্শনলাভ হইবে; নতুবা অনিত্য মায়িক জ্ঞানে অবিদ্যার বিদ্যায় অহং জ্ঞানে মত্ত হইয়া কর্ম্মীদিগের ও কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পরিচয় দেওয়া আর "জলভজা" উভয়েই সমান। জ্ঞানী! তুমি যত দিবস পর্য্যন্ত না সদ্‌গুরুর আশ্রিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবে, তত দিবস পর্য্যন্ত তুমি নিঃসংশয় হইতে পারিবে না, তত দিবস পর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ডের ও তোমার জ্ঞানকাণ্ডের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না এবং তত দিবস পর্য্যন্ত তুমি উপরি উক্ত "জল ভজা" হইতে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। পরন্তু চরমে তোমাদিগকে (কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়কে) এক পথের পথিক হইতে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অধঃপাতে যাইতে হইবে।

আধুনিক খৃষ্টীয়ানগণ যে প্রকারে ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন,

তাহা যে পরকালের ও নিতান্তই বালক ভুলান ধর্ম্ম তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ ইহারা বালকদিগের নিকট কেবল মনসা, ষষ্ঠি ও গঙ্গাপূজাকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম দেখাইয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা এবং নানাপ্রকার প্রলোভনে তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ জল তাহাদিগের মস্তকোপরি অর্পণ পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন,—যে পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজ করিলাম। পাঠক! ইহাই কি প্রভু যীশুর ধর্ম্ম-প্রণালী? তিনি কি এই প্রকার প্রণালীতে বাপ্তাইজ্ করিয়াছিলেন? তাঁহার বাপ্তাইজ্ স্বতন্ত্র; যোহন তাঁহার বাপ্তাইজের বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন; আমি এক্ষণে জলে বাপ্তাইজ্ করিলাম, কিন্তু আমার পশ্চাৎগামী যিনি (যীশু) আসিতেছেন, তিনি অগ্নি ও পবিত্র আত্মাতে বাপ্তাইজ্ করিবেন। ইহা যদ্যপি মিথ্যা হয়, তাহাহইলে যোহন কি মিথ্যাবাদী? যোহনের বাক্য যদ্যপি সত্য হয়, তাহাহইলে প্রভু যীশু উক্ত প্রকার কার্য্য দ্বারা সকলকে ধর্ম্ম দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রভু যীশুর আইন অনুযায়ী যাঁহারা ধর্ম্মযাজনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই খৃষ্টীয়ান বলা যায়। নতুবা আমরা খৃষ্টীয়ান বলিতে পারি না।

যদ্যপি কোন মহাত্মা আধুনিক খৃষ্টীয়ানদিগকে অগ্নি ও পবিত্র আত্মার বাপ্তাইজের গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে ইহারা বলিয়া থাকেন, যে অগ্নির কথা ছাড়িয়া দিয়া পবিত্র আত্মার কথা গ্রহণ করুন। পাঠক! এ কেমন কথা হইল? বৃক্ষহীন ফলের ন্যায়, আদৌ বৃক্ষ নাই, ফলদান করিতে প্রস্তুত। পরন্তু ইহারা আরও বলিয়া থাকেন, যে উক্ত অগ্নি এই অগ্নি নহে; অন্য কোন বিশেষ অগ্নি আছে। এক্ষণে ইহাদিগের

বাক্যেই স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই জল, যে জল দ্বারা ইহারা বাপ্তাইজ করিয়া থাকেন, তাহাও প্রকৃত সেই জল নহে। তবে কেন, ইহারা এই জলে বাপ্তাইজ করিয়া থাকেন? বাইবেলের মতে স্বীকার করিলাম, যখন এই অগ্নি সেই অগ্নি নহে, তখন এই জল সেই জল কি প্রকারে হইতে পারে? নতুবা দেখুন, যাহার অঙ্গেতে কর্দ্দমাদি ক্লেদ লাগিয়াছে তিনি কেবল এই জলে ক্লেদাদি ধৌত করিতে পারেন, কিন্তু যাহার মনে ময়লা লাগিয়াছে, তাহা কখনও এই জলে পরিস্কার হইতে পারে না। বাইবেলের মতে মানিলাম, বিশেষরূপ কোন জল আছে, যাহা দ্বারা মনের মালিন্য নষ্ট করে এবং মলিন আত্মা পরিস্কৃত হইতে পারে। যে জল দ্বারা মনের মালিন্য নষ্ট হয়, যাহারা সেই জল দ্বারা বাপ্তাইজ করিতে না পারেন, তাহাদিগকে "জল ভজা" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বিশেষতঃ যাহাদিগের এই জল ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আর উপায় নাই।

পাথর ভজা।

আমাদিগের শাস্ত্রমধ্যে কথিত আছে, "গঙ্গাকে জল-জ্ঞান করিলে এবং শালগ্রামকে শিলা-জ্ঞান করিলে অনন্ত নরকে গমন করিতে হয়।" পাঠক! ইহার তাৎপর্য্য কি? ক্রমে এই তাৎপর্য্যের গূঢ় মর্ম্ম প্রকাশিত হইতে চলিল। বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গার গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যাহারা ইহাঁকে জল-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন এবং অখণ্ড মণ্ডলাকার হস্ত পদ বিহীন শালগ্রামের গূঢ়তত্ত্ব না জানিয়া যাহারা প্রস্তরখণ্ড জ্ঞানে

তাঁহাকে ঘৃণা ও তাঁহার অমর্য্যাদা করেন, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ক্লেশে এবং অসৎ আচরণে তাহাদিগের জন্ম বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে।

আমাদিগের সাধু মহান্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা, ধর্ম্মাধিকারী বিশেষে ধর্ম্মযজন করিবার জন্য নানাপ্রকার পন্থা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল অধিকারী, যাহাদিগের চিত্ত অত্যন্ত অপ্রশস্ত, যাহাদিগের কোনক্রমেই সাধু-মহান্ত, আর্য্য-মহর্ষিদিগের শাস্ত্রোক্ত বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অখণ্ড মণ্ডলাকার শালগ্রামের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ও ধারণা করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই, তাহাদিগের জন্য এবং তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে কোন প্রকারে ভক্তি স্থাপনা করিয়া দিবার নিমিত্ত, সাধু মহান্ত এবং মহর্ষিরা তাঁহাদিগের স্বীয় হৃদয়স্থিত অখণ্ড-মণ্ডলাকার,—যিনি সর্ব্বত্র, হৃদয়ে, বাহে, জলে, স্থলে, অগ্নি ও আকাশে নিত্য স্বপ্রকাশিত রহিয়াছেন, তাঁহারই কেবল এক প্রকার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পূজাদির পন্থা নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"আমি এক দেশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছি, মদ্ব্যতিরিক্ত বস্তু কিছুমাত্র নাই।" পাঠক! এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে অখণ্ড মণ্ডলাকার শালগ্রাম ব্যতীত আর কোন্ মূর্ত্তি স্থাপনা করিতে পারেন? ভগবদউক্ত এই উপদেশসূচক বাক্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি প্রস্তরে, কাষ্ঠে, মৃত্তিকায়, জলে, অগ্নিতে ও আকাশে সর্ব্বত্রই অখণ্ডরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন; সুতরাং কর্ম্মীরা যদ্যপি শালগ্রামকে অন্তরে শিলা জ্ঞান না করিয়া প্রকৃত ভক্তি-

সহকারে তাঁহার পূজা ও সেবাদি করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ভক্তি ক্রমে বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সদ্‌গুরুর কৃপায় শ্রীহরি-চরণারবিন্দে অর্পিত হইতে পারে। কিন্তু যে সকল মহাত্মারা এবং গৃহস্থেরা কর্ম্মকাণ্ড যাজনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকের গৃহে কেবল সংসারের এবং পরিবারবর্গের মঙ্গল বিধানার্থ প্রত্যহ শালগ্রাম পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে; ইঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থই যে শালগ্রামের প্রকৃত ও গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাত্ত্বিকভাবে এবং ক্রমে ভক্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য নিত্য শালগ্রাম পূজা করিয়া থাকেন, এমত নহে। কোন কোন গৃহস্থকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ভক্তি সহকারে এবং সংসারের মঙ্গল বিধানার্থ শালগ্রামের নিত্য সেবা করুন, আর নাই করুন, কেবল লোকনিন্দা-ভয়ে অত্যন্ত দায়গ্রস্ত হইয়া ইঁহার পূজার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ, এই সকল ব্যক্তিদিগের নিজের ও পরিবারবর্গের সেবার প্রতি যে প্রকার পারিপাট্য ও ব্যয়াদির বন্দোবস্ত, তাহার কিয়দংশও শালগ্রাম সেবার প্রতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা শালগ্রামকে প্রস্তরখণ্ড ভিন্ন ইহার গূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানেন না; পরন্তু শালগ্রামের সেবা এবং পূজাদি দ্বারা কোন প্রকার ফল প্রাপ্তির আশাও করেন না; এই নিমিত্ত তাঁহারা একজন কর্ম্মচারীর প্রতি, পুরোহিতের প্রতি শালগ্রামের পূজার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। অপিচ, শালগ্রাম সেবার যৎকিঞ্চিৎ যাহা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা দ্বারা শালগ্রামের নিত্য পূজা হয় কি না এবং হইতেছে কি না, তাহার

প্রতি ভুলক্রমেও লক্ষ্য করেন না; কেবল আপনাদিগের ভোগ-বিলাসের নিমিত্তই অত্যন্ত ব্যস্ত। কোন কোন মহাত্মা পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রভাবে দুই একখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানী হইয়াছি মনে করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত চীৎকার স্বরে বলিয়া থাকেন যে,—শালগ্রাম পাথর, উহার কি আহারের ক্ষমতা আছে? কেবল একজন প্রতারকের জন্য, পুরোহিতের জন্য, বৃথা খরচ বৃদ্ধি করিতে পারি না। মনে মনে সেই বিশ্বব্যাপক হরিকে ভজনা কর, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। শালগ্রাম সেবায় বৃথা অর্থ ব্যয় না করিয়া সেই অর্থ আমার সংসারে ব্যয় করিলে আমার পুত্র, কন্যা ও পরিবারবর্গ সুখে থাকিতে পারিবে। পাঠক! এই প্রকার প্রকৃতির লোক-দিগকে "পাথর ভজা" ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

কোন কোন ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, তিলক মালা ধারণ করিয়া ও হরিনামের মালা হস্তে ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত ধার্ম্মিকের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু পৈতৃক শালগ্রাম পুজার নিত্য-সেবা করিতে অবহেলার সহিত অক্ষম বোধ করিয়া মাসিক কি বাৎসরিক দুই এক টাকা খরচের বন্দোবস্ত করিয়া শালগ্রামকে আজন্মের মত পুরোহিত-সদনে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু পুরোহিতের বাটীতে শালগ্রামের সেবা ও শালগ্রামটীকে পুরোহিত যত্নের সহিত রাখিয়াছেন কি না, তদ্বি-ষয়ে একবার তত্ত্বও করেন না; কিম্বা পুরোহিতকে শালগ্রাম সেবার নিয়মিত খরচও দেন না। পাঠক! এই সকল ভক্ত-দিগকে আপনারা "পাথর ভজা" ভিন্ন আর কি ভজা বলিতে পারেন?

যে সকল মহাত্মারা পাশ্চাত্য ভাষায় পণ্ডিত ও জ্ঞানী হই-য়াছি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং শালগ্রামকে প্রস্তরখণ্ড জ্ঞান করিয়া ঘৃণার সহিত বলিয়া থাকেন যে,—যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যাপ্ত এবং যিনি নিরাকার ব্রহ্ম, আমরা তাঁহারই উপাসনা করিয়া থাকি। পরন্তু আমরাই শালগ্রামের প্রকৃত ও গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি বলিয়া যাঁহারা সাধারণের নিকট আত্ম-গরিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা যদ্যপি শালগ্রামের সমস্ত তত্ত্বই জানিতে পারি-য়াছেন, তবে সাধারণ লোকে যে সামান্য কথায় বলিয়া থাকে, "শালগ্রামের শোয়াবসা উভয়ই সমান" ইহার প্রকৃত গূঢ় তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক অর্থ কি? কর্ম্মীদিগকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিয়া থাকে যে,—শালগ্রাম মূর্ত্তি হস্ত পদ বিহীন, এই নিমিত্ত ইহার শোয়াবসা কিছুই স্থির করা যায় না। কিন্তু আমরা বলি, ইহাও উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ নহে। ইহার প্রকৃত ও গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমতঃ সদ্-গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার কৃপায় সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণাতীত হইলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা ভেদ করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিলে শালগ্রামের শোয়াবসার গূঢ় মর্ম্মার্থ জানিতে পারিবে। আমরা নিশ্চয় জানি এবং আমা-দিগের আত্মতত্ত্ববিদ্ মহর্ষিরা বলিয়া থাকেন যে, সদ্গুরুর কৃপা ভিন্ন কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে, তিনি স্বয়ং মনঃ বুদ্ধির পর্য্যালোচনা দ্বারা গুণাতীত হইয়া নির্গুণ অখণ্ড মণ্ডলাকারের দর্শন লাভ এবং উপরিউক্ত বাক্যের গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কারণ যাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন

অবস্থা ভেদ হইয়া নিত্য ও দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, যিনি সচ্চিদানন্দময় গুরুদেবের চরণারবিন্দে স্বীয় মন, প্রাণ ও দেহ সমস্তই অর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল শালগ্রামের শোয়াবসার ও সেবার গূঢ় মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং তিনিই কেবল শালগ্রাম সেবার উপযুক্ত পাত্র হইয়াছেন। পাঠক! প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর প্রসাদ লাভ করিয়া তোমার কর্ম্মক্ষয় করিতে পারিলে, তুমি তোমার এই প্রপঞ্চীকৃত নশ্বর দেহেই জীবন্মুক্ত হইতে পারিবে এবং সেই তুরীয়াতীত অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর দর্শন লাভ ও সেবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিবে। নতুবা কেবল দুই একখানি গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অর্থকরী মায়া বিদ্যার পণ্ডিত ও ঊনবিংশশতাব্দীর সভ্য হইয়াছি বলিয়া আত্ম অভিমানে কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম-কাণ্ডকে এবং শালগ্রামকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করিলে কোন ফল দর্শিবে না। পরন্তু উপরিউক্ত "পাথর ভক্তা" হইতে কোন ক্রমেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরু লভ্য কর, তাহা না করিয়া আত্ম-অভিমানে জ্ঞানী হইয়া শালগ্রামকে শিলা জ্ঞান এবং তাঁহাতে অন্যায়রূপে দোষারোপ ও নিন্দা করিলে কেবল মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানীর পরিচয় দেওয়া হয় না এবং স্বীয় মনঃ বুদ্ধির দ্বারা শালগ্রামকে অবজ্ঞার সহিত শিলাজ্ঞান করিলে অন্তে উভয়কেই এক ফলের অধিকারী হইয়া "আমড়ার আঁঠি" প্রাপ্ত হইতে হইবে।

কাঠ ভজা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে প্রতিমূর্ত্তি, উৎকলে স্থাপিত রহিয়াছে, তাহা নিম্বকাষ্ঠের নির্ম্মিত। এই নিমিত্ত সেই প্রতিমূর্ত্তিকে ভক্তেরা "দারুময়-দারুব্রহ্ম" বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেই প্রতিমূর্ত্তি কাহার? যদ্যপি জগতের মধ্যে চরাচর সমস্ত বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে সেই প্রতিমূর্ত্তিটী, কোন বস্তুর বা প্রাণীর প্রতিমূর্ত্তির সহিত তুলনা হয় না এবং কোন মূর্ত্তির মধ্যেই গণ্য করা যায় না। ইহার তাৎপর্য্য কি? যিনি জগৎপিতা জগদীশ্বর, তিনি অদ্বিতীয়; তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কোন মূর্ত্তির আদর্শ হইলে তাঁহাকে দ্বিতীয় হইতে হয়; এই নিমিত্ত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কোন মূর্ত্তির আদর্শ হইতে পারে না। পরন্তু যিনি জগতের নাথ, তাঁহাকেই জগন্নাথ বলা যায়। তাঁহার মাহাত্ম্য অব্যক্ত। আমাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" অর্থাৎ জগন্নাথকে একবার রথোপরি দৃষ্ট করিলে আর কাহাকেও পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। পাঠক! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কর্ম্মীদিগের কি এইরূপ দৃঢ়তর বিশ্বাস যথার্থই আছে? যদ্যপি তাহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে উপরোক্ত শাস্ত্রের বাক্য যথার্থই সত্য হইতে পারে। কর্ম্মীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কেবল উৎকলে যাতায়াত কার্য্যেই ব্যস্ত, কিন্তু ফলপ্রাপ্তির প্রতি কাহারও লক্ষ্য কিম্বা যত্ন নাই। তাহাদিগের যদ্যপি ফলপ্রাপ্তির আশা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা উৎকল হইতে স্বদেশে পুনরাগমন পূর্ব্বক অন্য কোন্ ফলের আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় ব্রাহ্মণাদি

ভোজন করাইয়া থাকেন? পাঠক! ইহাই কি জগন্নাথ দর্শনের প্রকৃত ফললাভ হইল? ইহাদিগের জগন্নাথের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস কোথায়? পরন্তু একবার আনন্দ-বাজারে মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হইলে আর কি কাহারও কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে? যদ্যপি কাহারও কোন প্রকার সংশয় থাকে কিম্বা জন্মায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে "কাঠভজা" ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। জগন্নাথ দর্শনে যদ্যপি সংশয় ভঞ্জন না হইল, তাহা হইলে ইহাদিগের কখনই এই প্রতিমূর্ত্তিতে সেই বিশ্বব্যাপক জগন্নাথ বলিয়া বিশ্বাস জন্মে নাই। কারণ, অদ্য জগন্নাথ দর্শন করিলাম, পুনরায় কাশীধামে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা দর্শন করিতে গমন করিলাম; ইহার কারণ এবং অর্থ কি? একবার জগন্নাথ দর্শন করিলে যাহার এই মায়া-সংসারের বন্ধন মোচন হয়, তাহার কি আর কোন স্থানে কোন মূর্ত্তি দর্শন করিবার অভিলাষ জন্মিয়া থাকে? কর্ম্মীরা জগন্নাথ দর্শন করিয়া যে প্রকারে মায়া-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, তাহার পরিচয় তাঁহারা সেই পুরী মধ্যেই দিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিয়া অবধি কেবল রথ টানিবার সময় পর্য্যন্তই অপেক্ষা ও লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কেননা, রথের দড়িতে টান পড়িল কি না পড়িল, অমনি তাঁহাদিগের স্বদেশের প্রতি লক্ষ্য এবং টান পড়িল। কাহার বিষয়াদির দিকে, কাহার স্বামীর দিকে, কাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার দিকে এককালে টান পড়িল। পাঠক! এই সকল প্রকৃতির ভক্তেরা কি যথার্থই জগন্নাথ দর্শন করিয়া মায়া-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলেন? এমত প্রকৃতির লোকদিগকে "কাঠভজা" ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন?

এক্ষণে ঐ প্রতিমূর্ত্তির প্রকৃত মর্ম্মার্থ কি? যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারা ঐ প্রতিমূর্ত্তির সমস্ত গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক জগৎপিতা জগন্নাথের মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়া যথার্থই পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত এবং মায়া-বন্ধন মোচন হইয়া থাকেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা একজন মহাপুরুষ মহাত্মা ছিলেন, তিনি জগৎপিতা জগন্নাথের দর্শনলাভ করিয়া এই প্রকার অদ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার ন্যায় যে ভক্ত এই পুরুষোত্তমের প্রতিমূর্ত্তির গূঢ় মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাঁহারই জগন্নাথ দর্শন সিদ্ধ হইবে এবং তিনি নিঃসংশয়ে পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। জীবের উপকার এবং পুরুষার্থ সাধনের নিমিত্তই মহাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরী নির্ম্মাণ এবং পুরুষোত্তমের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু পুরী নির্ম্মাণ এবং পুরুষোত্তমের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কোন গ্রন্থে একটী পাঠ কিম্বা কোন একটী পুরাবৃত্ত লিখিত থাকে, কিন্তু তাহার প্রকৃত এবং গূঢ় মর্ম্ম সেই গ্রন্থে থাকে না; তাহার মর্ম্মার্থ কেবল পণ্ডিতগণের হৃদয়ে থাকে। তদ্রূপ পুরী নির্ম্মাণ এবং পুরীর মধ্যে প্রবেশ হইবার অগ্রে যে প্রথমতঃ "আঠার নালা" পার হইয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়, তাহার বিবরণ এবং সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে গরুড় স্তম্ভ আছে, সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলে যে জগন্নাথের দর্শন হয়, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য যিনি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জগন্নাথ দর্শন লাভ হইয়াছে; পরন্তু ইহার মর্ম্ম সাধুমহান্ত এবং সদ্‌গুরুর সন্নিধান ব্যতীত আর কোন স্থানেই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। যিনি, মহাত্মা ইন্দ্র-

দ্যুম্ন রাজার কৃত জগন্নাথ মূর্ত্তির, "আঠার নালার" এবং পুরী প্রভৃতির প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তাহার নিশ্চয়ই জগন্নাথ দর্শন লাভ হইল না; তাহার কেবল দারুময় কাষ্ঠের জগন্নাথ মূর্ত্তি দেখা হইল। সুতরাং ইহাদিগকে "কাঠ ভজা" ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না।

কর্ম্মীদিগের প্রতি একপ্রকারে বলা হইল যে, বিনা সদ্‌গুরুর প্রসাদাৎ সেই পুরুষোত্তম, পুরী ও শ্রীমন্দিরস্থিত রত্নবেদীর উপরের জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তির দর্শনলাভ কখনই হইতে পারে না। ইহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানীরা বলিবেন, যে কর্ম্মীদিগের ক্রিয়াকলাপাদি সমস্ত কার্য্যই মিথ্যা; কিন্তু তাহা নহে। কর্ম্মীই হউন, আর জ্ঞানীই হউন, সদ্‌গুরুর প্রসাদ ভিন্ন কেহ কখনই কর্ম্মকাণ্ড যাজনা এবং জ্ঞানমার্গে গমন করিতে পারিবেন না। জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন, জগন্নাথ কি এক স্থানে একটী মূর্ত্তিবিশিষ্ট হইয়া বসিয়াছেন? ইহা কখনই হইতে পারে না, ইহা কর্ম্মীদিগের অত্যন্ত ভ্রম। আমরাই জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকি, তিনি বিশ্বব্যাপক এবং অদ্বিতীয়। আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের অধ্যাত্মবিদ্যায় পণ্ডিত, সুতরাং আমরাই তাঁহার তত্ত্ব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। অধ্যাত্মবিদ্যায় পণ্ডিত না হইতে পারিলে জগন্নাথ দর্শন লাভ হইতে পারে না।" ভাল জ্ঞানী! তোমাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি,—সেই অধ্যাত্মবিদ্যা কি, তাহা কি গ্রন্থাদি পঠিত বিদ্যা; কি মনের কল্পনা? জ্ঞানী! তুমি যদ্যপি তোমার জ্ঞানে জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাক, তাহা হইলে ঐ যে মহৎ ব্যক্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা উৎকলে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি কখনই মিথ্যাজ্ঞান করিতে পার

না ও করিও না। কারণ নিশ্চয়ই ইহার কিছু গূঢ়মর্ম্মার্থ আছে, পূর্ব্বে যে প্রকার গ্রন্থ পাঠের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে. সেই প্রকার নিশ্চয়ই এবং সত্যই এই দেহস্থিত পুরী নিত্য বর্ত্তমান আছে ও তথায় রত্নবেদীর উপরে জগন্নাথ বিরাজ করিতেছেন। ভাই জ্ঞানী, বল দেখি, এই দেহের কোন্ স্থানে "আঠার নালা" বা নদী আছে, যে নদী পার হইতে পারিলে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই জগন্নাথের দর্শন লাভ হইয়া থাকে। তুমি যদ্যপি একান্তপক্ষেই বল যে "আমি জগন্নাথ দর্শন করিয়াছি, উৎকলের জগন্নাথ উহা কিছুই নহে ; উহা কাষ্ঠের নির্ম্মিত।" তাহাহইলে পুরীর সকল তত্ত্বের কথা এক্ষণে রহিল, আপাততঃ সিংহদ্বারের তত্ত্বকথা শ্রীমন্দিরের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না তুমি অগ্রে পুরীর বহির্ভাগের "আঠার নালা" পার হইতে পারিয়াছ কি না তাহা তোমাকে প্রথমতঃ নিশ্চয় ও সত্য করিয়া বলিতে হইবে। নতুবা ঊনবিংশতিশতাব্দীর পণ্ডিত হইয়াছি মনে করিয়া "সবজান্তা" বলিলে চলিবে না। এই দিবারাত্র অষ্টপ্রহরই জীবের আঠারটী নালার বা নদীর ক্রমান্বয়ে স্রোত বহিতেছে। এই আঠারটীর মধ্যে একটী স্রোত লাঘব হইলে অপর একটী স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। এই প্রকারে ক্রমান্বয়ে আঠারটী নালা বা নদীর স্রোতে জীব সকল অনবরত "নাকানী চুবানী" খাইতেছে। বল দেখি, সেই এক একটী নদীর নাম কি এবং দেহের মধ্যে কোন্ স্থানে এবং কি প্রকারে সেই আঠারটীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে? এই আঠারটী নদীতে আঠারটী সেতু বান্ধিয়া যখন ক্রমান্বয়ে এক একটী করিয়া

আঠারটী নদী পার হইয়া যাইতে পারিবে; তখনই তুমি সেই সিংহদ্বারে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবে। নতুবা কেবল বাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় জ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া মনে মনে আত্ম অভিমান প্রকাশ করিলে চলিবে না। পরে সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পারিলে, তবে গরুড় স্তম্ভের নিকটে যাইতে পারিবে এবং সেই গরুড় স্তম্ভে দণ্ডায়মান হইলে পর দেহস্থিত শ্রীমন্দিরের রত্নবেদিতে জগন্নাথ দেবের দর্শন লাভ হইবে; নতুবা কেবল বাক্যবিন্যাস দ্বারা জ্ঞানের অভিমান করিলে "কাঠভজা" হইতে কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না।

অধুনা অনেক মহাত্মাকেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কেবল দুই একটী সাধুদিগের কথা চুরি এবং অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের পরিচয় দিবার নিমিত্ত জেঠামি করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সাধুদিগের সদুপদেশের ও বাক্যের এক-টীরও মর্ম্মার্থ করিতে পারেন না এবং জানেন না। পাঠক! আমরা কেবল এই সকল মহাত্মাদিগের ভয়ে জগন্নাথ পুরীর সমস্ত তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে আমাদিগের সুহৃদ্ পাঠক মহোদয়গণের কৌতুহল নিবারণার্থ কেবল "আঠার নালার" ব্যাখ্যা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব। প্রথমতঃ ছয়টী নালা বা নদী, ছয়টী রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। পাঠক! জীবদিগের এই ছয়টী রিপু ছয়টী স্রোত বাহিনী হইয়া নিরত প্রবাহিত হইতেছে। পরে দশটী নালা বা নদী দশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ূ এবং উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; এই ষোড়শ

নদীর কথা বলা হইল। বাকী জীবের সুখ এবং দুঃখ এই দুই নদী, যাহারা দিবারাত্র অষ্টপ্রহর জীবদিগের দেহ-মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণে জ্ঞানি! বল দেখি, জগন্নাথ দর্শনের কথা দূরে থাকুক, আপাততঃ তুমি এই আঠারটী নালাতে সেতু বাঁধিতে পারিয়াছ কি না? নতুবা আত্ম-বঞ্চকের ন্যায় সাধারণের নিকট মৌখিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়াছি বলিলে কি হইবে? তুমি কি শমনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? কখনই না! প্রথমতঃ সদ্‌গুরুর প্রসাদে পুনর্জাত না হইলে কখনও মনে এই অভিমান করিও না যে, তোমার পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ ও বিনা কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিবে; নতুবা তোমরা নিশ্চয়ই অন্তে "আমড়ার আঁঠি" প্রাপ্ত হইবে।

চামড়া ভজা।

কর্ম্মীরা বলিয়া থাকেন যে, মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যাহার গুরুর নিকট শ্রবণ (দীক্ষিত) না হইল, তাহার দেহ পবিত্র ও শুদ্ধ হইল না। এই কথাটী সত্য বটে; কিন্তু ইহার মধ্যে গূঢ় মর্ম্ম কি আছে? ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, পিতৃ-মাতৃ-সংযোগে যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মায়িক নশ্বর দেহ ধারণপূর্ব্বক অহং জ্ঞানে মত্ততা প্রযুক্ত "আমি কর্ত্তা, ইহা আমার কার্য্য" বলিয়া যে সকল বিষয়ে ভ্রম জন্মিয়াছে, সেই সকল ভ্রম নষ্ট করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত গুরুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া পিতামাতা কি বস্তু এবং আমি কে ও আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি আছে, ইহা যদ্যপি জানিতে না পারিলাম, তাহা হইলে কেবল মেদ, অস্থি সমন্বিত চামড়ার দেহ ভিন্ন বহি-

দৃষ্টিতে আর কিছুই জানিতে পারিলাম না। গুরুর নিকট দীক্ষিত হইবার উদ্দেশ্য কি? যাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিলাম, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে তিনি আমার কলুষিত আত্মাকে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া দিবেন। কিন্তু অধুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা গুরুত্বপদ গ্রহণ করিয়া গুরুর কার্য্য করিয়া থাকেন বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রকৃত এবং নির্দ্দিষ্ট গুরুর কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া কেবল স্বীয় মনোকল্পিত কিম্বা কোন তন্ত্রোক্ত একটী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যকে বলিয়া থাকেন যে, তোমরা সাধুসঙ্গ কর, তাহা হইলে অনায়াসেই ভব-সিন্ধু পার হইতে পারিবে। পাঠক! শিষ্যের যদ্যপি সাধু চিনিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহার পুনরায় গুরুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইবার আবশ্যক কি ছিল? যদ্যপি কোন শিষ্য তাঁহার গুরুকে জিজ্ঞাসা করে যে, গুরুদেব! আমাকে দীক্ষিত হইয়া কি করিতে হইবে? তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই গুরু পদধারী মহাত্মা অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন যে, আমার এই দেহকে তোমার সেই উপাস্য দেবতার স্বরূপ দেহ জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক ভাব্য ভাবনা এবং আমার প্রদত্ত মন্ত্রটী জপ করিবে। কারণ একমাত্র আমিই কেবল তোমার ভবসিন্ধু পারের কর্ত্তা। পাঠক! এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া গুরুর উপাসনা করিলে কি তাহাদিগকে "চামড়া ভজা" বলা যাইতে পারে না? গুরুর কার্য্য কখনই অন্যের প্রতি ধার-বরাৎ দিলে চলে না। কেননা, গুরুর প্রণামে আছে;—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥"

পাঠক। এই প্রণামের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিয়া ধর্ম্ম-কার্য্য করিতে হইলে গুরুকে কেবল কিঞ্চিৎ বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান ও গুরুর নশ্বর দেহ ভাবনা করিলেই যে কেহ ভবসিন্ধু পার হইতে পারিবেন, এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় না। কারণ ইহার মধ্যে অনেকগুলি গূঢ় কার্য্য আছে, তাহা প্রাপ্ত না হইয়া যদ্যপি কেবল অজ্ঞান অন্ধই রহিলাম, তাহা হইলে উক্ত প্রণামের সহিত কি প্রকারে আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য হইল? কোন ব্যক্তি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনোদ্দেশে মায়া-মুক্ত হইবার জন্য উপরিউক্ত গুরুর প্রণামের সহিত ঐক্য করিয়া গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইবার অভিলাষে পিতামাতার নিকট স্বীয় বাঞ্ছিত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা প্রায় বলিয়া থাকেন যে, আমাদিগের পৈত্রিক গুরু-বংশের গুরু-পুত্রের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম যাজনা কর; পরন্তু পৈত্রিক গুরুদিগের আচার ব্যবহার যেমন হউক না কেন, তাঁহাদিগের নিকট দীক্ষিত হইতে হইবে। পাঠক! যে সকল মহাত্মাদিগের এই প্রকার বিশ্বাস, তাহারা নিশ্চয়ই "চামড়া ভজা।" কেননা, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত ও ত্রিতাপ নষ্ট না হইলে, কি প্রকারে তাঁহার নিকট হইতে সেই সচ্চিদানন্দময় পরম গুরুর তত্ত্ব লাভ হইতে পারে?

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, কৌলীক গুরু ত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ববিদ্ গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও কাহারও ভবসিন্ধু পার হইবার উপায় নাই। পরন্তু অনেক মহাত্মার এই প্রকার কুসংস্কার আছে যে, তাঁহাদিগের গুরুবংশে যদ্যপি কেহ জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে কৌলীক গুরুর

বিধবা স্ত্রীর নিকট কিম্বা নাবালক পোষ্যপুত্রের নিকট হইতেও দীক্ষিত হওয়া উচিত; নতুবা গুরু ত্যাগের মহাপরাধের অপ-রাধী হইতে হইবে। পাঠক! যাঁহারা (গুরুর বিধবা স্ত্রী ও পোষ্যপুত্র) আদৌ ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত নহেন ও যাঁহাতে গুরুকার্য্য নাই, তাঁহারা কি প্রকারে অন্যকে ভবসিন্ধু পার করিয়া মুক্তিদান করিবার উপযুক্ত হইতে পারেন? এই জগৎ-মোহিনী মায়াকে গুরুদেবের কৃপাবলে অতিক্রম করিতে পারিলে গুরুতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে। এমন গুরু-কার্য্য কি মায়ার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে? পাঠক! ইহা কেমন হইল, কর্দ্দম দিয়া কি কখন কর্দ্দম ধৌত হয়? পরন্তু লোকাচার প্রযুক্ত অখাদ্য ভোজী, বেশ্যাশক্ত পৈত্রিক গুরু-বংশের নিকট দীক্ষিত হইলে এবং তাহাদিগকে গুরুর বংশ জাত গুরু বলিয়া মায়িক ভক্তিতে ভক্তি করিলে কি ইহাদিগকে "চামড়া ভজা" বলা যাইতে পারে না?

কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা তাহাদিগের পৈত্রিক গুরুকে এবং গুরু-পত্নীকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা জ্ঞান করিয়া উভয়কে একাসনে উপবেশন করাইয়া মনে মনে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে এবং গুরু ও তাঁহার পত্নী অর্থলোভে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নির্লজ্জভাবে অনায়াসেই উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া পূজাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। পাঠক! জীবের এ কি ভ্রম? গুরু সচ্চিদানন্দময় ও তাঁহার জন্ম মৃত্যু রহিত। "আত্মা এব গুরু সাক্ষাৎ," যাঁহার দেহে সচ্চিদানন্দময় গুরু সাক্ষাৎ বর্ত্ত-মান রহিয়াছেন, যাঁহার বাক্য-তেজে জীব সকলের ত্রিতাপ

ধ্বংশ হইয়া যায় এবং ব্রহ্মাত্মা স্বপ্রকাশিত হইয়া থাকেন, তিনিই সাক্ষাৎ গুরু। ব্যক্তিমাত্রের এই প্রকার গুরুর আশ্রিত হইয়া সত্যধর্ম্ম যাজনা করা কর্ত্তব্য। নতুবা সদ্‌গুরুর তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মায়িক ও লৌকিক বংশ ধরিয়া গুরুকরণ করিলে তাহাদিগকে অবশ্যই "চামড়া ভজা" বলা যাইতে পারে।

জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন,—মনুষ্য-দেহ-ধারী ব্যক্তি কখনই মনুষ্যমাত্রের গুরু হইতে পারেন না। কারণ, আমরাও মনুষ্য এবং ইনিও মনুষ্য; সুতরাং ইনি কি প্রকারে আমাদিগের গুরু হইতে পারেন? ঈশ্বর উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলকার দেহ-মধ্যেই নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তিনি আমাদিগের মন দিয়াছেন, জ্ঞান দিয়াছেন; তিনিই একমাত্র গুরু। ভাল, পাঠক! উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তিনি মন, বুদ্ধি সকলই দিয়াছেন, তবে তিনিই কি এক ব্যক্তিকে কুপরামর্শ দিয়া অসৎ পথে এবং অন্যকে সুপরামর্শ দিয়া সৎপথে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকেন? এইরূপ কখনই হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে তাঁহার দয়াল নামে কলঙ্কারোপ করা হয়। তিনি স্বয়ং ত্রিগুণাতীত, তিনি কাহাকেও সু কি কাহাকেও কু পরামর্শ দেন না। জীবগণ আপনাপন কর্ম্মানুযায়ীক শুভাশুভ ভোগ করিয়া থাকে। তবে যদ্যপি কেহ সদ্‌গুরুর আশ্রিত হইয়া আপনার শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করতঃ ত্রিবিধ গুণকে অতিক্রম করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি সেই ত্রিগুণাতীত, মন-বুদ্ধির অগোচর জন্ম মৃত্যুবিহীন গুরুর দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। পাঠক! আর এককথা, সমস্ত জগৎ মধ্যে যে মহান

অগ্নি স্থিতি করিতেছে সেই অগ্নিতে তোমার অন্ধকার গৃহ কখনই আলোকিত হয় না, তবে যদ্যপি সেই অগ্নি সংযোগে দীপের বাতি সংযোযিত করা যায়, তখনই সেই বাতি তোমার গৃহের সমস্ত অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকে। সেই প্রকার এই মনুষ্য-দেহধারী সদ্‌গুরুর নিকট কেবল সেই চৈতন্যগুরু-রূপ মহান অগ্নি নিত্য দীপ স্বরূপ প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। তাঁহার নিকট ভিন্ন তুমি কখনই তোমার স্বীয় মনঃবুদ্ধির পর্য্যালোচনা দ্বারা সেই চরাচরে ব্যাপ্ত পরম গুরুর তত্ত্বানুসন্ধান অন্য কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত হইবে না। পরন্তু সদ্‌গুরু মনুষ্য-দেহধারী এবং তুমিও মনুষ্য-দেহধারী, এই প্রকার অবৈধ জ্ঞান যেন কোনক্রমেই তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়। কারণ যেমন সর্প স্বয়ং গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে জানে না এবং পারে না, তাহারা কেবল মূষিক-গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গর্ত্তস্থিত মূষিককে গ্রাস করিয়া তাহারই গর্ত্ত-মধ্যে বাস করে এবং সেই গর্ত্তকে লোকে যেমন সর্পের গর্ত্ত ভিন্ন আর মূষিকের গর্ত্ত বলে না, সেই প্রকার সেই সচ্চিদানন্দময় সদ্‌গুরু জীবের জীবত্ব ধ্বংশ করিয়া এই নশ্বর মনুষ্য-দেহ-মধ্যেই বাস করিয়া থাকেন। তিনি যখন যে দেহে বাস করেন, তখন সেই প্রপঞ্চীকৃত দেহ আর বদ্ধ জীবরূপে পরিগণিত হইতে পারে না এবং তোমার দেহের ন্যায় সেই দেহকে সামান্য মনুষ্যদেহ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি কখনই মায়িক গুরুদিগের ন্যায় তাঁহার স্বীয় দেহকে ভাব্য ভাবনা করিবার জন্য অন্যকে উপদেশও দেন না। যাহা হউক, জ্ঞানি! প্রথমতঃ এই প্রকার সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া তোমার আপনার তত্ত্ব নিরূপণ করিবার উপায় দেখ;

তাহা হইলেই সকল তত্ত্ব লাভ করিতে পারিবে। মনুষ্য-দেহ-ধারী গুরু ভিন্ন আর কোন স্থানেই গুরু-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। ইহা না জানিয়া সদ্‌গুরুকে তোমার আপনার ন্যায় সামান্য মনুষ্য বলিয়া ঘৃণা করিলে তোমরা কখনই নিম্ন-লিখিত "চামড়া ভজা" হইতে বিভিন্ন হইতে পার না। পরন্তু তুমি মনে মনে এইরূপ কখনই অভিমান করিও না যে, কর্ম্মীরা যাহা করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগের সমস্তই ভুল; কিন্তু তাহা নহে; সদ্‌গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়া কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মীর কর্ম্ম ক্ষয় হইবে না ও জ্ঞানীর ভ্রান্তি জ্ঞানে অহং বুদ্ধি নষ্ট হইবে না। যাঁহারা মনুষ্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক কর্ম্ম ক্ষয় এবং অহং বুদ্ধি ধ্বংশ করিতে না পারিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্তে "আমড়ার আঁঠি" প্রাপ্ত হইবেন।

এইরূপ ত্রিগুণে বদ্ধ জ্ঞানীদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া এবং কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম কাণ্ডের ভাণ দেখিয়া অধুনা কতিপয় ব্যক্তি সদ্‌গুরুর ভাণ ধারণপূর্ব্বক গুরুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কতকগুলি সাধুবাক্য চুরি ও সংগ্রহ করিয়া বদ্ধ জীবদিগের নিকট "আমি সদ্‌গুরু" বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ বা আমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন; কেহ বা কোন মহান্তের কুলোদ্ভব, কেহ বা তাঁহার পুত্র, কেহ বা তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া ধর্ম্মের তেজ ও অন্যকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন এবং সাধনাদি কার্য্য দেখাইতে আরম্ভ করিয়া-থাকেন। পাঠক! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুরুর জন্ম মৃত্যু নাই এবং মায়িক বংশধরদিগের নিকট হইতেও সত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হই-

বার উপায় নাই; এই নিমিত্ত কোন সাধুর বাক্য আছে,—"গুরুর ছেলে, গুরুর ভাই; ইহা থাকিতে ভজন নাই।" তবে যাঁহারা এইরূপ আমি সদ্‌গুরুর পুত্র এবং আমি তাঁহার ভাই বলিয়া গুরুপদ গ্রহণ করেন ও যাঁহারা তাঁহাদিগের "ধাঁদায় পতিত হইয়া সেই সকল প্রবঞ্চকদিগের নিকট উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুত্বে বরণ করেন, তাঁহারা উভয়ে নিশ্চয়ই "চামড়া ভজা"। কেননা সদ্‌গুরু কোন জাতিগত নহেন, কাহারও পুত্র এবং কাহারও পৌত্রও নহেন, তবে যাঁহারা সদ্-গুরুর নিকটে থাকিয়া খদ্যোতের ন্যায় কিঞ্চিৎ অন্ধকার নষ্ট করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বদ্ধজীবদিগের নিকট সদ্‌গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়া বড়লোক হইতে পারেন। কারণ ঘোরতর অন্ধকারে খদ্যোতের দীপ্তিকেও আলো বলা যাইতে পারে। পাঠক! যদ্যপি জোনাকি পোকার আলো দ্বারা কোন দরিদ্র ব্যক্তির স্বীয় গৃহের অন্ধকার নষ্ট করিয়া গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে উক্ত সাধুর ঐ আলো দ্বারা ত্রিতাপ নষ্ট এবং ভব (বন্ধন) মোচন হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু একটী সাধু-শাস্ত্রের বাক্যেতে আছে,—"ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন সাধু বৈদ্য পায়। ইহ রোগ ভব রোগ দুই রোগে এড়ায়॥" অতএব এক্ষণে যে সকল সাধু প্রবঞ্চকদিগের সঙ্গে সঙ্গ করিলে নিরোগ সুস্থদেহ রোগাক্রান্ত হয়, সেই সকল ভ্রান্ত জীবদিগকে সদ্‌গুরু বলিয়া, যাঁহারা জাতিকুল পরিত্যাগপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহারা যে "চামড়া ভজা," ও অন্তে আমড়ার আঁঠি প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

মাটী ভজা।

আমাদিগের এই প্রদেশে কর্ম্মীরা যে সকল দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া পূজাদি করিয়া থাকেন, তৎসমুদয়ই যে মিথ্যা এবং তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ভ্রম, এমত নহে। কারণ যদ্যপি যজমানেরা শাস্ত্রানুসারে পুরোহিতের বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া ভক্তি সহকারে প্রতিমূর্ত্তির উপর বিশ্বাস করিয়া যথাবিহিত পূজাদি করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগের উদ্দেশ্য সাধন করিতে এবং প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরন্তু পুরোহিতও যদ্যপি বিধি অনুযায়ী পূজাদি সমস্ত কার্য্য সত্যের সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলেই যজমানের ফল দর্শিতে পারে; নতুবা কিঞ্চিৎ অর্থাদি প্রাপ্ত হইবার লালসায় প্রতারকের ন্যায় যজমানকে লইয়া কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বরের সহিত পূজাদি করিলে কি প্রকারে যজমানের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে? যে সমস্ত দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই, তাহা কেবল যজমানদিগের ভক্তি স্থাপনের নিমিত্ত। কিন্তু পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রায় এমন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি এই সকল প্রতিমূর্ত্তির পূজাদি শাস্ত্রানুসারে নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিতে পারেন। কেবল দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন পুরোহিত তাঁহার যজমানকে উপবাস করিতে বলিয়া স্বয়ং বিশেষরূপে জলযোগ করিয়া পূজাদি করিতে আগমন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন যজমানদিগকেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদিগের পুরোহিতগণ অনাহার ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত দিবস পূজাদি করিতেছেন,

কিন্তু তিনি স্বচ্ছন্দে পুরোহিতদিগের বাক্য অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ আহারাদিও করিয়া থাকেন। পুরোহিত এবং যজমানদিগের যদ্যপি ঐ সকল দেব-দেবীর প্রতি-মূর্ত্তির প্রতি ভয়, ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ে কখনই কোন প্রকার অবৈধাচরণপূর্ব্বক পূজাদি করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। অতএব কোন স্থানে পুরোহিতের দোষে এবং কোন স্থানে যজমানের অপরাধে তাহাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ ও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং এই প্রকার অবৈধাচারী পুরোহিত এবং যজমান উভয়েই যে "মাটী ভজা" তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদিগের এই প্রদেশে সম্ভ্রমশালী কিম্বা গৃহস্থ লোকে যে দুর্গোৎসবাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবী পরম পুরুষের অনন্ত শক্তির এক প্রধানা শক্তি, সেই শক্তির আবির্ভাবে এবং কৃপা-গুণে আমরা সমস্ত দুর্গম পথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকি; এই নিমিত্তই সাধকগণ ইহাকে দুর্গা বলিয়া থাকেন। কিন্তু সেই প্রকার সাত্বিকভাবে আন্তরিক পূজা করিতে প্রায় কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা সাধারণের নিকট হইতে মান্য প্রাপ্ত হইবার জন্যই পূজাদি করিয়া থাকেন এবং সাত্বিকভাবে পূজাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা যে মহা সম্ভ্রমশালী, ইহাই পরিচয় দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। দ্বারে এক জন দরিদ্র গমন করিলে এক মুষ্টি অন্ন পায় না, কিন্তু নাট্যাদি আমোদের জন্য এবং ইংরাজদিগকে ভোজ দিবার নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যয়াদি করিয়া থাকেন। পাঠক! ইহার নাম কি দুর্গোৎসব এবং এই

প্রকার দুর্গোৎসবেই কি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়? পরন্তু কর্ম্মীদিগের যদ্যপি প্রকৃত ফল লাভ করিবার উদ্দেশ্য হইত এবং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে রীতিমত পূজাদিও করিতেন এবং উচ্চপদধারী এক জন সামান্য মায়িক বিষয়ের বড়লোক যবন আগমন করিলে তাঁহাকে সমাদরের সহিত ঠাকুর-দালানের উপরে কি প্রকার বহুমূল্য পরিচ্ছদে ঠাকুর সাজান হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতেন না। ইহা আমাদিগের নিতান্ত শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য; কারণ হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম আছে যে, চণ্ডীমণ্ডপের উপর যবন উঠিবার কথা দূরে থাকুক, এমন কি হিন্দুদিগের মধ্যে কেহই অনাচারে এবং অশৌচ অবস্থায় তথায় যাইতে পারেন না। অতএব এই প্রকার নিয়মের বিরুদ্ধে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহারা অবশ্যই "মাটীভজা"। কারণ তাঁহাদিগের কার্য্য দ্বারা বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের উপাস্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি মাটীর পুতুল বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অপিচ যজমানদিগের কামনা পূর্ণ হইলে অবশ্যই তাহাদিগের ভক্তি ও বিশ্বাস ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পারিত। পুরোহিত পূজা করাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার নিজের শক্তি শক্তিহীন; সুতরাং তিনি কি প্রকারে ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে শক্তির আবির্ভাব করাইতে পারেন? কেননা, পূজাদির নিয়মে যে সমুদায় আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধির প্রকরণ আছে, তাহা কেবল পুঁথীতে লিখিত আছে বলিয়াই পুরোহিতগণ কেবল পূজাকালীন একবার বাক্যেতে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কার্য্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরন্তু তাঁহারা মন্ত্রাদি সাধন দ্বারা আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি করিয়া আপনার চৈতন্যরূপিণীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেন কি না, তদ্বিষয়ে ভুলক্রমেও লক্ষ্য না করিয়াই কেবল আপন শিরোদেশে পুষ্প প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। যদ্যপি তাঁহাদিগের ভূতশুদ্ধি করিয়া স্বীয় দেহকে পবিত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের শিরোদেশে পুষ্প দেওয়া শোভা পাইত এবং তাঁহাদিগের দেহে আদ্যাশক্তিও স্বপ্রকাশিতা হইতেন। এই প্রকারে অগ্রে আপনাতে সেই শক্তি বর্ত্তমান করিতে পারিলে যে নিশ্চয়ই যজমানের কামনা সিদ্ধ হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং যজমানদিগের কামনা সিদ্ধ না হইলেই বা তাহাদিগের দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তির প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস কিরূপে থাকে? অতএব এই সকল প্রতারক পুরোহিতেরাই যে প্রধান "মাটী ভজা" তাহাতে আর সন্দেহ কি?

এই প্রকার যজমান ও পুরোহিতদিগের আচার ব্যবহার সন্দর্শনপূর্ব্বক কতকগুলি পড়ুয়া, জ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া মনে মনে অভিমান করিয়া আপনাদিগের স্বীয় মনঃকল্পিত শক্তির সহিত ঐ আদ্যাশক্তির বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ প্রতিমূর্ত্তি, সত্য নহে; উহা মনের কল্পনা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। কারণ আমাদিগের যে মন বুদ্ধি ও জ্ঞান পরমেশ্বর দিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা প্রকৃত শক্তি বলিয়া থাকি। যে শক্তির কৌশল দ্বারা দুর্গম বিপদ সমূহ হইতে পরিত্রাণ পাই, সেই বুদ্ধিকে আমরা দুর্গা বলিয়া থাকি। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—যে বুদ্ধিশক্তি দ্বারা সংসারের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকি, সেই শক্তিকে

ধনশালী ব্যক্তিগণ লক্ষ্মী দেবী বলিয়া থাকেন; আমাদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করিবার যে শক্তি, যাহা দ্বারা ঐ ধন উপার্জ্জন হয়, সেই লেখাপড়া শিক্ষা করিবার শক্তিকে আমরা সরস্বতী বলিয়া থাকি; এইরূপে যে জ্ঞান দ্বারা আমরা ঐহিক ও পারমার্থিক বিচারপূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি, সেই জ্ঞানকে আমরা গণেশ বলিয়া বর্ণনা করি, এবং অস্ত্রধারী হইয়া যোদ্ধাগণ যে শক্তি দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণতার সহিত স্বীয় পরাক্রম দেখাইয়া থাকেন, সেই শক্তিকে কার্ত্তিক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি। এই সমুদয় শক্তি অন্তরের শক্তি, ইহাদিগকে বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা পূজাদি করিবার কোন আবশ্যক নাই। এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার ভাবনা করিলেই দেখিতে পাই যে, ঐ সকল শক্তিই আমাতে আছে। পাঠক! জ্ঞানীরা এই সকল মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া কেবল অত্যন্ত জ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব ইহাই কি দিব্য জ্ঞান এবং ইহাঁরাই কি প্রকৃত জ্ঞানী? এই প্রকার জ্ঞানীদিগকে কখনই জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না। এই নিমিত্ত দুর্গোৎসবের তত্ত্ব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব সময়ে তিন প্রকার কল্প হইয়া থাকে; নবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প এবং ষষ্ঠ্যাদি কল্প, এই কল্প সকলকে বোধন বলিয়া থাকে। পূজাদির নিয়ম অনেক, তাহা সমস্ত বলিতে ইচ্ছা করি না; কারণ গুহ্য কথা প্রকাশ করিলে অনেক সয়তানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যাহারা কেবল এই সকল বাক্য শিক্ষা করিয়া আপনার বাক্যজালে কতকগুলি সরল অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পর-

মার্থের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে, এই সকল ভয়ে সকল তত্ত্বকথা প্রকাশ্যরূপে প্রকাশ করিব না। অদ্য বোধনের বিষয়ের আধ্যাত্মিকতত্ত্ব কিঞ্চিৎ বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। পূজাদি করিবার পূর্ব্বে যে আসন শুদ্ধ করিতে হয়, তাহা কুশাসনকে শুদ্ধ করিলেই যে আসনশুদ্ধি হইল, তাহা নহে। সাধনাদি প্রক্রিয়া দ্বারা আপনার চিত্তকে বিষয়াদি হইতে নিবৃত্ত ও স্থির করাইয়া বসাইতে পারিলেই সেই আসনকে আসনশুদ্ধি বলা যায়। এই প্রকারে পাঞ্চভৌতিক দেহকে শুদ্ধ করিলে তবে ভূতশুদ্ধি হইতে পারে। আপনার আত্মাকে এই প্রকারে সচেতন না করিয়া পূজাদি পাঠ করিলে কি যজমানের কামনা সিদ্ধ হইতে পারে? কখনই নয়। কিন্তু আধুনিক পুরোহিতগণ প্রকৃত চৈতন্যকে স্বপ্রকাশ না করাইয়া কেবল শিখায় একটী ফুল দিয়া পূজা করিতে বসেন। এই সকল অবৈধাচরণেই কেবল পড়ুয়া জ্ঞানীদিগের স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। জ্ঞানিন্! তুমি যে দুর্গোৎসবের বর্ণনা করিলে, তাহার বোধন কোথায় করিয়া থাক? যাহা হউক, যে সকল মহাত্মারা সত্যের সহিত ঐ চণ্ডী স্থাপনা করিতে জানেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। আদ্যাশক্তি দুর্গাদেবীকে কুলকুণ্ডলিনী বলা যায়, তাঁহার সুপ্তাবস্থায় লোকে জীব হইয়া থাকে এবং তাঁহার জাগ্রৎ অবস্থায় শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ শিবত্ব প্রাপ্ত হইলে তবে আপনার মস্তকে পুষ্প দেওয়া শোভা পাইতে পারে, এবং ত্রিগুণে বদ্ধ জীবের নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রৎ অবস্থা করিবার সময়কে বেলতলায় বোধন বলে। পরন্তু কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ-বদ্ধ জীব মুক্ত হইয়া যখন দিব্য জ্ঞানে বোধ প্রাপ্ত

হয়, তখন ঐ ত্রিগুণ যে স্থানে যোগ হয়, সেই স্থানকে আধ্যাত্মিক ত্রিবলা বা বেলতলা বলা যায়; এই নিমিত্ত উহা শাস্ত্র-মধ্যে বেলতলার বোধন বলিয়া উল্লেখ আছে। জ্ঞানিন্! ইহা কি তোমরা এক দিবসের জন্যও করিয়াছ? না কেবল বাগাড়ম্বর দ্বারা কর্ম্মীদিগের কর্ম্মকাণ্ডকে হেয় ও তুচ্ছ করিয়া মনে মনে জ্ঞানী হইতে শিক্ষা করিয়াছ। অতএব তোমরা উপরিউক্ত অর্থলোভী দেবল ব্রাহ্মণ ও যজমানদিগের হইতে কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পার না। প্রতিমূর্ত্তি সকল কেবল দুর্ব্বল অধিকারী ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গূঢ়তত্ত্ব-মধ্যে সত্য মিথ্যা কি আছে, তাহা যদ্যপি পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রথমতঃ সদ্‌গুরু লভ্য কর এবং তাঁহার কৃপা-গুণে তুমি স্বয়ং সত্য হও, তবে ইহার মধ্যে সত্য মিথ্যা কি আছে, তাহা জানিতে পারিবে। তখন যাহা বলিবে, তাহাই শোভা পাইবে এবং অসম্ভব সম্ভব হইবে; নতুবা উপরি-উক্ত কর্ম্মীরাও যে প্রকার "মাটীভজা" তুমিও ততোধিক জানিবে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, অধুনা কতিপয় ব্যক্তি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে এবং পাশ্চাত্য ভাষায় পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অভিমানে বলিয়া থাকেন, এই বঙ্গদেশে একজন বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাপুরুষ চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন; তাঁহার কার্য্য সমুদায় অতি মহৎ, তিনি হরিনামে জীব সকলকে মাতাইয়া প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। দোষের মধ্যে তিনি কেবল জগন্নাথদেবকে পূজা ও ভক্তি করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি একজন ঘোর পৌত্তলিক বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের ধর্ম্মের ও আচারের সহিত সমতুল্য

করিলে তিনি এই পক্ষে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না; কারণ আমাদিগের ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা নাই। পাঠক! ইহা কেমন হইল, যেমন রত্নাকর মহাসমুদ্রের সহিত একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের তুলনা করা হইল। পরন্তু ক্ষুদ্র জীব, যাহার স্বধর্ম্মে সঞ্চার নাই, তিনি মনঃ বুদ্ধিতে জ্ঞানী হইয়া সেই চৈতন্য প্রভুকে পৌত্তলিক বলিয়া স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইতে চাহেন। যিনি জীবদিগের জন্য "হাল্‌সে বেহাল" হইয়া আত্ম-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি কোন্ দরদে কখন কি করিয়াছিলেন এবং তিনি কিরূপ পৌত্তলিক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করি। তিনি দয়ালু ও মহান্ এবং ভবপারের তরণী। মহাবৈদ্য স্বরূপ তিনি জীবের ভক্তি শূন্য রোগ নিবারণার্থে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। জগন্নাথদেবের পূজাও তন্মধ্যে একটী প্রধান উপায়। জ্ঞানিন্! ইহাকে তুমি তাঁহার ভ্রম মনে করিও না। কি প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা ভব-রোগাক্রান্ত রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে হয়, তিনি তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ তত্ত্ববিৎ ছিলেন। এই জগৎ মহাসংসার তাঁহার, অতএব কর্ত্তা হইয়া এই বৃহৎ পরিবারবর্গের ভার গ্রহণ করা কেবল দুটো বক্তৃতা করিলে হইবে না। জ্ঞানিন্! চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই কি কেবল থাকিবে? কারণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ নিত্যানন্দ প্রভু কোন সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলরামের মালা স্বীয় গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক পাণ্ডাদিগকে বলিয়াছিলেন তোমরা কি দেখিতেছ? এই দেখ আমি বলরাম! ইহা বলিয়া তৎকালে তাঁহার কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। অতএব তোমরা ইহাতে কি প্রকারে নিত্যানন্দ ও চৈতন্য মহাপ্রভুকে পৌত্তলিক জ্ঞান করিতে পার?

তাই বলি,—

"ছেড়ে দিয়ে কুটীনাটী। ধরে চল সত্য খাঁটী॥
জল. পাথর, কাঠ, চামড়া, মাটী,
আকাশ ভজে পাবি আমড়া-আঁটী॥"

আকাশ ভজা।

এক্ষণে "আকাশের" মধ্যে কি গূঢ় তত্ত্ব আছে, তদ্বিষয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার সমন্বয়ে ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সহিত প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উনবিংশতি শতাব্দীর পড়ুয়া সভ্য সামাজিকেরা মনে মনে জ্ঞানাভিমানী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, আমরা, যাহা চক্ষে দেখিতে পাই, এরূপ কোন প্রতিমূর্ত্তির উপাসনা এবং পূজাদিও করি না; একমাত্র সেই নিরাকার ব্রহ্মের ভজনা করিয়া থাকি। অপিচ তাঁহারা যে নিরাকার ব্রহ্মের ভজনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন, দেখ! এই যে পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগৎ এবং মনুষ্যাদির দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমতঃ দেখিতে হয় যে, যখন সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন জগতে কি থাকে? এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে,—

"আকাশাজ্জায়তে বায়ুঃ বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ঃ তোয়াদুৎপদ্যতে ক্ষিতিঃ।"

অর্থাৎ আকাশ হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপত্তি হইতেছে এবং প্রলয়কালে যখন সমস্তই আকাশে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন আকাশই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পরন্তু ব্রহ্মেও সমস্তই লীন হয় এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে; সুতরাং ব্রহ্মও নিরাকার এবং আকাশও নিরাকার; অতএব উভয়েই যখন নিরাকার হইল, তখন আকাশ ভিন্ন নিরাকার ব্রহ্ম বস্তু আর কি আছে? পাঠক! এই প্রকার মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত করিয়া যাঁহারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন এবং অপরকেও যাঁহারা এই প্রকার নিরাকার ব্রহ্মের ভজনা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিশ্চয়ই "আকাশ ভজা" তাহাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ নাই।

আচ্ছা, ভাই জ্ঞানিন্! তোমার যদ্যপি উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে ঐরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান কি প্রকারে সত্য হইতে পারে? কেননা, তোমরাই বলিয়া থাক যে, "একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি" এক ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর দ্বিতীয় বস্তু কিছুই নাই, তখন জগতের সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে পারে। অতএব তুমি কি করিয়া স্থূল বিষয়, যাহা চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ত্যাগ করিয়া চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকেই নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ঐ শূন্য আকা-শই স্থাপনা করিতে ইচ্ছা কর? কিন্তু তাহা নহে। এই চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা এই চক্ষে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, এই উভয়েই ব্রহ্ম নহে। কেননা, এই চক্ষু কর্ম্মেন্দ্রিয়; এই কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা স্থির করিয়া কোন বিষয় ত্যাগ করিয়া, অন্য কোন বিষয় গ্রহণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। কারণ, উপনিষতে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।"

তিনি চক্ষুর বিষয়ীভূত অর্থাৎ গ্রহণের যোগ্য নহেন, বাক্যের‌ও বিষয়ীভূত নহেন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি যাজ্য-ক্রিয়া দ্বারাও তাঁহার তত্ত্বলাভ করিতে পারা যায় না।

ইহার উপায় উপনিষতেই পুনরায় কহিতেছেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরু মেবাভিগচ্ছেৎ।
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায়
শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে সদ্‌গুরুর সন্নিধানে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভার্থী ব্যক্তি (শিষ্য) গমন করিবেন। পরে গুরু তাঁহাকে সম্যক্ শান্ত সমন্বিত চিত্ত দেখিয়া তবে যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট করিবেন।

অতএব প্রথমতঃ সদ্‌গুরু লভ্য কর, তাহা হইলে ত্রিগুণাতীত জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; তখন ঐ দিব্য চক্ষে নিরাকার কাহাকে বলে এবং সাকার কাহাকে বলে, তাহা দৃষ্ট হইবে; তখনই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান সাব্যস্ত হইবে; তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগৎ উভয়ই এক দর্শন হইবে এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিলে শোভা পাইবে। কেননা, বাস্তবিক এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই। জগতের মধ্যে কোন বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পার না। তবে যদ্যপি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিয়া এই সমস্ত স্থাবরাদি পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার শূন্য ভজনা কর, তাহা হইলে এই প্রকার ভজনাকেই "আকাশ ভজা" বলা যায়।

পাঠক! দেখুন, এই শূন্য আকাশই যদ্যপি নিরাকার ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে শ্রুতিতে কখনই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইত না, যথা ;—

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর-আকাশাদজ-আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥"

ব্রহ্মকে একই জানিবেক ; ইনি উপমারহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্ম বিহীন মহান্ আত্মা আকাশের অতীত এবং সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও অবিনাশী।

পাঠক! ইহার তত্ত্ব জানিতে হইলে, কেবল মায়াবিদ্যার পণ্ডিত হইয়া কয়েকখানি বেদ শ্রুতি প্রভৃতি পাঠ করিলে কখনই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কারণ, বেদে উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি আমার অতীত"। যদ্যপি ব্রহ্মজ্ঞান বেদের অতীত হইল, তাহা হইলে বেদাদিতে যে ওঁকার লিখিত আছে, সেই ওঁকার কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেই ওঁকার-তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। যে ওঁকার স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবন ভেদ করিয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে একটী লিখিত অক্ষর হইতে পারে? ইহার গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সদ্‌গুরুর আশ্রিত হইয়া তাঁহারই কৃপা-গুণে যখন তোমাতেই ওঁকার উদ্দীপন হইবে, তখনই জানিতে পারিবে যে, তোমার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং তখন তোমার সেই দিব্য চক্ষেদর্শন লাভ সিদ্ধ হইবে। পরন্তু তখন একটী "ও" লিখিয়া তাহাতে "ঁ" চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় কেন? ইহার তত্ত্ব জানিতে পারিবে। ইহার গূঢ় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে কখনই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ সিদ্ধ হয় না। যখন ঐ ওঁকার তোমাতেই

মূলাধার, সহস্রার এবং হৃদয় ভেদ করিয়া আলোকময়ের দীপ্তি স্বপ্রকাশিত হইবে, তখনই তোমার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। তখন তুমি যাহা বলিবে, সকলই শোভা পাইবে; নতুবা ইন্দ্রিয়াদির গোচরস্থ বস্তুর সহিত জ্ঞান বুদ্ধিতে ব্রহ্ম যুক্তি করিয়া কেবলই শূন্য স্থাপিত করিলে, তাহাকে "আকাশ ভজা" ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা;—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বজীবে দেখে সেই ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি॥"

আহা! কি মধুর উচ্চভাব!!

তাঁহার ধর্ম্মভাব এত উচ্চ ছিল যে, বৃক্ষ, পর্ব্বতাদি দেখিলেও তাঁহার সেই দিব্য ভাবের উদয় হইত এবং আপনার বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। তাঁহার সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া যে ভাবের উদয় হইত এবং যাঁহার প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্য চৈতন্য লয় হইয়া যাইত, ইহার গুহ্যাতীত গুহ্য মর্ম্ম জানিতে পারিলেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে; পরন্তু ইহার অতীত আর ব্রহ্মজ্ঞান নাই।

চৈতন্যদেব ইন্দ্রিয়াদি গোচরীভূত সাকার ভজাও নহেন এবং সূক্ষ্ম আকাশ ভজাও নহেন। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাবলে যদ্যপি কাহারও কিঞ্চিৎ দিব্য জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি ভিন্ন ইহার প্রকৃত মর্ম্ম কেহই জানেন না। জ্ঞানিন্! তুমি যদ্যপি ইহার কিঞ্চিৎ ভাব অনুভব করিতে পার, তাহা হইলে চৈতন্যদেব যে পৌত্তলিক ছিলেন, ইহা কখনই মুখাগ্রে আনিতে পার না। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান ইহাকেই

বলে ; নতুবা এইরূপ ভাব ছাড়া হইয়া জ্ঞানের পরিচয় দিলেই "আকাশ ভজা" হইতে হইবে। পরন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর যে অসীম দয়া ছিল, তাহাও তুলনা রহিত। কারণ তাঁহার পাত্রা-পাত্র বিবেচনা ছিল যে, পাত্রে যে বস্তু রাখিলে ব্যাঘাত জন্মে না, তিনি তাহা ভাল জানিতেন। দুর্ব্বল অধিকারী বিবেচনায় কাহাকেও প্রতিমূর্ত্তি দেখাইয়া ভক্তি স্থাপনা করিতেন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বৈদান্তিক ও তার্কিক পণ্ডিতদিগকে অচল জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তিতে ভক্তি করিতে উপদেশ না করিয়া সচ্চিদানন্দময় সচল জগন্নাথ দর্শন করাইয়াছিলেন।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের এই দেশের খৃষ্টীয়ানেরা সদ্‌গুরুর কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকেন, আমরা প্রাপ্ত হই নাই? আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। যীশু আমাদিগের সদ্‌গুরু। আচ্ছা, পাঠক! খৃষ্টীয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এক্ষণে কোথায়? ইহার প্রত্যুত্তরে খৃষ্টীয়ানেরা বলিয়া থাকেন যে, তিনি এক্ষণে পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে স্বর্গে বসিয়া আছেন; এই বলিয়া আকাশের দিকে উর্দ্ধে নেত্র উত্তোলন পূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকেন। কেন তাঁহারা আকা-শের দিকে উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, কারণ বাইবেলে লিখিত আছে, যীশু গোর হইতে উঠিয়া শিষ্যদিগকে দর্শন দিয়া শূন্য-মার্গে চলিয়া গেলেন। পাঠক! স্বর্গ কি আকাশ? যে তিনি আকাশোপরি বেলুনের ন্যায় উড়িয়া গেলেন? এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহারা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, তাহাদিগকেও এক প্রকার "আকাশ ভজা" বলা যায়।

সদ্‌গুরু আমার এই দেহ বর্ত্তমানে দীক্ষিত করিয়া পবিত্র

আত্মা প্রাপ্ত করাইবেন, তাহা হইলে আমার দ্বিতীয় জন্ম হইল, ইহাই জানিতে পারিব; নতুবা কেবল পরকালে পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইব, এইরূপ মনে মনে যীশুকে বিশ্বাস করিলেই যে সদ্‌গুরু লভ্য হইল, ইহা কখনই হইতে পারে না। কারণ নীক-দীমঃকে যীশু বলিয়াছিলেন, এই দেহেতেই পুনর্জ্জাত হইতে হয়; (যোহন, ৩য়, ৩—৭) এইরূপ কার্য্য যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই স্থানেই সদ্‌গুরু বিরাজমান আছেন তদ্ভিন্ন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদিগকে "আকাশ ভজা" ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

গৌরাঙ্গ-দাসের অমিয় নিমাই।

আজকালকার দিনে লোকের কিরূপ চিত্ত-বিকৃতি জন্মিয়াছে, মহান্ধকারে তাহারা কিরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা বড় সহজ বলিয়া বোধ হয় না। লোকে শাস্ত্র জানেন না এবং পড়েন না, বস্তুতঃ মানেন না। অথচ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্বীয় স্বার্থান্ধতা গোপন করিবার চেষ্টা পান। অন্য কোনও লোক অনুসন্ধান না করিয়া বড়লোকের নাম শুনিয়াই অতিশয় গুরুতর বিষয়েও বড়লোকের অনুষ্ঠিত কার্য্যের ও মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। একবারও ভাবেন না, ভ্রমেও তাঁহাদের মনে উদয় হয় না যে, ঐ মত এবং ঐরূপ কার্য্য, তাঁহাদের পোষকতা পাইলে সমাজের, ধর্ম্মের ও লোকের বিশ্বাসের কিরূপ ক্ষতি সম্পাদন করিবে, আবহমানকাল যে নীতি ও ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে, তাহার উপর কিরূপ আঘাত লাগিবে!

দেখুন না কেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই মহীতলে ভক্তি, প্রেম; নীতি ইত্যাদি বহুবিধ ভাব কিরূপ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভক্তের চূড়ামণি পরম প্রেমিক এবং তিনি নিয়তই নীতি মানিয়া চলিয়াছেন; পাছে অনুমাত্র নীতি হইতে স্খলিত হয়েন, এই আশঙ্কায় আত্ম-বাসনায় অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং কতই না ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। ধন্য সেই শ্রীচৈতন্যদেব! ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু! যাঁহার চরিতামৃত পান করিলে অসাধু সাধু হয়, অভক্ত ভক্ত হয়, কঠোর মৃদু হয়, পাষাণ দ্রব হয়, অপ্রেমিকের প্রেমোদয় হয়। শাস্ত্র-লঙ্ঘনকারী মাতৃপিতৃভক্তিহীন, গুরুদ্রোহী, দুর্নীতিপরায়ণ পাপমতি অধার্ম্মিকেরও চৈতন্য চরিতামৃত পঠনে ও শ্রবণে জ্ঞানোদয় ও সঙ্গে সঙ্গে সুমতি লাভ হইয়া সদ্‌গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যখন এই দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মোপাসকদিগের কলুষাচারে সোনার বাঙ্গালা পাপস্রোতে ডুবু ডুবু হয়, দুর্ব্যবহারে ও দুর্নীতিবশে এই দেশ পাপের তাড়নে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে থাকে; সেই সময়ে ভগবান্ জগতের ক্লেশ দেখিয়া শ্রীচৈতন্য বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া প্রেমভক্তি বিলাইয়া নীতিশিক্ষা দিয়া নিপীড়িত বঙ্গদেশকে শান্তিসমুদ্রে ডুবাইয়া দেন। আহা! তাঁহার কি মধুর ভাব, কি মধুর আচরণ, কি মহাপ্রেমিকতা, পাপী তাপী প্রভৃতি যাহার কর্ণকুহরে শ্রীচৈতন্যনাম একবার প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই পাপ তাপ একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। এই জন্য চৈতন্যধর্ম্মাবলম্বীরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হইতে অধিকতর মধুর ও কোমলভাবাপন্ন, দয়াপরবশ সহিষ্ণু ও মাতৃপিতৃপরায়ণ। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এরূপ লোক

অতি দুর্লভ। অবশ্য যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থায় চলেন, তাঁহাদের মধ্যেও মাতৃপিতৃভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে ভক্তিতে যেন কোমলতার ভাব অল্প ও কঠোরতার ভাব অধিক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের এই কোমলতা, স্বভাবসিদ্ধ সেই জন্যই ইহা এত মধুর। কাল মাহাত্ম্যে আমাদিগের হিন্দু-চরিত্রেও মাতৃপিতৃ ভক্তি পূর্ব্বকালাপেক্ষা ইদানীং যেন অনেক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে; এখনকার লোকদিগকে যেন অধিকতর স্বার্থপরায়ণ ও ভক্তিশূন্য দেখা যায়; কাজেই এখনকার দিনে দশজনে যাঁহাদের গণ্যমান্য করে, তাঁহাদের এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য যাহাতে লোকের নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মে আস্থা হয় এবং মহানুভব ব্যক্তিদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনাকালে যদি কিছু স্খলনভাবও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহারও দোষ উল্লেখ করা উচিত এবং অমুক আদর্শ পুরুষ অমুক গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও গর্হিত কর্ম্মের নিন্দাবাদ না করিয়া তাহাই বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে বড় লোকের পক্ষে উক্ত গর্হিত কর্ম্ম নিন্দনীয় না হইয়া বরং প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় এরূপ প্রদর্শন করা বড়ই গর্হিত,সন্দেহ নাই

যদি কেহ বলেন যে, সাধু মহান্তদিগের মাতাপিতার সহিত সম্বন্ধ কি? স্বয়ং ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া অধঃনিমগ্ন মাতাপিতার প্রতি কেনই বা মহাপুরুষেরা ভক্তি দেখাইবেন। আমরা বলি, তাঁহার কথা প্রাজ্ঞসম্মত নয়। মহাপুরুষেরা যে দেহে মহাপুরুষের কার্য্য করেন; অন্ততঃ সেই দেহের জন্য এবং জগতের লোককে মাতৃপিতৃভক্তিপরায়ণ করিবার জন্য পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

এবং হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে দেখুন, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র দেখুন, প্রহ্লাদ ধ্রুব চরিত্রও তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করুন, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানমার্গাবলম্বীদিগের চরিত্রও খুঁজিয়া দেখুন; কোন স্থানেই পিতামাতার প্রতি মহানুভবদিগের তাচ্ছল্য অবজ্ঞাবুদ্ধি দেখিতে পাইবেন না। প্রত্যুত: তাঁহাদিগের মাতৃপিতৃ ভক্তি, আমাদের ন্যায় সামান্য লোকদিগের মাতৃপিতৃ ভক্তি অপেক্ষা যে কত উচ্চ ও অসীম, তাহা বলা যায় না। এমন কি, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যে সকল লোকের মাতৃপিতৃ ভক্তি নাই, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই; আর যাঁহাদের মাতৃপিতৃ ভক্তি অধিক, তাঁহারা ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসযোগ্য; এতদূর শুনিয়া পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন যে, মধুর, নিষ্কলঙ্ক গৌর-চরিত্রে মাতৃপিতৃ প্রতি গৌরচন্দ্রের কোন মহদনুরোধেও কখনও ভ্রমেও, একবারের জন্যও যে কোন অবস্থায় মাতাপিতার প্রতি পরুষাচার ও মাতার মস্তকে পদার্পণ সম্ভবে কি না? কিন্তু পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ (গৌরাঙ্গদাস) কৃত (এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনমত উদ্ধৃত শ্লোকাদি দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট) শ্রীঅমিয় নিমাই চরিতে মহাপ্রভুর "সাত প্রহরিয়া মহাপ্রকাশ" নামে অভিহিত ঈশ্বরাবেশ সময়ে নিজ জননী শচী দেবীর প্রতি কঠোরতা ও মস্তকে পদার্পণ করণ বিবৃত করিয়াছেন।

শিশিরবাবু বড়লোক, এই জন্য উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া বিবৃত করিতে হইবে।

শিশির বাবুর প্রণীত অমিয় নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডে

১৮৮ পৃষ্ঠায় শ্রীনিমাইয়ের মহাপ্রকাশ অর্থাৎ সাত প্রহরিয়া ভাবের দিনে শচীমাতার মস্তকে পদার্পণ করিয়া "তোমার বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় হউক"—এইরূপ বরপ্রদানের বিষয় উল্লেখ আছে।

পাঠকের হয়ত এইরূপ বোধ হইতে পারে যে, ভগবানের আবার মাতাপিতা কি? তিনি অকুণ্ঠিতভাবে যে মাতৃশিরে পদার্পণ করিতে পারিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু ইহার উত্তর এই যে, ভগবান যখন মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া মাতাপিতার শরীর হইতে নিজ শরীর লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইহজগতে অবতাররূপে স্থিতিকালে যে শরীরে নানাবিধ অলৌকিক কার্য্যকলাপ করিতেছেন, তখন অন্ততঃ সেই শরীরের খাতিরে এবং যখন তিনি লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন লোকদিগকে সাধুশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার মাতাপিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতৃভক্তি অলৌকিক। জগতে তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্তের দৃষ্টান্ত সুবিরল।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এরূপ লেখা আছে—

(মহাপ্রভুর সন্ন্যাস প্রস্থানকালের কিছু পূর্ব্বে)

জননীকে দেখি প্রভু ধরি তান কর। বসিয়া কহেন প্রভু প্রবোধ উত্তর॥ বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন। পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥ আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ। আজন্ম আমারে তুমি রাখিলা সম্মুখ॥ দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার। আমি কোটী কল্পেও নারিব শোধিবার॥ তোমার সদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকার। আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥ শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার। স্বতন্ত্র

হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥ সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ। তান ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি আছে কাত॥ দশদিনান্তরে বা কি এখনেই আমি। চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥ ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার। সকল আমাতে লাগে সব তোর ভার॥ বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার। তোমার সকল ভার আমার আমার॥ * * *॥ জননীর পদধূলী লই প্রভু শিরে। প্রদক্ষিণ করি তারে চলিলা সত্বরে॥

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর অদ্বৈত প্রভুর বাটীতে শচীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—

কান্দিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই। তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥ তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে। কোটীজন্মে তোমার ঋণ না পারি শুধিতে॥ জানি বা না জানি যদি করিনু সন্ন্যাস। তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস॥ তুমি যাহা কহ আমি তাহাই রহিব। তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥ এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার। তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বারবার॥

পাঠক মহাশয়! আপনি যদি বলেন যে, শচীর মস্তকে পদার্পণ তাঁহার (শচীদেবীর) বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় করিবার জন্য, তাহা হইলে তাহার উত্তর স্বরূপ আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন ও প্রেম-ভক্তি দান প্রসঙ্গ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, যথা;—

একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। উঠিয়া বসিল বিষ্ণু খট্টার উপর॥ নিজ মূর্ত্তি শিলা সব করি নিজ কোলে। আপনা

প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥ মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ। মুঞি রামরূপে কৈনু সাগর বন্ধন.॥ শুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে। ঘোর নিদ্রা ভাঙ্গিল সে নাড়ার হুঙ্কারে॥ প্রেম ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ। মাগ মাগ আরে নাড়া মাগ শ্রীনিবাস॥ দেখি মহা পরকাশ নিত্যানন্দ রায়। ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায়॥ বামদিগে গঙ্গাধর তাম্বুল যোগায়। চারিদিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥ ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। যাহাতে যাহার প্রীত লয় সেই বর॥ কেহ বলে মোর বাপ বড় দুষ্টমতি। তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি॥ কেহ মাগে গুরুপ্রতি কেহ পুত্র প্রতি। কেহ শিষ্য কেহ পত্নী যার যথা রতি॥ ভক্ত বাক্য সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর। হাসিয়া সবারে দিলা প্রেমভক্তি বর॥ মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন গোসাঞি। আইরে দেয়াও প্রেম এই সবে চাই॥ প্রভু বলে ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস। তাঁকে নাহি দিব প্রেম ভক্তির বিলাস॥ বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ। অতএব তান হৈল প্রেম ভক্তি বাধ॥ মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার। এ কথায় প্রভু দেহ ত্যাগ সে সবার॥ তুমি হেন প্রভু যার গর্ভে অবতার। তার কি নহিব প্রেম যোগে অধিকার॥ সবার জীবন আই জগতের মাতা। মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তিদাতা॥ তুমি যার পুত্র প্রভু সে সর্ব্ব জননী। পুত্র স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥ যদিবা বৈষ্ণব স্থানে থাকে অপরাধ। তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥ প্রভু বলে উপদেশ করিতে সে পারি। বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥ যে বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয় যার। পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥ দুর্ব্বাসার অপ-

রাধ অম্বরীষ স্থানে। তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল কেমনে॥ নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ। নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥ অদ্বৈত চরণ ধূলী লইলে মাথায়। হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥ তখন চলিলা সবে অদ্বৈতের স্থানে। অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥ শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু স্মরণ। তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥ যার গর্ব্ভে মোহার প্রভুর অবতার। সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাঁহার যে আইর চরণ ধূলীর আমি পাত্র। সে আইর প্রভাব না জানি তিল মাত্র॥ বিষ্ণু ভক্তি স্বরূপিণী আই পতিব্রতা। তোমরা বা মুখে কেন আন হেন কথা॥ প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই। আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥ যেই গঙ্গা সেই আই কিছু ভেদ নাই॥ দেবকী যশোদা যেই সেই বস্তু আই॥ কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্য গোঁসাই। পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া বাহ্য কিছু নাই॥ বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে। আচার্য্য চরণ ধূলী লইলেন শিরে॥ পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি। বিশ্বম্ভর গর্ব্ভে ধরিলেন যার শক্তি॥ আচার্য্য চরণ ধূলী লইলা যখনে। বিহ্বলে পড়িলা আই বাহ্য নাহি মানে॥ জয় জয় হরি বলে বৈষ্ণব সকল। অন্যান্যে করয়ে শ্রীচৈতন্য কোলাহল॥ অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুভাবে॥ দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল। হরি হরি ধ্বনি করে বৈষ্ণব মণ্ডল॥ হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে। প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে॥ এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল তোমার। অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর। শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন। জয় জয় হরি ধ্বনি হইল তখন॥

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান। করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥ শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে। তথাপিও নাশ পায় কহে শাস্ত্র বৃন্দে॥ ইহা না জানিয়া যে সুজন নিন্দা করে। জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব দোষে মরে॥

তথাহি চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে,—বৈষ্ণবাপরাধ সর্ব্ব মঙ্গলের অরি।
সেই অপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥

আরও উক্ত পুস্তকে বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন বিষয় দেখুন।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শিশির বাবু চৈতন্যদেবের মাতৃ শিরে পদার্পণ দ্বারা যে বৈষ্ণবাপরাধ-মোচন লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ভুল করিয়াছেন।

শিশির বাবু স্বপক্ষে চৈতন্যচরিত কাব্য হইতে এক শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্লোকে বৈষ্ণবাপরাধ মোচনের বিষয় কিছু লেখা নাই। অপিচ তাহাতে যে জননীর মস্তকে পদার্পণের বিষয় লেখা আছে, তাহাও নিতান্ত অপ্রামাণিক। কেননা, যে সময় মহাপ্রকাশ হয়, সে সময় চৈতন্যচরিত রচয়িতা সেখানে ছিলেন না। অধিক কি, তাঁহার জন্মই হয়, নাই। যখন লীলাচলে মহাপ্রভু অবস্থিতি করেন, তখন চৈতন্যচরিত রচয়িতা কবিকর্ণপুর হামাগুড়ি দিয়া মহাপ্রভুর নিকটে যাইতেন। আর যখন তিনি ঐ কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি অতিশয় শিশু ছিলেন, যথা চৈতন্য চন্দ্রোদয়ে,—

সপ্ত বৎসরের যবে, কাব্য বর্ণিলেন তবে,
তাঁর নাম চৈতন্য চরিত।
পূর্ব্বে অলঙ্কার যত, অসৎ কথা সুগঠিত,
দেখি শুনি ঘৃণা উপজিল॥

তাঁহার হয়ত সে সময়ে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ভগবানের মাতাপিতাই বা কি? অন্যান্য ভক্তগণও যেমন, ভগবানের মাতাপিতাও তেমনি। তাঁহারা যেমন প্রভুকে বন্দনাদি করেন, ভগবানের মাতাপিতাও তেমনই পারেন। কিন্তু ভগবান্ অবতার স্বীকার করিয়া কখনও যে ভক্তের মস্তকে ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া পদার্পণ করিয়াছেন, একথা কখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেবও যে কখনও কাহারও মস্তকে পদার্পণ করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই না; তবে ভক্তগণ স্বেচ্ছায় প্রভুর চরণ গ্রহণ করিয়াছেন কিম্বা মহাপ্রভুর যখন বাহ্য থাকিত না, তখন ভক্তগণ তাঁহার চরণ পাইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। অধিকন্তু ঐ গ্রন্থখানি কাব্য। সে যাহা হউক, কবি কর্ণপুর উক্ত কাব্য ব্যতীত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থে মহাপ্রকাশ কালে শচীদেবী চৈতন্যের চরণ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, এরূপ লেখা আছে। এরূপ হইতে পারে, শচীদেবীর নিজ পুত্র নিমাইয়ের উপর এরূপ ভক্তি সম্ভব, ইহা ভক্তমণ্ডলী গ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নিমাই যে শচীর মস্তকে পদ দিয়া "তোমার বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় হউক" এরূপ কোন বিষয় উক্ত নাটকে সন্নিবেশিত নাই। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় চৈতন্যচরিত কাব্যের পরে রচিত হয়, ইহা কর্ণপুরের নিজ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত আছে। অধিক বয়সে বুদ্ধির পরিপক্কতা জন্মিলে পর তিনি বুঝিতে পারিয়া চৈতন্যচরিতের বিষদৃশ কথা তুলিয়া দিয়া চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণনা করেন। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের শেষ ভাগে লেখা আছে, আমি এই গ্রন্থে কল্পনা করিয়া লিখি

নাই। যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিয়াছি। যথা; চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে,—

গৌর লীলা যে দেখিনু, তার কিছু বিচারিনু,
সত্য এই না কহি কল্পন ॥

আমাদের বিবেচনামতে এই গ্রন্থখানি চৈতন্য চরিতের অপেক্ষা প্রামাণ্য। কেননা চৈতন্য-চরিতে অনেক কাল্পনিক বিষয় লেখা আছে, তাহা না থাকিলে চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে 'উক্ত-রূপ' আমি সত্য কহিতেছি, কল্পনা লিখিতেছি না এরূপ উক্তি কেন থাকিবে? আর যদি আপনারা দুই খানিকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে দেখুন, দুই খানিতে দুই প্রকার কথা রহিয়াছে। এক খানিতে মাতার মস্তকে পা তুলিয়া দেওয়া, আর এক খানিতে মাতার পুত্রের ঈশ্বরাবেশ সময়ে পদ ধরিতে যাওয়া। এরূপ দুটী কথা পরস্পর অসঙ্গত কি না? চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে এরূপ লেখা নাই যে, শচী পা ধরিতে গিয়াছিলেন; পুত্র মাতার মস্তকে পা তুলিয়া দিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন, চৈতন্যদেবের বাহ্যভাব ঈশ্বরাবেশ সময়ে নষ্ট হইয়াছিল, এ মতে জননীর মস্তকে পদার্পণ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাহার উত্তর এই, অন্যান্য দিন ঈশ্বরাবেশ সময়ে মহাপ্রভু বাহ্য হারাইতেন, কিন্তু মহাপ্রকাশ সময়ে তাহা হয় নাই। যথা, চৈতন্য ভাগবতে,—

আর সব দিন প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খট্টা যেন না জানিয়া॥
সাত প্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্বমায়া।
বসিল প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হইয়া॥

শিশির বাবুও তাঁহার নিমাই-চরিতে ইহা তুলিয়াছেন এবং ইহার ভাবার্থের সহিত আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকার উক্তির কোন অসামঞ্জস্য নাই।

এক্ষণে শিশির বাবুর উপর এই দাঁড়াইতেছে যে, তিনি চৈতন্য-চরিত কাব্যকে কেন আদর্শ স্বরূপ করিয়া অমিয় নিমাই-চরিতে মাতার মস্তকে পুত্রের পা তুলিয়া ও তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষয় হওয়ার বিষয় এরূপ মাতৃ-ভক্তিশূন্যতা নীচাশয়তার ভাব প্রকট করিয়া নিষ্কলঙ্ক গৌরচাঁদের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

চৈতন্য-চরিত্র বিষয়ে প্রভুর অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) পাত্র ভোজন-কারিণী নারায়ণীর পুত্র চৈতন্য-চরিত্রের বেদব্যাস স্বরূপ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থই অধিক প্রামাণ্য এবং তাহার উপ-রই লোকে সম্পূর্ণ আস্থা করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজও সর্ব্বাপেক্ষা চৈতন্য ভাগবতের প্রামাণ্যবিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তক কাব্যও নহে, নাটকও নহে। মুরারি গুপ্ত প্রভুর আদি লীলায়, স্বরূপ-দামোদর প্রভুর মধ্য ও শেষ লীলার সূত্র করেন। বৃন্দাবন-দাস উঁহাদের দেখিয়াও অন্যান্য ভক্ত বাসুঘোষাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। চৈতন্য-চরিত্র-বিষয়ে দ্বিতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃত।

লোচন দাস প্রণীত চৈতন্য মঙ্গলও গ্রাহ্য করিতে পারা যাইতে পারে। তিন পুস্তকে উক্ত অসদৃশ কথা কিছুই নাই। অপিচ সেই মহাপ্রকাশ সময়ে "মহাপ্রকাশ" নামে প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তার বাসু, মাধব ও গোবিন্দ যে পদ রচনা করেন, সেই পদ হইতে শিশির বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে।
পঞ্চদীপ তিঁহ আরত্রি করিল।
নির্ম্মঞ্ছন করি শিরে ধান দূর্ব্বা দিল॥

এইরূপ পদ দেখিয়া শিশির বাবুর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল যে, শচী সেই একই মহাপ্রকাশ সময়ে কখনও বা পদ ধরিতে যাইতেছেন, কখনও বা আশীর্ব্বাদ দিয়া শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিতেছেন, ইহা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে?

আরও চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে লেখা আছে, শচীদেবী এই মহাপ্রকাশ সময়ে সর্ব্বক্ষণই মাতৃভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন।

আর একটী কথা, এই প্রসঙ্গে শিশির বাবু যে শ্লোকটী তুলিয়া দেবকীর স্তব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে শ্লোকটী যথা,—

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগবিধিনার্থং কথং পশ্যে মহিস্ত্রীয়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৮ অঃ, ১৯ শ্লোক।) কিন্তু এই শ্লোকটী কুন্তীর উক্তি।

যিনি পুস্তক-মধ্যে দৈবকীর শ্লোক উদ্ধৃত করিতে গিয়া কুন্তীর শ্লোক লিখিয়া বসেন, তাঁহার হস্তে যে চৈতন্যদেবের নির্ম্মল চরিত্র দোষযুক্ত হইয়া সাধারণে প্রকাশিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি? এ সকল দোষ কেবল অবজ্ঞা, অবহেলা ও যুক্তিহীন দৃষ্টির ফল। যে চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া, "আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে শিখান" সেই মহাপ্রভু জননীর উপর এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা মনে করিলেও পাপ স্পর্শে; এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং সমাজের ও ধর্ম্মের ঘোর অনিষ্ট-

কর দেখিয়া দেশের উপকারার্থ সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম।

কৃতঘ্নতা।

সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগেই আত্মতত্ত্ব সাধন-নিরত মানবদেহধারী প্রত্যেককেই গুরুকরণ করিয়া গুরুদেবের উপদেশানুযায়ী চলিতে হইয়াছে। এই চারি যুগে এমন কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি গুরুকরণ বিনা আত্মতত্ত্বাদি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এমন কি পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র ও গৌর-চন্দ্র জীব-নিস্তার হেতু মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকেও গুরুকরণ করিতে হইয়াছিল; তাহার প্রমাণ,—রামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠ, কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু গর্গ মুনি গৌরচন্দ্রের গুরু ঈশ্বরপুরী। খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও গুরুকরণ প্রথা অক্ষুন্নভাবে প্রচলিত; তাহার প্রমাণ,—যীশুখ্রীষ্টের গুরু যোহন। মুসল-মানেরাও বলিয়া থাকেন, পীর মুর্শিদের নিকট ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে হয়। উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, দেহধারী মনুষ্য, যিনি যত বড়ই হউন না কেন, গুরুকরণ ও গুরুদেব-প্রদর্শিত প্রক্রিয়া সাধন ব্যতীত আত্মতত্ত্ব ধর্ম্মলাভ ও শক্তি সঞ্চার একেবারে অসম্ভব; ইহা কোনও যুগে সম্ভবে না।

সাধারণের বোধ হয় অবিদিত নাই যে, অমৃতবাজার পত্রি-কার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ দাস মহাশয় আপনাকে শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ও চৈতন্য-চিহ্নিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, যে শিশির বাবু পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্য মহা-প্রভুর ভক্ত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়া থাকেন, যাঁহার নামে

শিশির বাবু ভাবাবেশে বিহ্বল হন, সেই চৈতন্য মহাপ্রভুও শূদ্রাধম ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়া শক্তি-সঞ্চার লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু গ্রন্থপাঠে বা পত্রাদিতে তিনিও শক্তিসঞ্চার লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু সুখের বিষয় যে, সেই চৈতন্যদেব-প্রদর্শিত পথাবলম্বী বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানকারী গৌরাঙ্গদাস শিশির বাবু তাহার মেজদাদার প্রেরিত পত্র দ্বারা "শক্তিসঞ্চার" লাভ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, শিশির বাবু স্বীয় প্রকাশিত "অমিয় নিমাই-চরিত" নামক গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, "আমার এখন বোধ হয় যে, সেই পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা মহাশয় আমাকে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন।"

যে শিশির বাবু সত্যবাদী, গণ্যমান্য, ধার্ম্মিক গৌরাঙ্গদাস বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহার মুখে এইরূপ শক্তিসঞ্চারের কথা শুনিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। সেই জন্য সাধারণের বিদিতার্থ তাঁহার স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত দাসখৎ প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইলাম। এ বিষয়ে শিশির বাবুর বা তাঁহার অনুচরবৃন্দের প্রতিবাদ করিবার যদি কিছু থাকে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে প্রতিবাদ করুন।

"আত্ম-সাক্ষাৎকার সনাতন ধর্ম্ম কুত্রাপি প্রাপ্ত না হইয়া এবং নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার আচার্য্য মহোদয়ের উপদেশের ন্যায় সৎপ্রসঙ্গ ও উপদেশ কুত্রাপি শ্রবণ করিতে না পাইয়া, কতিপয় দিবস হইতে সাধু মহাজনদিগের শাস্ত্রের সহিত এবং নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার আচার্য্য মহোদয়ের বাক্যের সহিত ঐক্য করিয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখিয়া, নিঃসংশয়ে বিশ্বাসের সহিত শ্রবণ ও দীক্ষিত হইলাম।

ইহাতে আচার্য্য মহোদয়ের উপদেশ ও সাধনাদি কার্য্য-বিধি প্রতিপালন করিয়া চলিব ; ইহা যদ্যপি না পারিয়া পলায়ন করি কিম্বা সাধারণ লোকের নিকট অমূলক নিন্দাবাদ করি, তাহা হইলে আমার এই কবুলের অপরাধের নিমিত্ত উক্ত সভা এবং আচার্য্য মহোদয় আমাকে রাজ-আইনের যে দণ্ডে দণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাতেই আমি দণ্ডিত হইব। এতদর্থে আমার সুস্থ শরীরে, আনন্দ সহকারে, আচার্য্য মহোদয়ের নিকট দাসত্ব খৎ লিখিয়া বন্দী হইলাম ও স্বহস্তে লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া দিলাম।" সন ১২৮৭ সাল। (স্বাক্ষর।)

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রভাবে আঁজকালকার ছেলেদের মধ্যে দুই এক জন যেমন ইংরাজী শিক্ষায় অভিমানী হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে ও সর্ব্ব সমক্ষে পরিচয় দিতে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ করেন, আমাদের শিশির বাবুও ঠিক্ সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন ; তাই তিনি যে স্থান হইতে শক্তিসঞ্চার লাভ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইয়া, মেজদাদার চিঠিতে শক্তিসঞ্চার হইয়াছিল বলিয়া, সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবহার তাঁহার মত কৃতবিদ্য ব্যক্তির উচিত কর্ম্ম হইয়াছে কি ? আমাদের দেশের ইংরাজী অভিজ্ঞ যুবক ও বালকেরা একেই ত স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ নহে, তাহার উপর তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া অতঃপর তাহারা অধিকতর উৎসাহ ও দম্ভের সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে। তাই সাধারণের উপকারের জন্য আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এত কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।

পাঁচ টাকার ধর্ম্মদাতা।

সময়েতে কত হবে, মূল্যেতে অমূল্য পাবে,
ধর্ম্মদাতা গুরু হবে, বঞ্চিত-বঞ্চক।

কোন কোন মহাত্মারা ইহজন্মেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া আত্মতত্ত্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার জন্য সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক ওঙ্কার সাধন ও উদ্গীথোপাসনা দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানে রত রহিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুর অতীত দেবাদিরও দুর্ল্লভ যে আত্মতত্ত্বরূপ পরমধর্ম্ম, তাহা কখনই ধান্য, চাউল, ভুসিমালের ন্যায় হাটে-বাজারে, সভা সমিতিতে বিক্রয় হয় না এবং ভূরি ভূরি অর্থাদি ব্যয় করিলেও পাওয়া যায় না। গ্রন্থাদির মধ্যে দেখি যে, ইহা মহাজন স্বরূপ-সদ্‌গুরুর কর-কমল-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এবং তিনি ইহা ভক্তিমান পাত্র দেখিয়া অপরার (মায়াশক্তির) বিনিময়ে সেই অমূল্য পরাশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তাহা ভক্ত শিষ্য গদগদ চিত্তে "কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং" বলিয়া শতশত বার শ্রীগুরুর চরণে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রণামাদি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাঠক! আজ্ কিনা সময়ের অবস্থাক্রমে সেই অমূল্য অতুল্য দেবাদির দুর্ল্লভ ধন চিঠি-পত্রের মধ্যে দশ পাঁচ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। কি অনুতাপ! কি দুঃখের বিষয়!! কি প্রবঞ্চকতা!!! যদ্যপি দশ পাঁচ টাকা ফিঃ জমা দিলে চিঠি পত্রের মধ্যে এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ ও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইত, তাহা হইলে ধনী ও রাজা-জমীদারেরা অর্থাদির বলে বলীয়ান হইয়া বস্তা বস্তা, ঝুড়ি ঝুড়ি

আত্মতত্ত্ব খরিদ করিয়া যমরাজকে (মৃত্যুকে) ফাঁকি দিয়া কলা দেখাইয়া বসিয়া থাকিত। আহা! অধুনা কি মজার পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভা ও মাহাত্ম্য, কারণ যে বস্তু শ্রীগুরুর প্রসাদে, জীবনের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা কিনা আজ ৺কাশী-ধামে নিষ্কর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট পেন্সনভুক্ত কোন কোন ব্যক্তির নিকটে পাঁচ টাকা মূল্যে, আর পরাবিদ্যাশূন্য, গো-মেষাদি খাদ্য-ভোজী, কোট পেণ্টুলেন্‌ধারী আত্মসুখী ইংরেজ কর্তৃক থিওসফিকেল্ সোসাইটীর নিকট দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যজীবের কি শুভাদৃষ্ট যে, তাহারা গৃহে বসিয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইয়া পত্রাদির মধ্যে আত্মতত্ত্ব লাভ করিতেছে।

আচ্ছা কলি তুলেছে ঢং আরো কিবা হবে।
শিবের দুর্ল্লভ ধন (এবার) টাকা পয়সায় পাবে॥

আর ভাবনা নাই! আমি কলির বাঙ্গালী, তুমি কলির পোষ্যপুত্র ইংরেজ। তোমার খরচ অধিক, আমার খরচ অল্প, তাহাতে আবার পেন্সন্ পাইয়া থাকি; সুতরাং তুমি দশ টাকা লও, আর আমি পাঁচ টাকা লইয়া ধর্ম্ম দিই, তাহা হইলেই জীব সকল উদ্ধার হইয়া যাইবে।

পাঠক! আজকাল ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া যেন ছেলে খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্ম—কি? ইহা জীবের পক্ষে যম (মৃত্যু)। কিন্তু ভক্তিমান সাধকের পক্ষে ইহাই আবার তুরীয় (মৃত্যুর) অতীত সত্য-সনাতনধর্ম্ম। যদ্যপি আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতানুসারে তুরীয়াতীত সত্য-সনাতন ধর্ম্ম দশ পাঁচ টাকায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভা" মহাবিপদে পড়েন।

কারণ দশ পাঁচ টাকায় পাওয়া যাইলে আমাদিগের আর্য্য-ঋষিরা এমন কি দেবাদিদেব মহাদেব পর্য্যন্তও প্রবঞ্চক এবং তাঁহার বাক্য অসত্য হইয়া পড়ে। মহাদেব নিজমুখে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে,—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

অতএব এই বাক্যানুসারে বিশেষ প্রমাণিত হইতেছে যে, অর্থলোভী গুরুদিগের নিকটে ধর্ম্ম নাই; সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সদ্‌গুরুর সমীপে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রসাদে ও অনুগ্রহে পরাশক্তির উদ্দীপন, অর্থাৎ কুল কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করাইয়া সত্য-সনাতন-ধর্ম্ম-যাজনা করিতে হয়। সেই জন্য "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভা" পুনঃপুনঃ বলিতেছেন যে, আধুনিক প্রতারক গুরুদিগের কুহকে যেন আত্ম-হারা হইয়া ইহরোগে ভবরোগ-যন্ত্রণায় রোগাক্রান্ত না হয়, এই প্রার্থনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চৈতন্য।

সম্প্রতি আমাদিগের এই বঙ্গদেশ মধ্যে কতিপয় আত্ম-বঞ্চক ও প্রবঞ্চক, ঠাকুর হইবার জন্য সাধারণের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবার ও ধর্ম্মের ভাণ ধারণপূর্ব্বক বুদ্ধিকৌশলে চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাবের আদর্শ প্রদর্শন করাইবার অভিলাষে আকাট্ ভাব ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা "বনদেশে শৃগাল রাজা" হইয়াছেন। যে বনে যত দিবস পর্য্যন্ত পশুরাজ সিংহের আগমন না হয়, তত দিবস পর্য্যন্ত তথায় যে প্রকার শৃগালের

আধিপত্য ও উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠে। সেই প্রকার অধুনা, সাধু মহান্তদিগের অপ্রকট্ সময়ে কতিপয় স্নায়ুবিক্ দৌর্ব্বল্য (নারভাস ডিবিলিটী) রোগগ্রস্ত ব্যক্তি মূর্চ্ছার ভাব অবলম্বন করিয়া সাধারণের নিকট "আমিই উনবিংশতি শতাব্দীর চৈতন্য, কারণ আমার ন্যায় চৈতন্যদেব মূর্চ্ছিত হইতেন" বলিয়া পরিচয় দিতে এবং শিষ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি ভয়ানক কথা! অজ্ঞ লোকেও কিন্তু তাহাই বিশ্বাস করিয়া, সেই শঠ ও আত্ম-বঞ্চকদিগকে ভ্রমক্রমে চৈতন্য মহাপ্রভু জ্ঞানে সম্মান এবং ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবার আশয়ে গুরুত্বে বরণ করিতেছে। সাধারণের অপরাধ কি? অজ্ঞ ব্যক্তিরা অলৌকিক কোন বিষয় দেখিলে স্বভাবতঃই আশ্চর্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদাবস্থার সহিত আধুনিক শঠদিগের মূর্চ্ছাভাবের সামঞ্জস্য করিতে হইলে দিবারাত্র প্রভেদ হইয়া যায়।

চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমময়ীর, আদ্যাশক্তির নিগূঢ় প্রেমকান্তিতে এক কালে মগ্ন হইয়া দিবারাত্র জাগরণ, উদ্বেগ, তানব (কৃশতা), মালিন্য, প্রলাপ ও উন্মাদ প্রভৃতি দশ দশাগ্রস্ত হইয়া উপমা রহিত পূর্ণানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিরহোন্মাদ বা দিব্যোন্মাদাবস্থায় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই তাঁহার ধ্যান ধারণ এবং যথা সর্ব্বস্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার আধুনিক শঠ চৈতন্য প্রভুদের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন, বিষয় চিন্তা বা ভোগ লালসা, কিম্বা বড়লোক, ধর্ম্মের নেতা এবং মান্য গণ্য হইবারও ইচ্ছা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের অচ্যুত প্রেম জন্যই মহাপ্রভু দশ দশার মধ্যে কখন কোন দশাগ্রস্ত হইতেন, তাহার স্থিরতা

ছিল না। "আমরা নিশ্চয় জানি এবং শ্রীশ্রীমদাচার্য্য মহাপ্রভু গুরুদেবের কৃপায় বিশেষ করিয়া বলিতে পারি যে প্রত্যেক এক্ একটী দশাতে আটটী করিয়া সাত্ত্বিক ভাব লক্ষিত হয় ও প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখনই মহাপ্রভুর দেহে দশ দশার মধ্যে কোন একটী দশার আবির্ভাব হইত, তখনই তিনি এক কালে অষ্ট সাত্ত্বিক * ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেন। পরন্তু যৎকালে মহাপ্রভু এই প্রকার দিব্যোন্মাদ অবস্থায় দশা-গ্রস্ত হইতেন সেই সময়ে তাঁহার হস্ত, পদ, গ্রীবা এবং কটি প্রভৃতি অস্থি সমুদয় গ্রন্থি হইতে বিভিন্ন হইয়া কেবল চর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ থাকিত এবং দেখিলে বোধ হইত, যেন হস্ত, পদ, অঙ্গুলি প্রভৃতি সন্ধিস্থলগুলি স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পৃথক্ এবং দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মৃত কিম্বা বায়ু ও মৃগী রোগাক্রান্ত মূর্চ্ছিত ব্যক্তিদিগের দেহের ন্যায় তাঁহার দেহ কখনই কাঠিন্য কিম্বা আড়ষ্ট ও বক্র ভাব ধারণ করিত না। তাঁহার দেহের অবস্থা তখন স্বাভাবিক দেহ অপেক্ষা অধিকতর কোমল ও শিথিল হইয়া থাকিত। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ, অস্থি-সন্ধি ত্যাগ, ভাবের উদ্গম এবং প্রলাপাদি বর্ণন বিষয়ে ইহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থানাভাব প্রযুক্ত বিস্তারিত লিখিতে পারিলাম না।

এক্ষণে যাঁহারা ঊনবিংশতি শতাব্দীতে আকাট্ ভাব ধারণ-পূর্ব্বক চৈতন্য মহাপ্রভু হইয়াছি বলিয়া সাধারণের নিকট পরি-

---

* স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু, প্রলয় বা বাহ্যসংজ্ঞা রহিত।

চয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভাব ও অবস্থা সমুদয় বিজ্ঞান ও বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত স্নায়ুবিক্ দৌর্ব্বল্য রোগের লক্ষণের সহিত মিলন করিয়া দেখিলে কতক পরিমানে স্নায়ুবিক্ দৌর্ব্বল্য রোগ এবং সম্পূর্ণরূপে শঠতা ভিন্ন অপর কোন প্রকার সাত্বিক ভাব কিম্বা বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থোক্ত দিব্যোন্মাদ ভাব বলিয়া কোন অংশেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কারণ "বৈদ্যসারসংগ্রহ" গ্রন্থে এবং "হারিত সংহিতা" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্র সমূহে স্নায়ুবিক্ দৌর্ব্বল্যের যে কয়েকটী লক্ষণ † লিখিতে আছে, আকাট্ চৈতন্য প্রভুদের মূর্চ্ছাবস্থার সময়ে প্রায় সেই সকল লক্ষণ, সমস্তই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; স্নায়ুবিক্ দৌর্ব্বল্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের একটী প্রধান লক্ষণ যে, তাঁহারা কখনই রক্তপাত দেখিতে অধিক লোক সমাগম কিম্বা চীৎকার ও বাদ্যধ্বনি সহ্য করিতে পারে না। দৈব বশতঃ যদ্যপি তাঁহারা কোন সময়ে এই প্রকার কোন স্থানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মূর্চ্ছা হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। আমাদের পাঠক দিগের মধ্যে যদ্যপি কাহার এই প্রকার অবস্থা কখন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই সময়ের অবস্থার সহিত মিলন করিয়া লইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। পরন্তু যাঁহারা এক্ষণে মূর্চ্ছাভাব অবলম্বন ও অভ্যাস করিয়া সাধারণের মনকে আকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই মূর্চ্ছাভাবের মধ্যে

---

† শিরোঘূর্ণন, অঙ্গ সকলের চাঞ্চল্য, কখন স্থিরভাব, মুখ হইতে ফেন নির্গম, শরীর কম্পন, জৃম্ভা, চিত্ত বিভ্রম, মূর্চ্ছা, অঙ্গকাঠিন্য আহারের অনভিলাষ, কখন কখন প্রলাপ ইত্যাদি বৈদ্য সারসংগ্রহ।

অনেক পরিমাণে শঠতা আছে। কারণ এই সকল প্রভুরা সাধারণের নিকট মান্য প্রাপ্ত হইবার আশায় সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে সভাস্থলে উচ্চৈস্বরে চীৎকার ও বীরভাবে নৃত্যাদি দ্বারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আক্রান্ত হইয়া মূর্চ্ছার ভাব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং আমার ন্যায় চৈতন্যদেব মূর্চ্ছিত হইতেন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পাঠক! ইহা কেমন? যেমন তৃতীয়ার চন্দ্র দেখিয়া তেঁতুল বক্ষ হয় ইহা সেই ভাব দেখুন।

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে,—"প্রভুর বিরহ-উন্মাদ ভাব গম্ভীর। বুঝিতে না পারে কেহ যদি হয় ধীর॥ বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে। সে বুঝে প্রভু চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥" এক্ষণে উপসংহার কালে সচ্চিদানন্দময় চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থানে "নিরপেক্ষ-ধর্ম্মসঞ্চারিণী সভার" প্রার্থনা, যেন সত্যধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা ভ্রমক্রমে উপরিউক্ত আত্মবঞ্চক-দিগের কুহকে পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুত্বে বরণপূর্ব্বক ইহরোগ ও ভবরোগাক্রান্ত এবং সত্য-সনাতন ধর্ম্মচ্যুত না হন।

পরমতত্ত্ব।

"অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকং।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ॥"

যেমন সূর্য্য উদয় হইয়া সমস্ত অন্ধকার নষ্ট করে, সেই প্রকার আত্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা প্রাপ্ত মহাবাক্যজনিত প্রত্যক্ষ পরম তত্ত্বজ্ঞান অনাদি অনির্ব্বচনীয় সংসারের কারণ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে।

তাই বলি,—

ছেড়ে দিয়ে কুটীনাটী। ধরে চল সত্য খাঁটী॥
জল, পাথর, কাঠ, চামড়া, * মাটী,
আকাশ ভজে পাবি আমড়া-আঁটী॥ +

কার পক্ষাপক্ষ নই, নিরপেক্ষ রই;
অনুরাগী পেলে পরে তত্ত্ব কথা কই।
বাউলাদি কর্ত্তা ভজা ব্রাহ্ম নাহি হই;
ঝোলামালা কন্থীধারী সম্প্রদায়ী নই॥

---

* মনুষ্যদেহ ভজা কিম্বা গুরুর মূর্ত্তি ভাবনা।

\+ নিরাকার।